হজরত বড় পীর ছাহেবের জীবনী

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, শাইখুল হুদা, মুজাদ্দিদে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্ শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পৌত্র পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস"

হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(মুদ্রণ সন ১৪২০)

মূল্য- ৭০ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين •

হজরত বড়পীর ছাহেবের জীবনী

হজরত বড়পীর ছাহেবের বংশাবলী

তাঁহার নাম আবদুল কাদের, তাঁহার উপাধি মোহইউদ্দিন (দীন সঞ্জীবিতকারী), তাঁহার পিতার নাম আবুছালেহ মুছা জঙ্গি দোস্ত, তাঁহার পিতার নাম আবু আবদুল্লাহ, তাঁহার পিতার নাম এহইয়া জাহেদ, তাঁহার পিতার নাম মোহাম্মদ, তাঁহার পিতার নাম দাউদ, তাঁহার পিতার নাম মুছা, তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ, তাঁহার পিতার নাম মুছালজুন, তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ মোহাজ, তাঁহার পিতার নাম হাছানে-মোছান্না, তাঁহার পিতার নাম হজরত হাছান, তাঁহার পিতার নাম হজরত আলি (রাঃ)।

নফহাতোল-উনছে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি ৪৭১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাহজাতোল-আছরারে আহমদ বেনে ছালেহ উহাই হজরত বড় পীর ছাহেবের জন্ম-তারিখ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ ৪৭০ হিজরীতে তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহার মাতার নাম উম্মোল-খায়ের আমাতোল জাব্বার ফাতেমা (রঃ) ছিল, তাঁহার নানার নাম পীর আবু আবদুল্লাহ ছওমায়ি ছিল, তিনি জিলানের অধিবাসী ছিলেন, তেবরেস্তানের কয়েকটী শহরকে জিলান বলা হয়, উহার কোন কছবাতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পীর আবু আবদুল্লাহ ছওমায়ি জিলানের একজন পীর ও মহা সংসার-বিরাগী ছিলেন, তাঁহা কর্ত্তৃক উচ্চধরণের হাল ও বড় বড় কারামত (অলৌকিক কার্য্য) প্রকাশিত হইয়া ছিল।

পীর আবু মোহাম্মদ দারবানি বলিয়াছেন, আমি আজমবাসী পীরদিগের মধ্যে পীর আবদুল্লাহ্ ছওমায়ির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তিনি বাক্‌সিদ্ধ (মোস্তাজাবোদ্দাওয়াত) ছিলেন যখন তিনি রাগান্বিত হইতেন, তখন খোদাতায়ালা অবিলম্বে তাঁহার অনুকূলে প্রতিপক্ষ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন, আর যখন তিনি কোন কার্য্য পছন্দ করিতেন, আল্লাহ তাঁহার অভিলাষ অনুযায়ী উক্ত কার্য্য করিয়া দিতেন, তিনি দুর্ব্বল ও বয়োবৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও বহু নফল এবাদত করিতেন, সর্ব্বক্ষণ জেকরে নিমগ্ন থাকিতেন, প্রকাশ্য বিনয়ী, নিজের অবস্থা সংরক্ষণে ও নিজের সময়গুলির রক্ষণাবেক্ষণে ধৈর্য্যশীল ছিলেন।

তিনি কোন ব্যাপার সংঘটিত হওয়ার পূর্বে উহার ভবিষ্যদ্বানী করিতেন, যেরূপ সংবাদ প্রদান করিতেন, সেইরূপ সংঘটিত হইত।

আরও তিনি বলিয়াছেন, আমার কতক শিষ্য আমাকে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, আমরা বণিকরূপে বণিকদিগের সমভিব্যাবহারে রওয়ানা হইয়াছিলাম। ছামারকান্দের কোন ময়দানে একদল অশ্বারোহী দস্যু আমাদের উপর আক্রমণ করিল, ইহাতে আমরা পীর আবু আবদুল্লাহ্ ছওমায়ির অছিলায় আল্লাহতায়ালার নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করিলাম, হঠাৎ আমরা দেখিতে পাইলাম যে, উক্ত পীর ছাহেব আমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হইয়া উচ্চশব্দে বলিলেন, ছুব্বুহোন,

কোদ্দুছোন, রাব্বোনাল্লাহ, হে খোদার ঘোটকবৃন্দ, আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাও। অমনি ঘোটকগুলি দস্যুদিগকে লইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ ও উপত্যকা ভূমির দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, কোন আরোহী নিজের ঘোটককে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইল না। তাহাদের দুইজন একত্রিত হইতে পারিলাম না। আল্লাহ আমাদিগকে তাহাদের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন। তৎপরে আমরা নিজেদের মধ্যে পীর ছাহেবকে অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। আর তিনি কোথায় গেলেন, তাহা আমরা অবগত হইতে পারিলাম না। তৎপরে যখন আমরা জিলানে উপস্থিত হইলাম, লোকদিগকে এই সংবাদ অবগত করাইলাম, তাহারা বলিলেন, খোদার শপথ, পীর ছাহেব আমাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হন নাই।

হজরত পীরান পীর ছাহেবের মাতা হজরত ফাতেমা (রঃ) অতিশয় ধর্ম্ম পরায়ণা (নেককার) ও এই তারিকতের পথের পথিক ছিলেন।

তিনি বলিতেন, যখন আমার পুত্র আবদুল কাদের ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, রমজানের দিবাভাগে দুগ্ধ পান করিত না। এক সময়ে লোকে রমজানের নবচন্দ্র দর্শন করিতে না পারিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া এতৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তৎশ্রবণে আমি বলিলাম, অদ্য আমার পুত্র স্তন্য পান করে নাই। তৎপরে ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল যে, উহা রমজানের দিবস ছিল।

আমাদের শহরে উক্ত সময়ে ইহা প্রসিদ্ধ ছিল যে, আশরাফ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেই শিশু রমজানের দিবাভাগে দুগ্ধ পান করে না।

পীরাণ-পীর ছাহেবের এক ভাই ছিলেন, তাঁহার নাম শায়েখ আবু আহমদ আবদুল্লাহ, ইনি বয়সে হজরত পীরাণ-পীর ছাহেব অপেক্ষা কনিষ্ঠ ছিলেন, তিনি আলেম ও পরহেজগার ছিলেন,

যৌবন কালে জিলানে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার একজন ফুফু ছিলেন, তাঁহার নাম উম্মো-মোহাম্মদ আএশা, ইনি অতি নেককার ও অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন (কারামত-বিশিষ্টা) ছিলেন। জিলানে একবার অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, তথাকার অধিবাসীগণ বৃষ্টিবর্ষণের জন্য নামাজ পড়িয়াও বিফল মনোরথ হইলেন। তখন পীরেরা উক্ত পীর ছাহেবাণির নিকট উপস্থিত হইয়া বৃষ্টিপাতের জন্য দোয়া করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে তিনি দন্ডায়মান হইয়া গৃহ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সমজ্জনী (ঝাঁটা) দ্বারা জমি পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি জমি পরিষ্কার করিয়াছি, তুমি উহাতে বারি সিঞ্চন কর, অল্প সময়ের মধ্যে মুষল ধারায় বারিপাত হইতে লাগিল, তাঁহারা পানিতে আদ্র হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তিনি বয়োবৃদ্ধা হইয়া জিলানে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

হজরত পীরাণ পীর ক্ষীণকায়, না-লম্বা না-বেঁটে, প্রশস্ত বক্ষঃ, প্রশস্ত চক্ষু, গৌরবর্ণ বিশিষ্ট, জোড়া ভ্রু, মিষ্টভাষী, উৎকৃষ্ট স্বভাব, ক্ষন্নত মর্য্যাদাধারী ও পূর্ণ বিদ্যাধারী ছিলেন।

কালাএদোল জাওয়াহের কেতাবের ৮/৯ পৃষ্ঠা ঃ—

শাএখ মোহম্মদ আওয়ানি বলিয়াছেন, আমি হজরত ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানির (কোঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি কোন্ বিষয়ের উপর নিজের কার্য্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন সত্যের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলাম, আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই। যখন আমি মক্তবে অধ্যায়ন করিতাম, তখনও মিথ্যা বলি নাই। যখন আমি আমাদের শহরে বালক ছিলাম, আরফার দিবস ময়দানে বাহির হইয়া একটি চাষের গরুর পশ্চাতে গমন করিতেছিলাম। গরুটি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিল, হে আবদুল কাদের, তুমি এই কার্য্যের জন্য সৃজিত হও নাই। তৎশ্রবণে আমি

আতঙ্কিত হইয়া গৃহের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং গৃহের ছাদের উপর আরোহণ পূর্ব্বক আরফাত প্রান্তরে হাজিদিগের দন্ডায়মান অবস্থায় অবলোকন করিলাম। তৎপরে আমি নিজের মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, আপনি আমাকে খোদার কার্য্যে ত্যাগ করুন এবং আমাকে বাগদাদে গমন পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ ও সুফি সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎলাভ করিতে অনুমতি প্রদান করুন। তৎশ্রবণে তিনি আমার নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমি অতীত ঘটনা উল্লেখ করিলাম। আমার মাতা ক্রন্দন করিতে করিতে আমার পিতার পরিত্যক্ত ৮০টি দীনার আনয়ন করিলেন, তন্মধ্য হইতে ৪০টি দীনার আমার ভ্রাতার জন্য রাখিয়া দিলেন, আর অবশিষ্ট ৪০টি দীনার আমার বগলের নিম্নদেশে আমার বস্ত্রের সহিত সেলাই করিয়া দিলেন, আমাকে বিদেশে গমন করার অনুমতি দিলেন, আমার নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন যে, সমস্ত অবস্থায় আমি সত্য কথা বলিব, আমাকে বিদায় প্রদান হেতু বাহিরে আগমন পূর্ব্বক বলিলেন, হে পুত্র, তুমি চলিয়া যাও, খোদার জন্য তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত তোমার মুখমন্ডল দর্শন করিব না।

আমি অল্প সংখ্যক ব্যবসায়িদিগের সমভিব্যাবহারে বগদাদের দিকে রওয়ানা হইলাম। যখন হামদান অতিক্রম করিয়া 'রবিক' নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন ৬০ জন অশ্বারোহী দস্যু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে ধৃত করিয়া ফেলিল। কেহ আমার উপর আক্রমরণ করিল না, হঠাৎ তাহাদের মধ্য হইতে একজন আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে দরিদ্র, তোমার নিকট কিছু আছে কি? আমি বলিলাম ৪০টি দীনার আছে। সে বলিল কোথা আছে? আমি বলিলাম, আমার বগলের নিম্নদেশে বস্ত্রের সহিত সেলাই করা রহিয়াছে। সে ধারণা করিল যে, আমি বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছি, কাজেই সে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। দ্বিতীয় একজন

আমার নিকট উপস্থিত হইয়া ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিল, সেও উপরোক্ত প্রকার উত্তর শ্রবণ করিয়া আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেল। তাহারা উভয়ের দস্যুপতির নিকট উপস্থিত হইয়া আমার প্রদত্ত উত্তর তাহার নিকট জ্ঞাপন করিল। সে আমাকে তলব করায় আমি উক্ত উচ্চ ভূমিতে নীত হইলাম—যে স্থানে সে লুণ্ঠিত মাল আসবাব বন্টন করিতেছিল। তৎপরে সে বলিল, তোমার নিকট কিছু আছে কি? আমি বলিলাম, ৪০টি দীনার আছে। সে বলিল কোথায় আছে? আমি বলিলাম, আমার বগলের নিম্নদেশে বস্ত্রের সহিত সেলাই করা আছে। তখন সে আমার বস্ত্র ছিন্ন করিতে আদেশ প্রদান করিল, আমার কথা মতে ৪০টি দীনার প্রাপ্ত হইয়া বলিল. তোমাকে কিসে স্বীকার করিতে উৎসাহিত করিয়াছে? আমি বলিলাম, আমার মাতা সত্য কথা বলিতে আমার নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার গৃহীত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে পারিব না। দস্যুপতি ইহা শ্রবণে রোদন করিয়া বলিতে লাগিল, আমি এত বৎসর যাবৎ খোদার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতেছি। তৎক্ষণাৎ সে আমার নিকট তওবা করিল, তাহার সহচরেরা বলিতে লাগিল, তুমি যেরূপ দস্যুবৃত্তিতে আমাদের নেতা ছিলে, এক্ষণে তওবা কার্য্যে আমাদের নেতা হও, তখন সমস্ত দস্যু আমর নিকট তওবা করিল, আর সওদাগরদিগের লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি তাহাদিগকে প্রত্যার্পণ করিল। তাহারাই আমার নিকট প্রথমতঃ তওবা করিয়াছিল।

হজরত পীরানপীর (কোঃ) ৪৮৮ হিজরীতে বগদাদে উপস্থিত হইয়া এলমগুলি শিক্ষা করিতে কঠোর সাধ্য সাধনা করিয়াছিলেন, প্রথমে তিনি কেরাত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তৎপরে আবু-অফা-আলি বেনে আকিল হাম্বলী, আবুল খাত্তাব মহফুজ কলুজানি, আবুল হাছান মোহাম্মদ ফার্রা হাম্বলী ও কাজী আবু ছইদ অথবা আবু ছইদ মোবারক হাম্বলীর নিকট ফেকাহ শিক্ষা করিয়াছিলেন,

আরবী সাহিত্য আবু জিকরিয়া এহ্ইয়া বেনে আলি তবরেজির নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন।

তিনি একদল বিদ্বানের নিকট হাদিছ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আবু গালেব মোহাম্মদ বেনেল হাছান বাকেল্লানী, আবু ছইদ মোহাম্মদ, আবুল গানায়েম মোহাম্মদ বেনে মোহাম্মদ, আবুবকর আহমদ বেনেল মোজাফ্‌ফর, আবু জা'ফর বেনে আহমদ ছেরাজ, আবুল কাছেম আলি ফারখী, আবু তালেব আবুল কাদের, আবদুল রহমান বেনে আহমদ, আবুল বারাকাত হেবাতুল্লাহ, আবুল এজ্জ মোহাম্মদ, আবু নছর মোহাম্মদ আবু গালেব আহমদ, আবু আবদুল্লাহ এহইয়া, আবুল হাছান বেনেল মোবরক, আবু মনছুর আবদুর রহমান, আবুল বারাকাত তালহা প্রভৃতি অগ্রগণ্য।

তিনি পীর হাম্মাদ মোছলেম দাব্বাছ (রহঃ)-এর সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট এলমে তরিকত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, আদব শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার হস্তে ছলুক সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

নাফহাতোল-উনছ কেতাবে আছে, পীর হাম্মাদ দাব্বাছ উম্মি ছিলেন, তাঁহার উপর মা'রেফাত ও গুপ্ততত্ত্বগুলির দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছিল, তিনি বড় বড় পীরের অগ্রণী হইয়াছিলেন।

হজরত পীরান পীর ছাহেব যখন যুবক ছিলেন, তখন এক দিবস তিনি পূর্ণ আদবের সহিত পীর হাম্মাদের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। যখন তিনি তথা হইতে বাহিরে গেলেন, পীর হাম্মাদ বলিলেন এই আজমি যুবক এক সময় এত বড় উন্নত পদে আরোহণ করিবেন যে, তাঁহার 'কদম' সমস্ত অলির গ্রীবা দেশে থাকিবে। পীর হাম্মাদ ৫২৫ হিজরীতে রমজান মাসে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন।

হজরত পীরান পীর ছাহেব পীর আবু ছইদ মখজুমি কর্ত্তৃক খেরকা পরিধান করিয়াছিলেন। তিনি পীর আবু হাছান কারশী তিনি পীর আবুল ফারাজ তরতুছি কর্ত্তৃক, তিনি আবুল ফজল

আবদুল ওয়াহেদ তমিমি কর্ত্তৃক, তিনি পীর আবুবকর শীবলী কর্ত্তৃক তিনি পীর জোনাএদ বগদাদী কর্ত্তৃক, তিনি পীর ছর্রি ছাকতি কর্ত্তৃক, তিনি পীর মা'রুফ করখি কর্ত্তৃক, তিনি দাউদ তায়ি কর্ত্তৃক, তিনি হবিবে আজমি কর্ত্তৃক, তিনি হাছান বাছারী কর্ত্তৃক, তিনি হজরত আলি (কাঃ) কর্ত্তৃক এবং তিনি ছৈয়দল মোরছালিন হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কর্ত্তৃক খেরকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আখবরোল-আখইয়ারে আছে, লোকে পীরান পীর ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি যে খোদার অলি, ইহা কোথা হইতে বুঝিতে পরিয়াছিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি নিজ গৃহ হইতে মক্তবে গমন করিতাম তখন পথি মধ্যে ফেরেশ্‌তাগণকে আমার চারি পার্শ্বে গমন করিতে দেখিতাম। যখন আমি মক্তবে উপস্থিত হইতাম, শ্রবণ করিতাম, তাঁহারা বালকদিগকে বলিতেন, তোমরা খোদার অলির জন্য স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও। এক দিবস আমি একজন লোককে দেখিয়াছিলাম, যাহাকে ইতিপূর্ব্বে কখনও দর্শন করি নাই, তিনি একজন ফেরেশ্‌তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বালকটি কে? যে, তোমরা তাঁহার এত সম্মান করিতেছ? তাঁহারা বলিলেন, ইনি একজন অলিউল্লাহ—যাহার এই পথে মহা উন্নত পদ-মর্য্যাদা লাভ হইবে।

তৎপরে আমি ৪০ বৎসর পরে অবগত হইয়াছিলাম যে, প্রশ্নকারী ব্যক্তি একজন আবদাল শ্রেণীর লোক ছিলেন।

যখন আমি বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করার সঙ্কল্প করিতাম, একজন শব্দকারীর শব্দ শ্রবণ করিতাম যে, যেন বলিতেন, হে সৌভাগ্যশালী বালক, আমার নিকট আগমন কর। আমি আতঙ্কিত হইয়া পলায়ন করতঃ মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতাম, এখন নির্জ্জনে এই কথা শ্রবণ করিয়া থাকি।

শাএখ আবুবকর বেনে হাওয়ার এক দিবস মজলিশে নিজের শিষ্যগণের সমক্ষে অলিউল্লাহগণের সমালোচনা করিতেছিলেন,

এমতাবস্থায় তিনি বলিলেন, অচিরে ইরাক প্রদেশে একজন আজমি লোকের আবির্ভাব হইবে, তিনি আল্লাহতায়ালার ও লোকদিগের নিকট উন্নত মর্য্যাদাধারী হইবেন, তাঁহার নাম আবদুল কাদের হইবে, তিনি বগদাদের অধিবাসী হইবেন, তিনি বলিলেন, আমার এই 'কদম' প্রত্যেক অলির গ্রীবাদেশে থাকিবে। তাঁহার সময়ে অলিউল্লাহগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিবেন, তিনি নিজের সময়ের অদ্বিতীয় গওছ হইবেন।

পীর আবু আহমদ আবদুল্লাহ জুনি হানাফী ৪৬৮ হিজরীতে বলিয়াছিলেন, অচিরে আজম দেশে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হইবেন, অলৌকিক কার্য্যাবলির (কারামত সমূহের) জন্য তাঁহার মহাখ্যাতি লাভ হইবে এবং সমস্ত অলির নিকট মাননীয় হইবেন, তিনি বলিলেন, আমার এই 'কদম' প্রত্যেক অলির গ্রীবাদেশে থাকিবে। তাঁহার সময়ে অলিগণ তাঁহার কদমের (পদযুগলের) নিম্নদেশে স্থান লাভ করিবেন, তাঁহার সমসাময়িকগণ তাঁহা কর্ত্তৃক গৌরবান্বিত ও লাভবান হইবেন।

পীর আলি বেনে হিতি বাকা বেনে বতু ও আলি কারখি বলিয়াছেন, পীরান-পীর ছাহেব বগদাদে পীর-শ্রেষ্ঠ আবুল অফা কাকিছ (রঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, যখন উক্ত পীর ছাহেব পীরাণ-পীরকে দেখিতে পাইতেন, তাঁহার সম্মানের জন্য দন্ডায়মান হইয়া যাইতেন এবং উপস্থিত লোকদিগকে বলিতেন, তোমরা একজন অলিউল্লাহর সম্মানের জন্য দন্ডায়মান হইয়া যাও, কখন তিনি তাঁহার সাক্ষাৎ করিতে কয়েক পা তাঁহার দিকে গমন করিতেন। কখন তিনি বলিতেন, যে ব্যক্তি এই যুবকের জন্য দন্ডায়মান না হয় সে ব্যক্তি খোদার অলির জন্য দন্ডায়মান হইল না।

যখন তিনি বারম্বার এই কথা বলিলেন, তাঁহার শিষ্যগণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, এই

যুবকের এরূপ এক সময় উপস্থিত হইবে যে, সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার মুখাপেক্ষী হইবে, আমি দেখিতেছি যে তিনি লোকদিগের সাক্ষাতে বগদাদে বলিতেছেন, আমার 'কদম' প্রত্যেক অলিউল্লাহর গ্রীবাদেশে রহিয়াছে, ইহাতে তাঁহার সময়ের অলিগণ নিজেদের গ্রীবাদেশকে তাঁহার জন্য নত করিবেন, তিনি এই কথায় সত্যপরায়ণ হইবেন, যেহেতু তিনি নিজের সময়ে অলিকুলের কোতব হইবেন যে ব্যক্তি তাঁহার সেই সময় প্রাপ্ত হয়, সে যেন তাঁহার সেবায় রত হয়।

লোকে পীর আকিল মোঞ্জীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই সময়ে কোতব কোন্ ব্যক্তি? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, এখনঃ তিনি মক্কা শরিফে গুপ্তভাবে আছেন, অলিউল্লাহগণ ব্যতীত কেহ তাঁহাকে জানে না। অচিরে ইরাক প্রদেশে একজন আজামি শরিফ যুবক প্রকাশিত হইবেন—লোকদিগকে বগদাদে উপদেশ প্রদান করিবেন, সাধারণ ও বিশিষ্ট লোকেরা তাঁহার কারামত বুঝিতে পরিবেন, তিনি নিজের সময়ের কোতব হইবেন, তিনি বলিবেন, আমার 'কদম' প্রত্যেক অলির গ্রীবাদেশে থাকিবে, অলিগণ তাঁহার জন্য নিজেদের গ্রীবাদেশ নত করিবেন।

এক দিবস একদল দরবেশ পীর আলি অহাবের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, তোমরা কোন্ স্থানের অধিবাসী? তাঁহারা বলিলেন, আজমের অধিবাসী। পীর ছাহেব বলিলেন, আজমের কোন্ স্থানের অধিবাসী? তাঁহারা বলিলেন, জিলানের অধিবাসী। পীর ছাহেব বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মধ্য হইতে একজন অলিউল্লাহকে প্রকাশ করিয়া সৃষ্টিকে আলোকিত করিবেন, তাঁহার নাম আবদুল কাদের হইবে। ইরাকে তাঁহার বিকাশ হইবে, তিনি বগদাদে বলিবেন, আমার এই 'কদম' প্রত্যেক অলীর গ্রীবাদেশে থাকিবে। তাঁহার সময়ের অলিগণ তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করিবেন।

আবু ছইদ আবদুল্লাহ তমিমি শাফিয়ে ৫৮০ হিজরীতে দামাস্কে বর্ণনা করিয়াছিলেন, আমি যুবক অবস্থায় এল্‌ম চেষ্টা করা হেতু বগদাদে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সেই সময় নিজামিয়া মাদ্রাছাতে এবনোছ-ছাক্কা আমার সহপাঠি ছিলেন, আমরা এবাদত কার্য্যে সংলিপ্ত হইতাম এবং বোজর্গদিগের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতাম, বগদাদে সেই সময় একজন গওছ ছিলেন, তিনি যখন লুক্কায়িত হইয়া যাইতেন, আমি, এবনোছ ছাক্কা ও যুবক শাএখ আবদুল কাদের উক্ত গওছের সাক্ষাৎ লাভের ইচ্ছা করিলাম। আমরা পথিমধ্যে গমন করিতেছিলাম, এমতাবস্থায় এবনোছ-ছাক্কা বলিলেন, আমি গওছ ছাহেবকে এরূপ প্রশ্ন করিব—যাহার উত্তর প্রদান করিতে তিনি সক্ষম হইবেন না। আমি (আবু ছইদ) বলিলাম, আমিও একটি প্রশ্ন করিব—দেখি তিনি উহার কি উত্তর প্রদান করেন। শাএখ আবদুল কাদের (কোঃ) বলিলেন, মায়াজাল্লাহ, আমি যাহার দর্শন লাভে বরকত (আত্মিক শান্তি) লাভ করার আশা ও আকাঙ্খা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকি, তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কোন প্রশ্ন করিতে পারিব না। যখন আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম, তাঁহার স্থানে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিলাম না, এক মুহূর্ত্ত পরে তাঁহাকে কথায় উপবিষ্ট দেখিতে পাইলাম। তৎপরে তিনি এবনোছ-ছাক্কার দিকে ক্রোধান্বিত অবস্থায় দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, হে এবনোছ-ছাক্কা, তোমার উপর ধিক, তুমি আমার নিকট এরূপ একটি প্রশ্ন করিবে—যাহার উত্তর প্রদান করিতে আমি সক্ষম হইব না। তোমার সেই প্রশ্ন এই, উহার উত্তর এই। নিশ্চয় আমি দেখিতেছি, কাফেরির অগ্নি তোমার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। তৎপরে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, হে আবদুল্লাহ, তুমি আমর নিকট এরূপ একটি প্রশ্ন করিবে—যাহার উত্তর প্রদান করিতে পারি কি না, তুমি দর্শন করিবে। উক্ত প্রশ্ন এই, উহার উত্তর এই। তুমি যে আমার সহিত বে-আদবি করিয়াছ, এই হেতু

দুনইয়া তোমার আপন মস্তক পরিবেষ্টন করিয়া লইবে। তৎপরে তিনি শাএখ আবদুল কাদের (রঃ)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহাকে নিকটে আনয়ন করিয়া সম্মান করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, হে আবদুল কাদের, তুমি যে আদব রক্ষা করিয়াছ, তজ্জন্য নিশ্চয় তুমি আল্লাহ এবং তাঁহার রাছুলকে রাজি করিয়াছ। আমি যেন তোমাকে বাগদাদে দেখিতেছি যে, তুমি কুরছির উপর আরোহণ পূর্ব্বক শ্রোতাদিগকে উপদেশ প্রদান উপলক্ষে বলিবে, আমার এই 'কদম' প্রত্যেক অলির গ্রীবাদেশে থাকিবে। যেন আমি তোমার সময়ের অলিগণকে দর্শন করিতেছি, তোমার সম্মান করা উদ্দেশ্য তাঁহারা নিজেদের গ্রীবাদেশকে নত করিয়াছেন, তৎপরে, উক্ত গওছ অদৃশ্য হইয়া গেলেন, তৎপরে আমরা আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই।

তিনি শাএখ আবদুল কাদেরের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, পরিণামে তাহাই সংঘটিত হইয়াছিল। বেনোছ্-ছাক্কা শরিয়তের এলমগুলি শিক্ষা করিয়া উহাতে পারদর্শী হইয়াছিলেন, অধিকাংশ সমসাময়িকদিগের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, যে কেহ যে কোন বিদ্যায় তাহার সহিত তর্ক যুদ্ধে লিপ্ত হইত, তিনি তাহাকে নির্ব্বাক নিরুত্তর করিতে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি শুদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষাভাষী বক্তা ও উৎকৃষ্ট স্বভাব বিশিষ্ট ছিলেন, মুসলমান জগতের তৎকালীন খলিফা তাহাকে উন্নত পদে উন্নীত করিলেন এবং তাহাকে কনষ্টান্টিনোপালের খৃষ্টান রাজার নিকট দূত রূপে প্রেরণ করিলেন। খৃষ্টান রাজা তাহাকে বহু শাস্ত্র-তত্ত্ববিদ্, প্রাঞ্জল ভাষাভাষী বক্তা ও সচ্চরিত্র দর্শন পূর্বক তাহার নিকট পাদরি ও খৃষ্টান ধর্ম তত্ত্ববিদ্ বিদ্বানগণকে সংগ্রহ করিলেন, তাহারা তাহার সহিত তর্ক-যুদ্ধে লিপ্ত হইলে ইনি তাহাদিগকে নির্বাক নিরুত্তর করিয়া দিলেন। এই হেতু তিনি খৃষ্টান রাজার চক্ষে গৌরবান্বিত প্রতিপন্ন হইলেন, তৎপরে ইনি রাজ-কন্যাকে দর্শন করিয়া তাহার

প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া রাজার নিকট তদীয় কন্যার সহিত বিবাহিত হওয়ার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। রাজা তাহার খৃষ্টান হওয়া ব্যতীত এই বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। এবনোছ-ছাক্কা খৃষ্টান হইয়া উক্ত কন্যার সহিত বিবাহ করিলেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, গওছের সহিত বে-আদবি করিয়া এইরূপ বিপন্ন হইলেন। তৎপরে সুলতান নুরোদ্দীন শহীদ আবু ছইদ আবদুল্লাহকে দামাশকে আনয়ন করিয়া অক্‌ফ সম্পত্তিগুলির কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন, ইহাতে তিনি উহার কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ পূর্বক সম্পূর্ণরূপে দুনইয়াদারিতে সংলিপ্ত হইয়া গেলেন, গওছ তাহাদের সকলের পক্ষে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণে বর্ণে সত্য প্রতিপন্ন হইল।

নাফহাতোল-উনছে লিখিত আছে ঃ—

হজরত বড়পীর ছাহেব বলিয়াছেন, আমি ১১ বৎসর একটি গুম্বজের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া খোদার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, যতক্ষণ লোকে আমাকে ভক্ষণ না করাইবেন এবং আমার মুখে খাদ্য প্রবেশ করাইয়া না দিবেন, ততক্ষণ আমি ভক্ষণ করিব না, আর যতক্ষণ আমাকে পানি পান না করাইবেন, ততক্ষণ আমি পানি পান করিব না। একবার ৪০ দিবস আমি কিছু ভক্ষণ করি নাই, ৪০ দিবস পরে এক ব্যক্তি আগমন করিলেন, কিছু খাদ্য আনয়ন পূর্বক রাখিয়া চলিয়া গেলেন, অতিরিক্ত ক্ষুধার জন্য আমার নফছ খাদ্যের উপর পতিত হওয়ার উপক্রম হইল, আমি বলিলাম, খোদার শপথ, আমি খোদার সহিত যে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। আমি শ্রবণ করিলাম যে, আমার অন্তর হইতে এক ব্যক্তি করুণ প্রার্থনা করিয়া উচ্চ শব্দে ক্ষুধা ক্ষুধা করিতে লাগিল। অকস্মাৎ পীর আবু ছইদ মখজুমি (রঃ) আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং উক্ত শব্দ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে আবদুল কাদের, ইহা কি? আমি বলিলাম, ইহা নফছের (রিপুর) চাঞ্চল্য ও ব্যাকুলতা। কিন্তু আত্মা (রুহ) নিজের প্রকৃতির উপর

স্থির-প্রতিজ্ঞ এবং নিজ খোদাতায়ালার মোশাহাদাতে নিমগ্ন রহিয়াছে। পীর আবু ছইদ বলিলেন, তুমি আমার গৃহে আগমন কর, ইহা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, আমি বাহিরে যাইব না। হঠাৎ হজরত আবুল-আব্বাছ খাজের (আঃ) উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি দন্ডায়মান হও এবং আবু ছইদের নিকট গমন কর। আমি তথায় গমন করিয়া দর্শন করিলাম যে, হজরত আবু ছইদ নিজের গৃহদ্বারে দন্ডায়মান হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, হে আবদুল কাদের, আমি তোমাকে যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইল না, আবার হজরত খাজেরের তোমাকে অনুরোধ করার আবশ্যক হইল। তৎপরেঃ তিনি আমাকে গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক সংগৃহীত খাদ্য গ্রাস গ্রাস (লোকমা লোকমা) আমার মুখে দিতে লাগিলেন, এমন কি আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। তৎপরে তিনি আমাকে খেরকা (খেলাফত বস্ত্র) পরিধান করাইলেন এবং আমি তাঁহার সঙ্গলাভ অনিবার্য্য স্বরূপ গ্রহণ করিলাম।

আরও হজরত পীরানপীর বলিয়াছেন, আমি যে সময় দেশ-বিদেশে ভ্রমণে ছিলাম, একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি আমার সঙ্গলাভ করিতে বাসনা রাখ কি? আমি বলিলাম, হাঁ। ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে এই শর্ত্তে আমার সঙ্গলাভে অনুমতি প্রদান করিতে পারি যে, তুমি আমার আদেশের বিপরীত কার্য্য করিবে না। আমি বলিলাম, আমি আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিব না। তিনি বলিলেন, আমি যতক্ষণ পুনরাগমন না করি, ততক্ষণ তুমি এই স্থানে উপবিষ্ট থাক। এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরে তিনি প্রত্যাগত হইলেন, আমি তথায় অবস্থিতি করিতে ছিলাম। তিনি এক মুহূর্ত আমার নিকট উপবেশন পূর্ব্বক দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, যতক্ষণ আমি প্রত্যাবর্ত্তন না করি, ততক্ষণ তুমি এই স্থান ত্যাগ করিবে না। দ্বিতীয় বৎসর

স্থির-প্রতিজ্ঞ এবং নিজ খোদাতায়ালার মোশাহাদাতে নিমগ্ন রহিয়াছে। পীর আবু ছইদ বলিলেন, তুমি আমার গৃহে আগমন কর, ইহা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, আমি বাহিরে যাইব না। হঠাৎ হজরত আবুল-আব্বাছ খাজের (আঃ) উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি দন্ডায়মান হও এবং আবু ছইদের নিকট গমন কর। আমি তথায় গমন করিয়া দর্শন করিলাম যে, হজরত আবু ছইদ নিজের গৃহদ্বারে দন্ডায়মান হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, হে আবদুল কাদের, আমি তোমাকে যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইল না, আবার হজরত খাজেরের তোমাকে অনুরোধ করার আবশ্যক হইল। তৎপরেঃ তিনি আমাকে গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক সংগৃহীত খাদ্য গ্রাস গ্রাস (লোকমা লোকমা) আমার মুখে দিতে লাগিলেন, এমন কি আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। তৎপরে তিনি আমাকে খেরকা (খেলাফত বস্ত্র) পরিধান করাইলেন এবং আমি তাঁহার সঙ্গলাভ অনিবার্য্য স্বরূপ গ্রহণ করিলাম।

আরও হজরত পীরানপীর বলিয়াছেন, আমি যে সময় দেশ-বিদেশে ভ্রমণে ছিলাম, একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি আমার সঙ্গলাভ করিতে বাসনা রাখ কি? আমি বলিলাম, হাঁ। ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে এই শর্ত্তে আমার সঙ্গলাভে অনুমতি প্রদান করিতে পারি যে, তুমি আমার আদেশের বিপরীত কার্য্য করিবে না। আমি বলিলাম, আমি আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিব না। তিনি বলিলেন, আমি যতক্ষণ পুনরাগমন না করি, ততক্ষণ তুমি এই স্থানে উপবিষ্ট থাক। এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরে তিনি প্রত্যাগত হইলেন, আমি তথায় অবস্থিতি করিতে ছিলাম। তিনি এক মুহূর্ত আমার নিকট উপবেশন পূর্ব্বক দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, যতক্ষণ আমি প্রত্যাবর্ত্তন না করি, ততক্ষণ তুমি এই স্থান ত্যাগ করিবে না। দ্বিতীয় বৎসর

উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি ক্ষণকাল উপবেশন করতঃ বলিলেন, আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত তুমি এই স্থান হইতে অন্যত্রে গমন করিও না। তৃতীয় বৎসর অতীত হইয়া গেলে, তিনি রুটি ও দুগ্ধসহ আগমন করিয়া বলিলেন, আমি খাজের, আমকে তোমার সহিত খাদ্য ভক্ষণ করিতে আদেশ করা হইয়াছে। আমরা উহা ভক্ষণ করিলে তিনি বলিলেন, তুমি চল, বগদাদে প্রবেশ কর, তৎপরে আমরা একত্রিত ভাবে বগদাদে প্রবেশ করিলাম।

কালায়েদোল-জওয়াহেরে আছে, পীরান পীর ছাহেব বলিয়াছেন, আমি বগদাদে ৪০ দিবস অবস্থিতি করিলাম, খাদ্য ও হালাল কোন বস্তু সংগ্রহ করিতে পারিলাম না, হালাল জীবিকা অন্বেষণে খছরু-পরভেজের অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইয়া ৭০ জন অলিকে দেখিলাম যে, সকলেই জীবিকা সন্ধান করিতেছেন। আমি বলিলাম, ইহা মনুষ্যত্ব নহে যে, আমি তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। আমি বগদাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমার শহরবাসী একজন অপরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তিনি আমাকে কিছু টাকাকড়ি প্রদান করিয়া বলিলেন, ইহা তোমার মাতা আমার হস্তে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমি উহার সামান্য পরিমাণ নিজের জন্য ত্যাগ করতঃ অবশিষ্টাংশ এস্তভাবে লইয়া খছরুর অট্টালিকার দিকে ধাবিত হইয়া উক্ত ৭০ জন অলিকে বিতরণ করিয়া দিলাম। তাঁহারা বলিলেন, ইহা কি? আমি বলিলাম, ইহা আমার মাতার নিকট হইতে আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে, কিন্তু আমি ইহা পছন্দ করি না যে, আপনাদিগকে ইহার অংশ প্রদান না করিয়া কেবল আমি উহার উপস্বত্ব ভোগ করি। তৎপরে আমি বগদাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ কিছু খাদ্য ক্রয় পূর্ব্বক দরিদ্রদিগকে উচ্চশব্দে আহ্বান করিয়া তাহাদের সহিত একত্রে ভক্ষণ করিলাম।

আরও পীরানপীর ছাহেব বলিয়াছেন, বগদাদে একসময়

দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় আমি অভাব অনটনের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইতে ছিলাম, কয়েক দিবস অনাহারে অবস্থিতি করিলাম, এই অবস্থায় খাদ্য বস্তুগুলির নিক্ষিপ্ত অংশগুলির অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, আমি এই আশায় এক দিবস ক্ষুধার আধিক্য বশতঃ সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলাম যে, কিছু তৃণ শাক সব্জী কিম্বা খাদ্য-সামগ্রীর পরিত্যক্ত অংশ প্রাপ্ত হইয়া ভক্ষণ করি। আমি যে কোন স্থানে গমন করি, তথায় অন্য ব্যক্তিকে অগ্রগমন করিতে দেখিতাম। আর যদি কোন বস্তু প্রাপ্ত হইতাম, তবে একদল দরিদ্রকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা পছন্দ করিতাম না। তৎপরে আমি শহরের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, এমন কি যে, কোন স্থানে খাদ্যসামগ্রীর নিক্ষিপ্তাংশ পতিত থাকিত, আমি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতাম যে, অন্যলোকে তথায় অগ্রগমন করিয়াছে। তৎপরে আমি রায়-হানাএন নামক বাজারস্থিত মছজেদের নিকট উপস্থিত হইলাম, আমি ক্ষুধায় এরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম যে, দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ হইতেছিলাম। আমি মছজেদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার এক পার্শ্বে উপবেশন করিলাম, আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতে ছিল। অকস্মাৎ একটি আজমি যুবক রুটি ও ভর্জ্জিত মাংস সমেত তথায় প্রবেশ করিল এবং ভক্ষণ করিতে লাগিল। যখন সে হস্তের দ্বারা খাদ্য মুখে দিতেছিল, তখন অতিরিক্ত ক্ষুধায় আমার মুখ ব্যাদান হইতেছিল, আমি নিজের নফছের (রিপুর) উপর দোষারোপ করিয়া বলিলাম, ইহা তোমার কিরূপ ব্যবহার? এইস্থলে খোদার নির্দ্ধারিত মৃত্যু রহিয়াছে। এমতাবস্থায় উক্ত আজমিব্যক্তি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, হে আমার ভ্রাতা, আল্লাহতায়ালার নাম লইয়া আমার সহিত খাদ্য ভক্ষণে যোগদান করুন। আমি অস্বীকার করিলে, তিনি আমাকে শপথ দিলেন, তখন আমার নফছ্ উহা স্বীকার করিতে অগ্রসর হওয়ায় আমি সংক্ষিপ্তভাবে উহা ভক্ষণ করিলাম। তিনি আমাকে

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তোমার পেশা কি? তুমি কোন্ স্থানের অধিবাসী? কাহাকে চিনিতে পার? আমি বলিলাম, আমি জিলানের অধিবাসী, এই স্থানের ফেকহ্ শিক্ষা করিয়া থাকি, তিনি বলিলেন, আমিও জিলানের অধিবাসী। তুমি কি আবদুল কাদের নামক একজন জিলানের অধিবাসী যুবকের নাম জান? আমি বলিলাম, আমিই আবদুল কাদের। ইহাতে তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল এবং বলিলেন, হে ভ্রাতা, আমি যে সময় বগদাদে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সেই সময় আমার নিকট সামান্য কিছু পাথেয় ছিল। আমি তোমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কেহই আমাকে তোমার সন্ধান প্রদান করিতে পারে নাই, তৎপরে আমার পাথেয় নিঃশেষিত হইয়া গেল, তিন দিবস অনাহারে ছিলাম, খাদ্য ক্রয় করার মূল্য আমার নিকট ছিল না, কেবল তোমার টাকাগুলি আমার নিকট ছিল, অদ্য তৃতীয় দিবসে আমি মনে ভাবিলাম, তিন দিবস উত্তীর্ণ হইয়াছে, আমি কিছু ভক্ষণ করি নাই, শরিয়ত প্রবর্ত্তক যে অবস্থায় আমার পক্ষে মৃত ভক্ষণ করা হালাল করিয়াছেন, আমি ঠিক সেই অবস্থায় তোমার গচ্ছিত অর্থ হইতে রুটি ও ভর্জ্জিত মাংসের মূল্য গ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে তুমি পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর, ইহা তোমার, খাদ্য প্রকাশ্যভাবে ইহা আনার ছিল এবং তুমি আমার অতিথি ছিলে, এক্ষণে আমি তোমার অতিথি হইলাম। তৎশ্রবণে আমি (পীরান পীর) বলিলাম, ইহা কিরূপ হইবে, তিনি বলিলেন, তোমার মাতা আমার নিকট তোমার জন্য ৮টী দীনার প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি উহার কিছু অংশ দ্বারা এই খাদ্য ক্রয় করিয়াছি, যদিও শরিয়ত উহার কতকাংশ আমার জন্য হালাল করিয়াছে, তথাচ আমি যে তোমার প্রাপ্য টাকার কতকাংশ নষ্ট করিয়াছি, তজ্জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

তখন আমি তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলাম ও তাহার

অন্তরকে তৃপ্তি প্রদান করিলাম। আমার খাদ্য হইতে যাহা অবশিষ্ট থাকিল, তাহা কিছু স্বর্ণ সহ তাহাকে প্রদান করিলাম, তিনি উহা গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

পীরানপীর ছাহেব বলিয়াছেন, আমি কয়েক দিবস খাদ্য অভাবে অনাহারে থাকিলাম, যখন আমি পূর্ব্ব 'কতিয়া' নামীয় পল্লীতে ছিলাম, এমতাবস্থায় একজন লোক আমার হস্তে একখানা নোটের কাগজ প্রদান করিয়া চলিয়া গেল, আমি কোন দোকানদারকে উহা প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা ময়দার রুটি ও হালুয়া গ্রহণ করিলাম। আমি যে নির্জ্জন মছজেদে পাঠাভ্যাস করিতাম, তথায় উপস্থিত হইয়া উক্ত খাদ্য সামগ্রী আমার সম্মুখে কেবলার দিকে স্থাপন পূর্ব্বক উহা ভক্ষণ করিব কি না, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। তৎপরে আমি প্রাচীরের ছায়ায় একখানা জড়ান কাগজ দেখিয়া উহা গ্রহণ করিলাম, উহা খুলিয়া দেখি, উহাতে লিখিত আছে, আল্লাহতায়ালা কোন প্রাচীন কেতাবে বলিয়াছেন, সবল লোকদিগের পক্ষে বাসনা কামনা চরিতার্থ করার কি আবশ্যক? দুর্ব্বল লোকদিগের পক্ষে কামনা বাসনা চরিতার্থ করা স্থিরীকৃত হইয়াছে, উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা তদ্দ্বারা এবাদত কার্য্যগুলির উপর সহায়তা গ্রহণ করিতে পারে। তখন আমি রুমাল খানা লইলাম এবং খাদ্যবস্তু ত্যাগ করতঃ দুই রাকায়াত নামাজ পড়িয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। পীরানপীর ছাহেব বলিয়াছেন, আমার উপর বহু ভারযুক্ত বিষয় (আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ প্রবাহ) আপতিত হইত, যদি উহা পর্বতমালার উপর নিক্ষিপ্ত হইত, তবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত, যখন উহা অতিরিক্ত ভাবে আমার উপর পতিত হইত, তখন আমি নিজের পার্শ্বদেশকে জমির উপর স্থাপন পূর্বক বলিতাম, নিশ্চয় কষ্টের সহিত শান্তি রহিয়াছে, নিশ্চয় কষ্টের সহিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আছে। তৎপরে আমি মস্তক উত্তোলন করিয়া বুঝিতাম যে, উক্ত ভারি বিষয়গুলি আমা হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

আমি বিদ্বানগণের নিকট ফেকহ্ শিক্ষা করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম, বগদাদে অবস্থিতি না করিয়া ময়দানের দিকে চলিয়া যাইতাম, রাত্রি-দিবা উৎসন্ন স্থানে উপবিষ্ট থাকিতাম, পশমি চোগা পরিধান করিতাম, আমার মস্তকে খেরকা (রুমাল) থাকিত, কন্টকরাশির উপর নগ্নপদে গমন করিতাম, কন্টক, শাক-সব্জির ছাল (উপরিস্থ অংশ) ও তৃণপত্র নদী ও উপনদী হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতাম।

যে কোন পথ আমর পক্ষে ভয়াবহ বোধ হইত, আমি উহার মধ্যে গমন করিতাম, আমি নিজের নফ্‌ছকে কঠোর সাধনায় নিক্ষেপ করিতাম, এমন কি আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে আত্মিক হাবভাব আমার উপর আপতিত হইত, রাত্রদিবা এইরূপ ভাব হইত, আমি প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া চিৎকার করিতাম এবং অধোমস্তকে পড়িয়া যাইতাম, আমি বোবা ও উন্মাদ নামে প্রসিদ্ধ হইতাম, হাসপাতালে নীত হইতাম, আধ্যাত্মিক হাবভাব আমার উপর প্রবল হইল, এমন কি মৃতপ্রায় হইলাম, লোকে কাফন ও গোছল প্রদানকারীকে আনয়ন করিল এবং আমাকে গোছল প্রদান উদ্দেশ্যে খাটিয়ার উপর স্থাপন করিল। তৎপরে উক্ত হাবভাব আমা হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। হজরত পীরান পীর বলিয়াছেন আমি ইরাকের প্রান্তর সমূহে ও উৎসন্ন স্থানে ২৫ বৎসর একাকী ভ্রমণকারী অবস্থায় অবস্থিতি করিতাম আমি লোকদিগকে চিনতাম না এবং লোকেরা আমকে চিনিত না, আমার নিকট অনেক দল অদৃশ্য জগতের পুরুষ ও জ্বেন আগমন করিতেন, আমি তাঁহাদিগকে খোদা-প্রাপ্তির পথ শিক্ষা দিতাম, যখন আমি প্রথমতঃ ইরাকে প্রবেশ করিলাম, তখন হজরত খাজের (আঃ) আমার সঙ্গী হইলেন, আমি তাহাকে চিনিতাম না, তিনি আমার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন যে, আমি তাহার আদেশ লঙ্ঘন করিব না এবং আমাকে বলিলেন, তুমি এই স্থানে উপবেশন কর, আমি ৩ বৎসর

তথায় অবস্থিতি করিলাম তিনি প্রত্যেক বৎসরে এক একবার আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেন, আমি যতক্ষণ প্রত্যাবর্ত্তন না করি, তুমি এই স্থান ত্যাগ করিও না। দুনইয়া, উহার সৌন্দর্য্য এবং উহার কামনা বাসনা স্ব স্ব আকৃতিতে আমার নিকট উপস্থিত হইত, খোদা আমাকে উহার দিকে দৃষ্টিপাত করা হইতে রক্ষা করিতেন, শয়তানের দল বিবিধ প্রকার ভীষণ আকৃতিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার সহিত সংগ্রাম করিত, কিন্তু আল্লাহ আমাকে তাহাদের উপর জয়যুক্ত ও পরাক্রান্ত করিয়া দিতেন।

আমার নফ্‌ছ কোন আকৃতিতে আমার নিকট প্রকাশিত হইয়া কখন বিনীতভাবে নিজের কামনা বাসনার কথা প্রকাশ করিত; কখন আমার সহিত সংগ্রাম করিত, খোদাতায়ালা আমাকে উহার উপর জয়যুক্ত করিতেন।

আমি প্রথমাবস্থায় যে কোন সাধনার পথে আত্মনিয়োগ করিতাম, উহাতে অচল অটল থাকিতাম, উহা সাদরে আলিঙ্গন করিতাম, দৃঢ়ভাবে ধারণ করিতাম। কিছুকাল মাদাএনের উৎসন্ন স্থানে অবস্থিতি করিয়া সাধনার পথে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম, এক বৎসর খাদ্য বস্তুর পরিত্যক্ত অংশ ভক্ষণ করিতাম, পানি পান করিতাম না, এক বৎসর পানি পান করিতাম, খাদ্যবস্তুর নিক্ষিপ্ত অংশ ভক্ষণ করিতাম না, আর এক বৎসর আদৌ পানাহার করিতাম না এবং নিদ্রিত হইতাম না, একবার কঠোর শীতের রাত্রে খছরুর অট্টালিকায় শয়ন করিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় আমার স্বপ্নদোষ হইল, তৎপরে গাত্রোত্থান করিয়া উপনদীতে গমন পূর্বক গোছল করিলাম। সেই রাত্রে ৪০ বার আমার স্বপ্নদোষ হইয়াছিল, আমি ৪০ বার উপনদীতে গোছল করিলাম, তৎপরে নিদ্রার ভয়ে অট্টালিকার উপরি অংশে আরোহণ করিলাম।

আমি কারখের উৎসন্ন স্থানে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলাম, 'বোরদী' শাক ব্যতীত কিছু ভক্ষণ করি নাই। আমার

নিকট প্রত্যেক বৎসরের শিরোভাগে একজন লোক একটি পশমী চোগা সহ আগমন করিতেন, আমার নফছ নিজের কামনা বাসনা চরিতার্থ করিতে কখন আমার উপর পরাক্রান্ত হইতে পারে নাই এবং কখন দুনইয়ার সৌন্দর্য্য আমাকে বিমোহিত করিতে পারে নাই।

পীরান পীর ছাহেব বলিয়াছিলেন, আমার প্রবাসের প্রথমাবস্থায় আত্মিক হাবভাব আমাকে পরিবেষ্টন করিত, আমি উহার নিকটবর্ত্তী হইয়া উহা আয়ত্ত করিয়া লইতে সক্ষম হইতাম, আমার উহাতে আত্ম-বিস্মৃতি হইয়া যাইত, অচৈতন্যাবস্থায় আমি সবেগে ধাবমান হইতাম, যখন উক্ত হাবভাব আমা হইতে তিরোহিত হইয়া যাইত, তখন নিজের অবস্থিতি স্থল হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে নিজেকে প্রাপ্ত হইতাম, এক সময় আমি বগদাদের উৎসন্ন স্থানে ছিলাম, এমতাবস্থায় আত্মিক হাবভাব আমার উপর পতিত হইতে লাগিল। আমি আত্মবিস্মৃতি অবস্থায় ক্ষণকাল ধাবিত হইলাম, তৎপরে আমা হইতে উক্ত অবস্থা দূরীভূত হইয়া গেলে দেখিতে পাইলাম যে, আমি শোস্তার শহরে নীত হইয়াছি, উক্ত স্থান বগদাদ হইতে ১২ দিবসের পথ, আমি আমার এই অবস্থার প্রতি বিস্ময়ান্বিত হইতেছিলাম, অকস্মাৎ একটি স্ত্রীলোক আমাকে বলিতে লাগিল, তুমি শাএখ আবদুল কাদের হইয়া এই অবস্থার প্রতি বিস্ময়ান্বিত হইতেছ?

পীরানপীর ছাহেব বলিয়াছেন, আমি বগদাদে অবস্থিতি না করিয়া রাত্রদিবা উৎসন্ন স্থানে উপবিষ্ট থাকিতাম, শয়তানেরা বিবিধ প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভীষণ আকৃতি ধরিয়া সারি সারি পদব্রজে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার সহিত সংগ্রাম করিত এবং আমার উপর অগ্নি নিক্ষেপ করিত, আমি আমার আন্তরে অচলা দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা অনুভব করিতাম। আমি অভ্যন্তর হইতে একজন শব্দকারীকে বলিতে শুনিতাম, হে আবদুল কাদের, তুমি দণ্ডায়মান হইয়া উহাদের দিকে ধাবিত হও, নিশ্চয় আমি তোমাকে

বর্ণনাতীত দৃঢ়তা প্রদান করিয়াছি এবং নিজের বিশিষ্ট সহায়তা দ্বারা তোমাকে সহায়তা প্রদান করিয়াছি। আমি উহাদের দিকে ধঅবিত হওয়া মাত্র উহারা ডাহিন ও বামদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভব করিত এবং যে স্থান হইতে আসিয়াছিল, সেই স্থানে প্রস্থান করিত। তাহাদের মধ্যে একজন শয়তান আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিত, তুমি এই স্থান হইতে চলিয়া যাও, নচেৎ আমি এইরূপ এইরূপ করিব এবং আমাকে অতিরিক্ত ভীতি প্রদর্শন করিত, আমি তাহাকে চপেটাঘাত করিতাম, ইহাতে সে পলায়ন করিত, আমি যখন "লা-হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহেল আলিয়েল আজিম" পড়িতাম, তখন দর্শন করিতাম যে সে দগ্ধীভূত হইয়া যাইতেছে। এক সময় অতি কদাকার দুর্গন্ধময় একটি লোক আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি ইবলিছ, আমি তোমার সেবা করার জন্য উপস্থিত হইয়াছি, নিশ্চয় তুমি আমাকে ও আমার অনুচরদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছ।

তখন আমি বলিলাম তুমি দূর হইয়া যাও, নিশ্চয় আমি তোমা হইতে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হইতে পারি না, তখন এক খন্ড হস্ত উর্দ্ধদিক হইতে প্রকাশিত হইয়া তাহার ব্রহ্মতালুতে প্রহার করিতে লাগিল, ইহাতে শয়তান জমীতে প্রোথিত হইয়া গেল। শয়তান দ্বিতীয়বার আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার হস্তে অগ্নিশিখা ছিল, সে তদ্দ্বারা আমার সহিত সংগ্রাম করিতেছিল। তৎপরে একটি বীর পুরুষ সবুজ বর্ণের ঘোটকের উপর আরোহণ পূর্ব্বক আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে একখানা তরবারি প্রদান করিলেন, ইহাতে ইবলিছ পশ্চাদ্ধাবিত হইল। আমি তৃতীয় বারে ইবলিছকে একটু দূরে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলাম, সে ক্রন্দন করিতেছিল, নিজের মস্তকের উপর মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিতেছিল, এবং বলিতেছিল, হে আবদুল কাদের, নিশ্চয় আমি তোমা হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছি। ইহাতে আমি তাহাকে বলিলাম, হে

অভিসম্পাতগ্রস্ত, তুমি লাঞ্ছিত অবস্থায় দূর হইয়া যাও, নিশ্চয় আমি সর্বদা তোমা হইতে আতঙ্কিত থাকি। ইবলিছ বলিল, ইহা শাস্তিদায়ক লৌহদন্ড অপেক্ষা কঠিনতর।

তৎপরে আমার নিকট বহু ষড়যন্ত্রের জাল, চক্রান্ত ও ছলনা পদ্ধতি প্রকাশ করা হইল। আমি বলিলাম, এই সমস্ত কি কি? ইহাতে বলা হইল যে, ইহা দুনইয়ার ষড়যন্ত্রের জাল সমূহ, তৎসমুদয় দ্বারা তোমার তুল্য লোককে আবদ্ধ করা হয়। পীরান পীর ছাহেব বলিয়াছেন, আমি তাহাকে তিরস্কার করায় সে পলায়মান অবস্থায় ধাবিত হইল। আমি উক্ত চক্রান্ত সকল দূরীভূত করণার্থে এক বৎসর সাধনা করিলাম, ইহাতে তৎসমুদয়ের মূল উৎপাটিত হইয়া গেল। তৎপরে আমার নিকট বহু বন্ধ-রজ্জু প্রকাশিত হইল--- যে সমস্ত প্রত্যেক দিক হইতে আমার সহিত মিলিত রহিয়াছে। আমি বলিলাম, এই সমস্ত কি কি? তদুত্তরে আমাকে বলা হইল, এই সমস্ত লোকদিগের প্রেম-রজ্জু-যাহা তোমার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। আমি তৎসমুদয় তিরোহিত করা উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বৎসর সাধ্য সাধনা করিলাম, এমন কি তৎসমস্ত একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং আমি তৎসমুদয় হইতে নির্ম্মল হইয়া গেলাম। তৎপরে আমার নিকট আমার অন্তরের অবস্থা প্রকাশ করা হইল, আমি আমার অন্তরকে বহু সম্বন্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সমস্ত কি কি? আমাকে বলা হইল, এই সমস্ত তোমার কামনা ও বাসনা রাশি। আমি তৎসমুদয় দূরীকরণ হেতু তৃতীয় এক বৎসর আত্মনিয়োগ করিলাম, ইহাতে তৎসমস্ত সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল এবং আমার অন্তর তৎসমস্ত হইতে নির্ম্মল হইয়া গেল। তৎপরে আমাকে নফছের (রিপুর) অবস্থা প্রকাশ করা হইল, ইহাতে আমি দর্শন করিলাম যে, উহার ব্যাধিগুলি স্থায়ী, উহার ভোগ-বিলাসের লিপসাগুলি জীবিত এবং উহার শয়তান অবাধ্য রহিয়াছে, ইহাতে আমি চতুর্থ বৎসর তৎসমস্ত নিরাকরণ

উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনা করিলাম, ইহাতে আমার নফছের ব্যাধিগুলি দূরীভূত হইয়া গেল, উহার কামনা বাসনাগুলি রহিত হইয়া গেল এবং উহার শয়তান বশ্যতা স্বীকার কীরল, তখন আমার সমস্ত কার্য্য বিশুদ্ধ আল্লাহতায়ালার জন্য হইয়া গেল, আমি কেবল একাকী রহিয়া গেলাম, আমার সমস্ত অস্তিত্ব উহার পশ্চাতে থাকিয়া গেল, এখনও আমি বাঞ্ছিত স্থলে উপনীত হইতে পারি নাই, তৎপরে আমি তাওয়াক্কোলের (খোদার প্রতি নির্ভরশীলতার) দ্বারের দিকে আকৃষ্ট হইলাম—যেন উক্ত দ্বার দিয়া উক্ত বাঞ্ছিত স্থলে প্রবেশ করি, তথায় বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান দেখিতে পাইলাম, আমি উহা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইলাম। তৎপরে আমি শোকরের (সম্পদরাশির কৃতজ্ঞতা স্বীকারের) দ্বারের দিকে নীত হইলাম—যেন আমি উক্ত দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে পারি। তথাকার বাধাবিঘ্নগুলি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলাম। তৎপরে নিরাকাঙ্খী হওয়ার দ্বারের দিকে নীত হইয়া উক্ত দ্বার দিয়া লক্ষ্য স্থলে উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্যে উহার বাধাবিঘ্নগুলি অতিক্রম করিতে পারিলাম।

তৎপরে আমি পরপরে নৈকট্য লাভ ও মোশাহাদার দ্বারদ্বয়ের দিকে নীত হইয়া উভয় স্থলের বাধাবিঘ্নগুলি অতিক্রম করিতে সক্ষম হইলাম।

তৎপরে আমি দরিদ্রতার দ্বারের দিকে নীত হইয়া দেখিলাম যে, উহা বাধাবিঘ্ন, শূন্য রহিয়াছে, আমি উক্ত দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া দেখি যে, আমি যাহা কিছু ত্যাগ করিয়াছিলাম, সমস্তই উহার মধ্যে রহিয়াছে, উহা দ্বারা আমার পক্ষে মহা ধনভাণ্ডার উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছে, উহার মধ্যে আমাকে শ্রেষ্ঠতম সম্ভ্রম, অনন্ত নিরাকাঙ্খতা ও বিশুদ্ধ স্বাধীনতা প্রদান করা হইল। অবশিষ্ট মানবীয় ভাব ও স্বভাবগুলি বিলাপ করিয়া দেওয়া হইল, দ্বিতীয় অস্তিত্ব আসিয়া উপস্থিত হইল।

পীরনপীর ছাহেব বলিয়াছেন, আমি দরিদ্রতা নিপীড়িত অবস্থায় প্রান্তরের কোন স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ফেকহ শাস্ত্র বারম্বার অধ্যয়ন করিতেছিলাম। অকস্মাৎ একজন অদৃশ্য ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন যে, তুমি ফেকাহ কিম্বা বিদ্যা শিক্ষার সহায়তা কল্পে ঋণ গ্রহণ কর। তৎশ্রবণে আমি বলিলাম, আমি দরিদ্র হইয়াও কিরূপে ঋণ গ্রহণ করিব? অথচ আমার নিকট উহা পরিশোধের উপযুক্ত কোন বস্তু নাই। তদুত্তরে সেই অদৃশ্য ব্যক্তি আমাকে বলিলেন, তুমি ঋণ গ্রহণ কর, উহা পরিশোধ করা আমার পক্ষে জরুরী হইবে। ইহাতে আমি একজন শাক-সব্জি বিক্রেতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, তুমি কি আমার নিকট দৈনিক একখানা রুটি ও অৰ্দ্ধখানা রুটি পরিমাণ 'তিজাক' তরকারী এই শর্ত্তে বিক্রয় করিবে যে, যদি আল্লাহ আমাকে টাকা কড়ি কিছু প্রদান করেন, তবে আমি উহা পরিশোধ করিয়া দিব, আর যদি আমি মৃত্যুমুখে পতিত হই, তবে তুমি উহার দাবী ত্যাগ করিবে। সবজি-বিক্রেতা ক্রন্দন করিয়া বলিল, হে আমার অগ্রণী, আমি উহার দাবী ত্যাগ করিলাম, তুমি যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই আমা হইতে গ্রহণ কর। তৎপরে আমি প্রত্যেক দিবস একখানা রুটি ও অৰ্দ্ধরুটি পরিমাণ 'তিজাক' তরকারী গ্রহণ করিতাম, আমি এই অবস্থায় কিছুকাল জীবন অতিবাহিত করিতাম, যেহেতু আমি উক্ত ব্যক্তির ঋণের কোন অংশই পরিশোধ করিতে সমর্থ হইতেছিলাম না, এই হেতু এক দিবস আমার বক্ষঃ দুঃখ ও ক্ষোভে সংকীর্ণ হইয়া গেল। এমতাবস্থায় অদৃশ্য ব্যক্তি বলিলেন, তুমি অমুক স্থানে গমন কর, একটি ক্ষুদ্র দোকানে যাহা কিছু তুমি দর্শন করিবে, উহা গ্রহণ করিয়া এবং উহা দ্বারা নিজের ঋণ পরিশোধ কর। যখন আমি উক্ত স্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন আমি একটি ক্ষুদ্র দোকানে বৃহৎ একখন্ড স্বর্ণ দেখিতে পাইয়া উহা গ্রহণ পূর্ব্বক সব্জি-বিক্রেতাকে প্রদান করিলাম। পীরানপীর ছাহেব বলিয়াছেন, একদল বগদাদবাসী ফেকাহ শিক্ষা করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন,

তাহারা শস্য কর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইলে, পল্লীতে পল্লীতে বহির্গত হইয়া কিছু কিছু শস্য ভিক্ষা করিতেন, তাহারা এক দিবস আমাকে বলিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গে বা'কুবা পল্লীতে বহির্গত হও, আমরা তথা হইতে কিছু কিছু শস্য সংগ্রহ করিতে পারিব। আমি বালক ছিলাম, তাহাদের সমভিব্যবহারে বহির্গত হইলাম, বা'কুবা পল্লীতে একজন সুফি পুরুষ ছিলেন, তাঁহাকে শরিফে বা'কুবি বলা হয়। আমি তাঁহার দর্শন লাভের জন্য গমন করিলাম, তিনি আমাকে বলিলেন, সত্যান্বেষী ও সুফি লোকেরা লোকদিগের নিকট কিছু যাঞ্চা করেন না, আরও তিনি আমাকে লোকদিগের নিকট যাঞ্চা করিতে নিষেধ করিলেন, ইহার পরে আমি কখনও ভিক্ষা করার জন্য কোন স্থানে বহির্গত হই নাই।

পীরনপীর ছাহেব বলিয়াছেন, এক সময় আমি মনে ভাবিলাম যে, বগদাদে অতিরিক্ত অশান্তি ও বিভ্রাট সংঘটিত হওয়ার কারণে তথা হইতে বাহির হইয়া যাই, আমি নিজের কোর-আন মজিদ নিজের স্কন্ধদেশে স্থাপন করতঃ হালাবার দ্বারে উপস্থিত হইলাম, যেন আমি উক্ত দ্বার হইতে ময়দানের দিকে বাহির হইয়া যাই। এমতাবস্থায় একজন লোক বলিলেন, তুমি কোথায় গমন করিতেছ? তিনি আমাকে এরূপ সজোরে ধাক্কা দিলেন যে, পৃষ্ঠা দেশের উপর পড়িয়া গেলাম, আরও তিনি বলিলেন, তুমি প্রত্যাবর্ত্তন কর, তোমার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হইবে। আমি বলিলাম, লোকদিগের জন্য আমার উপর কি দায়িত্ব আছে? আমি দিজের ধর্ম্মের শান্তির কামনা করিতেছি। তিনি অদৃশ্য ভাবে আমাকে বলিলেন, তুমি প্রত্যাবর্ত্তন কর, তোমার ধর্ম্ম শান্তিতে থাকিবে।

তৎপরে আমার উপর এরূপ আত্মিক হাবভাব প্রকাশিত হইল—যাহার রহস্য ভেদ করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িল, আমি আল্লাহতায়ালার নিকট এই প্রার্থনা করিলাম যে, তিনি আমার নিকট এরূপ লোককে প্রেরণ করেন—যিনি উক্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যা

প্রকাশ করিতে পারেন। পরদিবস আমি মোজাফরিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, এক ব্যক্তি নিজের গৃহের দ্বার উদঘাটন করিয়া বলিলেন, হে আবদুল কাদের, তুমি এই স্থানে আগমন কর। আমি তথায় গমন পূর্বক দন্ডায়মান হইলাম, তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি বিগত রাত্রে খোদার নিকট কি প্রার্থনা করিয়াছিলে? আমি মৌনাবলম্বন করিলাম, কি উত্তর প্রদান করিব, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। ইহাতে তিনি আমার উপর রাগান্বিত হইলেন এবং আমার মুখমন্ডলের উপর অতিশয় সজোরে দ্বারটি ধাক্কা দিলেন, ইহাতে দ্বারের চারিদিক হইতে ধূলি উড়িয়া আমার মুখমন্ডলে পতিত হইল। যখন আমি অল্প দূর গমন করিলাম, আমি যাহা খোদার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তহা আমার স্মরণে আসিয়া গেল। আমি অন্তরে ধারণা করিলাম যে, তিনি ওলিউল্লাহগণের মধ্যে এজন হইবেন। তৎপরে আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দ্বার অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমি উহা চিনিতে পারিলাম না। ইহাতে মনক্ষুন্ন হইলাম, তিনি পীর হাম্মাদ দাব্বাছ ছিলেন। আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার সঙ্গলাভ করিলাম, যাহার রহস্য ভেদ করা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছিল, তিনি তাহার মর্ম্ম আমার নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন। আমি বিদ্যা শিক্ষা মানসে তথা হইতে অন্যত্রে গমন করার পরে যখন তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতাম, তিনি বলিতেন, তুমি কি জন্য আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ? তুমি একজন ফকিহ, কাজেই ফকিহগণের নিকট গমন কর। তৎশ্রবণে আমি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতাম। তিনি আমাকে বহু কষ্ট দিতেন, আমাকে প্রহার করিতেন, যখন বিদ্যাশিক্ষা করিতে তথা হইতে অন্যত্রে গমন করিয়া পুনরায় তাহার নিকট আগমন করিতাম, তিনি বলিতেন, অদ্য আমার নিকট বহু রুটি ও ফালুদা আসিয়াছিল, আমি উহা ভক্ষণ করিয়াছি, তোমার জন্য কিছু রাখি নাই। তিনি আমাকে অতিশয় কষ্ট দিতেন এবং বলিতেন, তুমি ফকিহ, তুমি

এস্থলে কি করিবে অথবা কি জন্য আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, ইহা দেখিয়া তাঁহার শিষ্যগণ আমাকে কষ্ট দিতে লাগিল, তদ্দর্শনে পীর ছাহেব আমার পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, হে কুকুরেরা, কেন তোমরা তাঁহাকে কষ্ট দিতেছ? খোদার শপথ, তোমাদের মধ্যে তাঁহার তুল্য কোন ব্যক্তি নাই, আমি তাঁহাকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্যে কষ্ট দিয়া থাকি, তাঁহাকে আমি অচল পর্বতের তুল্য দেখিতেছি।

পীরানপীর বলিয়াছেন, আমি নিদ্রিত ও চৈতন্যবস্থায় উপদেশ প্রদান করিতাম, আমার উপর বক্তৃতার বেগ প্রবল হইত, যদি আমি বক্তৃতা প্রদান না করিতাম, তবে আমার অন্তরে বক্তৃতা-ধারা পুঞ্জীভূত হইত, যেন আমার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিত, আমি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিতাম না, আমার নিকট দুই কিম্বা তিনজন লোক উপবেশন করতঃ আমার কথা শ্রবণ করিত, তৎপরে লোকেরা পরস্পরে শ্রবণ পূর্ব্বক আমার নিকট জনতা করিতে লাগিল, আমি হালাবার দ্বারে ঈদগাহে উপবেশন করিতাম, তৎপরে জনতা এত অধিক হইল যে, স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না কাজেই লোকে উপত্যক ভূমির মধ্যে কুরছি স্থাপন করিলেন, লোকেরা রাতে মোমবাতি ও মশাল লইয়া স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইতেন, তৎপরে লোগদিগের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তাহারা শহরের বাহিরে ঈদগাহে কুরছি স্থাপন করিলেন। লোকেরা ঘোটক, অশ্বতর, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের উপর আরোহন পূর্ব্বক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া পতঙ্গের ন্যায় দন্ডায়মান থাকিতেন। সভাস্থলে প্রায় ৭০ সহস্র লোক উপস্থিত হইতেন।

পীরানপীর (রঃ) বলিয়াছেন, আমি জোহরের পূর্ব্বে হজরত নবী (ছাঃ) এর দর্শন লাভ করিলাম, তিনি আমাকে বলিলেন, হে প্রিয় পুত্র, তুমি কি জন্য উপদেশ প্রদান কর না? তদুত্তরে আমি বলিলাম হে পিতা, আমি একজন আজামী লোক, কিরূপে বগদাদের

শুদ্ধ ভাষাভাষিদিগের সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করিব? তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, তুমি মুখ খুলিয়া দাও, আমি উহা খুলিয়া দিলে তিনি উহাতে সাতবার থুথু দিলেন এবং বলিলেন, তুমি লোকদিগকে উপদেশ প্রদান কর এবং হেকমত (কোর-আন ও হাদিছ) এবং উৎকৃষ্ট উপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর। তৎপরে আমি জোহর পড়িয়া উপবেশন করিলাম, আমার নিকট বহু লোক উপস্থিত হইল, ইহাতে আমার শরীরে কম্পন উপস্থিত হইল। তখন আমি হজরত আলি (রাঃ)কে দেখিলাম, তিনি বলিলেন, তুমি বক্তৃতা প্রদান করিতেছ না কেন? আমি বলিলাম আমার শরীরে কম্পন উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, তুমি মুখ খুলিয়া দাও, আমি মুখ খুলিয়া দিলে তিনি উহাতে ছয়বার থুথু দিলেন। আমি বলিলাম, সাত বার থুথু দিলেন না কেন? তিনি বলিলেন, হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সহিত আদব করিয়া এইরূপ করিয়াছি।

কোন রেওয়াএতে আছে, আমার অন্তরে এলহাম করা হইল যে, তুমি বগদাদে প্রবেশ করিয়া বক্তৃতা প্রদান কর, আমি তথায় প্রবেশ করিয়া লোকদের অবস্থা না পছন্দ করিয়া তথা হইতে বাহির হইলাম। দ্বিতীয় বার এলহাম হইল যে, তুমি বগদাদে প্রবেশ করিয়া লোকদিগকে উপদেশ প্রদান কর, কেননা তোমা কর্তৃক তাহারা উপকৃত হইবে। আমি তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়া দেখি যে, জ্যোতিঃ সকল আমার দিকে ধাবিত হইতেছে। আমি বলিলাম, এই ব্যাপার কি? আমাকে বলা হইল যে, হজরত নবি (ছাঃ) তোমার নিকট শুভাগমন করিতেছেন, তিনি তোমার খোদা-প্রদত্ত দরজার প্রতি তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন। তৎপরে জ্যোতিরাশি অধিক হইতে অধিকতর হইতে লাগিল, ইহাতে আমার আত্ম-বিস্মৃতি হইল, আনন্দে মাতোয়ারা হইলাম, তখন হজরত নবি (ছাঃ)-কে শূন্যমার্গে মিম্বরের সম্মুখে দর্শন করিলাম, তিনি আমাকে

হে আবদুল কাদের বলিয়া ডাকিলেন, আমি তাঁহার আগমনে আনন্দিত হইয়া সাত পা শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হইলাম তৎপরে তিনি আমার মুখে সাতবার থুথু দিলেন এবং হজরত আলি (রাঃ) ছয়বার থুথু দিলেন। তৎপরে তিনি আমাকে একখানা মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করাইলেন। আমি বলিলাম, ইহা কি? হজরত বলিলেন, ইহা তোমার বেলাএত ও কোতবিএতের বস্ত্র। তৎপরে আমার উপর অদৃশ্য তত্ত্বগুলির দ্বার উদঘাটন করা হইল আমি লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিলাম। তৎপরে হজরত আবুল আব্বাছ খাজের (আঃ) অন্যান্য আলিগণের ন্যায় আমাকে পরীক্ষা করিতে আগমন করিলেন। আমি তাঁহার অন্তরের কথা বুঝিতে পারিলাম, তিনি অধোমস্তকে ছিলেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে খাজের, তুমি হজরত মুছা (আঃ)-কে বলিয়াছিলে যে, তুমি কখনও আমার সহিত থাকিয়া ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিবে না। এক্ষণে আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি আমার সহিত থাকিয়া ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিবে না। হে খাজের, তুমি ইছরাইলি, আমি মোহম্মদী, এক্ষণে তুমি ও আমি এই ফুটবল, এই ময়দান, এই আমার জিন ও লাগাম লাগান ঘোটক, এই আমার গুলন খাটান ধনুক, এই আমার নিষ্কাষিত তরবারী।

খাত্তাব নামক পীরান-পীরের একজন খাদেম (সেবক) বলিয়াছেন, এক দিবস উক্ত পীর ছাহেব লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি শূন্যমার্গে কয়েক পা উড্ডীয়মান হইয়া বলিলেন, হে ইছরাইলি, দন্ডায়মান হইয়া মোহাম্মদীর কথা শ্রবণ কর, তৎপরে তিনি নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, আবুল আব্বাছ খাজের শূন্যমার্গে উড়িয়া যাইতেছিলেন, আমি তাঁহার নিকট উড্ডীয়মান হইয়া উহা বলিয়াছি, ইহাতে তিনি দন্ডায়মান হইয়া গেলেন।

শাএখ আবদুল আহ্বাব (রঃ) বলিয়াছেন, আমার পিতা পীরান-পীর সপ্তাহে তিনবার—জোমার দিবস প্রত্যুষে ও মঙ্গলবারে বৈকালে মাদ্রাছাতে এবং রবিবারে প্রাতে পান্থশালায় উপদেশ প্রদান করিতেন। আলেম, ফকিহ, পীরগণ অন্যান্য লোকেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তিনি ৫২১ হিজরী হইতে আরম্ভ করিয়া ৫৬১ হিজরী পর্য্যন্ত ৪০ বৎসর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ৫২৮ হিজরী হইতে ৫৬১ হিজরী পর্য্যন্ত ৩৩ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা ও ফৎওয়া প্রদান করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

তাঁহার মজলিশে কারিগণ বিনা এলহানে স্পষ্ট স্পষ্ট ভাবে তরতিল তজবিদসহ কোর-আন পাঠ করিতেন। অনেক সময় মছউদ হাশেমি তাঁহার মজলিশে কোর-আন পাঠ করিতেন, তাঁহার মজলিশে দুইজন কিম্বা তিনজন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তিনি যাহা ওয়াজের মজলিশে বলিতেন, চারিশত লেখক তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন, অনেক সময় তিনি মজলিশে লোকদিগের সম্মুখে কয়েক পা শূন্যমার্গে উড়িয়া যাইতেন, তৎপরে তিনি কুরছির দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

শাএখ ওমার কিমানি বলিয়াছেন, প্রায় তাঁহার ওয়াজের মজলিশে য়িহুদী ও খৃষ্টানেরা মুছলমান হইত, দস্যু ও বেদায়াতিয়া তওবা করিত, একজন খৃষ্টান তাপস তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়া বলিল, আমি একজন ইমন অধিবাসী, আমার মুছলমান হওয়ার ধারণা হইল, আমার দৃঢ় ধারণা হইল যে, আমি এরূপ একজন লোকের হস্তে ইছলাম গ্রহণ করিব, যিনি আমার ধারণায় ইমনবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হয়েন, জমিতে উপবেশন করতঃ চিন্তান্বিত হইলাম, এমতাবস্থায় আমি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম, হঠাৎ (হজরত) ইছা (আঃ)-কে দেখিলাম, তিনি আমাকে বলিতে লাগিলেন, হে ছেনান, তুমি বগদাদে গমন পূর্ব্বক শাএখ আবদুল কাদেরের হস্তে ইছলাম গ্রহণ কর, কেননা তিনি এই সময়ে জমিবাসীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম

লোক। আর এক সময়ে তাঁহার নিকট ১৩ জন খৃষ্টান আগমন পূর্ব্বক তাঁহার ওয়াজের মজলিশে তাঁহার হস্তে ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আমরা আরবের খৃষ্টান, আমরা ইছলাম গ্রহণ করার সঙ্কল্প করতঃ এই সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম যে, কোন ব্যক্তির নিকট গমন পূর্ব্বক ইছলাম গ্রহণ করি, এমতাবস্থায় একজন অদৃশ্য ব্যক্তি আমরা যাহার কথা শ্রবণ করিতে ছিলাম, কিন্তু তাহার আকৃতি দেখিতে পাইতেছিলাম না, শব্দ করিয়া বলিলেন, হে মুক্তিপ্রাপ্ত আরোহীগণ, তোমরা বগদাদে গমন পূর্ব্বক পীর আবদুল কাদেরের হস্তে ইছলাম গ্রহণ কর, কেননা তাঁহার নিকট তাঁহার বরকতে তোমাদের অন্তরে এইরূপ ইমান স্থাপিত হইবে—যাহা এই সময়ে অন্য কোন লোকের দ্বারা সম্ভব হইবে না।

পীরান-পীর বলিয়াছেন, আমি আশা করিয়াছিলাম যে প্রথম সময়ের ন্যায় অরণ্য ও ময়দানে জীবন অতিবাহিত করিব, আমি যেন লোকদিগকে দর্শন না করি, তাহারাও যেন আমাদিগকে দর্শন না করেন, তৎপরে খোদার ইচ্ছা হইল যে, লোকেরা আমা কর্ত্তৃক উপকৃত হয়েন, আমার হস্তে ১৫ সহস্রের অধিক য়িহুদী ও খৃষ্টান মুছলমান হইয়াছিল এবং এক লক্ষের অধিক দস্যু ও অসৎ কর্ম্মশীল ব্যক্তি তওবা করিয়াছিল।

আবু নছর বগদাদী বলিয়াছেন, আমি একবার মন্ত্র দ্বারা এক দল জ্বেনকে আহ্বান করিলাম, তাহারা আমার নিকট উপস্থিত হইতে নিয়মের অধিক সময় বিলম্ব করিল, তৎপরে তাহারা উপস্থিত হইয়া আমাকে বলিল, যখন অএখ আবদুল কাদের লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন, তখন তুমি আমাদিগকে আহ্বান করিও না। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, আমরা তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে উপস্থিত হইয়া থাকি। আমি বলিলাম, তোমরা কি উপস্থিত হইয়া থাক? তাহারা বলিল, তাঁহার মজলিশে

মনুষ্যদিগের চেয়ে আমাদের জনতা অধিকতর হইয়া থাকে এবং আমাদের বহুদল তাঁহার হস্তে ইছলাম গ্রহণ করিয়াছে ও তওবা করিয়াছে।

আবু হাফছ তিবি বলিয়াছেন, এক সময় পীরানপীর আমাকে বলিয়াছিলেন, হে ওমার, আমার মজলিশ হইতে তুমি বিচ্ছিন্ন হইও না, কেননা উহাতে মূল্যবান বস্ত্র সকল বিতরণ করা হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি উহা হইতে বঞ্চিত হয়, তাহার পক্ষে, পরিতাপ হউক। আবু হাফছ বলিয়াছেন, কিছুকাল পরে কোন দিবস আমি তাহার সভায় উপস্থিত ছিলাম, অকস্মাৎ আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম, এমতাবস্থায় দেখিতে পাইলাম যে, আছমান হইতে লোহিত ও সবুজ রঙ্গের মূল্যবান বস্ত্র সকল সভার লোকদিগের উপর নাজেল হইতেছে, আমি জাগরিত হইয়া লোকদিগকে উহা প্রকাশ করিব ধারণায় সবেগে দন্ডায়মান হইলাম, ইহাতে পীরান-পীর ছাহেব উচ্চশব্দে বলিলেন, হে পুত্র, চুপ করিয়া থাক।

আর আবুহাফছ বলিয়াছেন, আমি তাঁহার সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখমন্ডলের দিকে নিরক্ষণ করিয়া বসিয়াছিলাম তৎপরে আমি দেখিলাম যে, আছমান হইতে বেল্লাওরের ফানুছের ন্যায় একটি বস্তু অবতরণ পূর্বক পীরানপীর ছাহেবের মুখের নিকট উপস্থিত হইল, তৎপরে উহা অতি দ্রুতবেগে উর্দ্ধে ধাবিত হইল, এইরূপ তিনবার সংঘটিত হইল, আমি অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া লোকদিগকে বলিবার জন্য দন্ডায়মান হইলে, পীরানপীর ছাহেব আমকে বলিলেন, তুমি উপবেশন কর, কেননা মজলিশের পরিলক্ষিত ব্যাপারগুলি গচ্ছিত বস্তুর ন্যায়। তখন আমি বসিয়া পড়িলাম এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ব্যতীত ইহা কাহাকেও বলি নাই।

এহইয়া বেনে নাজাহ বলিয়াছেন, আমি মনে মনে বলিলাম, পীরানপীর ছাহেব ওয়াজের সভায় কত সংখ্যক কবিতা পাঠ করেন, তাহা আমি গণনা করিব। তাঁহার মজলিশে একখানা সূতা

তাঁহাদের কতক স্ব স্ব স্থানে কম্পিত হইতেছেন, তাঁহার ওয়াজের সময় শূন্যমার্গে চীৎকার শুনা যাইত।

পীর আবুল ফালাহ বলিয়াছেন, আমার পিতা বর্ণনা করিয়াছেন, আমি পীর মাতারে বাদেরাণীর মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলাম, আমি আপনার পরে কাহার অনুগত্য স্বীকার করিব, আপনি তৎসম্বন্ধে আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, শাএখ আবদুল কাদেরের অনুগত্য স্বীকার করিও। আমি ইহা তাঁহার পীড়ার আধিক্য ধারণা করিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিলাম। তৎপরে উক্ত প্রশ্ন করিলে, তিনি উক্ত উত্তর প্রদান করিলেন। তৃতীয় বার প্রশ্ন করিলে, তিনি বলিলেন, হে পুত্র, এক সময় উপস্থিত হইবে—যাহাতে পীর আবদুল কাদের (রঃ)-র আবির্ভাব হইবে, সেই সময় কেবল তাঁহার অনুসরণ করা হইবে। তিনি মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে, আমি বগদাদে উপস্থিত হইয়া হজরত শাএখ আবদুল কাদের (রঃ)-র সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, তথায় পীর বাকা-বেনে বতু, পীর আবুছা'দ কিলবী, পীর আলি বেনে হিতি প্রভৃতি প্রবীণ প্রবীণ পীর বোজর্গেরা উপস্থিত আছেন আমি উক্ত হজরত পীর জিলানি (রঃ)-কে বলিতে শুনিলাম, আমি তোমাদের তুল্য উপদেষ্টা নহি, আমি খোদার আদেশে আদিষ্ট হইয়াছি, আমি শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান পুরুষদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছি, তিনি শূন্যমার্গের দিকে দিজের মস্তক উত্তোলন করিতেছিলেন আমিও শূন্যমার্গের দিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলাম যে, তাঁহার সমসূত্রে কয়েক সারি জ্যোতিষ্মাণ পুরুষ অধোমস্তকে জ্যোতিষ্মান ঘোটকবৃন্দের উপর আরোহণ করিয়া আছেন, তাঁহারা সংখ্যায় এত অধিক ছিলেন যে, শূন্যপথকে আবৃত করিয়া ফেলিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কতকে ক্রন্দন করিতেছিলেন, কতক উচ্চ শব্দ করিতেছিলেন ও কতকের বস্ত্রগুলিতে অগ্নি জ্বলিতেছিল, ইহাতে আমি অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম, তৎপরে আমি

দন্ডায়মান হইয়া সবেগে উক্ত হজরতের কুরছির উপর আরোহণ করিলাম। ইহাতে তিনি আমার কর্ণ ধরিয়া বলিলেন, হে করম, তুমি কেন তোমার পিতার প্রথম উপদেশেই সম্মত হইলে না?

পীর আবু ছা'দ কিলাবি (রঃ)-কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, আমি একাধিক বার হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও অন্যান্য নবিগণকে তাঁহার মজলিশে দর্শন কীরয়াছি। নিশ্চয় প্রভু নিজের দাসকে গৌরবান্বিত করিয়া থাকেন।

আরও দর্শন করিয়াছি যে, নবিগণের রুহ সকল আছমান ও জমির মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে, যেরূপ বায়ু সকল শূন্যমার্গে, পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। আরও ফেরেশতাগণ (আঃ)কে দর্শন করিয়াছি যে, তাঁহারা একদলের পরে অন্যদল তাঁহার মজলিশে উপস্থিত হইতেন এবং অদৃশ্য পুরুষ ও জেনদিগকে দেখিয়াছি যে, তাঁহার সভায় যোগদান করিতে একে অন্য হইতে অগ্রগামী হইতে চেষ্টা করিতেছেন এবং হজরত আবুল আব্বাছ খাজের (আঃ)-কে অনেক সময় তাঁহার সভায় যোগদান করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা বাদ করিতাম, তদুত্তরে তিনি বলিতেন, যে ব্যক্তি মুক্তির আকাঙ্খা করে, সে যেন তাঁহার সভায় যোগদান করা প্রয়োজন মনে করিয়া লয়।

আবু মোহাম্মদ শায়বানি বলিয়াছেন, হজরত পীরান পীর ছাহেবের অবস্থা প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িলে বগদাদের প্রবীণ ফকিহগণের ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একশত জন এই উদ্দেশ্যে সমবেত হইলেন যে, তাঁহাদের প্রত্যেকে এক এক এলমের পৃথক পৃথক মছলা জিজ্ঞাসা করেন, যেন তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন এবং তাঁহারা উক্ত হজরতের সভায় উপস্থিত হইলেন। আমি সেই দিবস তথায় উপস্থিত ছিলাম। যখন তাঁহার মজলিশে স্থির হইয়া বসিলেন, পীরান পীর ছাহেব অধোমস্তকে থাকিলেন, হঠাৎ তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে একটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নি

প্রকাশিত হইল, আল্লাহ তাহাকে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত কেহই দর্শন করিতে পাইতেছিল না। উহা শতজনের বক্ষঃদেশে সংক্রামিত হইয়াছিল, তাঁহাদের যে কোন ব্যক্তির বক্ষঃদেশে উহা সংক্রামিত হইতেছিল সেই ব্যক্তি হতবুদ্ধি ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছিলেন। তৎপরে তাঁহারা শব্দ কীরয়া নিজেদের মস্তক খুলিয়া কুরছির উপর আরোহন করিলেন। সভার লোকেরা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তৎপরে পীরান পীর ছাহেব তাঁহাদের প্রত্যেককে নিজের বক্ষের সহিত মিলাইয়া লইলেন। তৎপরে তিনি তাঁহাদের একজনকে বলিলেন, তোমার প্রশ্ন এই এবং উহার উত্তর এই; এমন কি তিনি প্রত্যেকের প্রশ্ন ও উত্তরের কথা উল্লেখ করিলেন। আবু মোহাম্মদ শায়বানি বলেন, সভা সাঙ্গ হইলে, আমি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম আপনাদের কি অবস্থা হইয়াছিল? তাঁহারা বলিলেন, যখন আমরা উক্ত হজরতের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন আমাদের সমস্ত এলম বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল, আমাদের অন্তর হইতে তৎসমস্ত এলম এরূপভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল যে, যেন আমরা উহা একেবারে অবগত ছিলাম না। তৎপরে যখন তিনি আমাদিগকে বক্ষের সহিত মিলাইয়া লইলেন, তখন আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি হইতে যে এলম তিরোহিত করা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পীর আবুল কাছেম বলিয়াছেন, আমি পীরান পীর ছাহেবের কুরছির নিম্নস্থলে উপবেশন করিতাম, উক্ত হজরতের কতকগুলি নকীব ছিল, তাঁহাদের দুইজন কুরছির প্রত্যেক ধাপে উপবেশন করিতেন, অলি কিম্বা 'হাল' সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত তথায় কেহ বসিতে পারিত না। তাঁহার কুরছির নিম্নদেশে কাল সর্পের ন্যায় কতকগুলি ভীষণ আকৃতিধারী লোক বসিতেন। এক সময় তিনি কুরছির উপর উপবেশন প্রদানকালে আত্ম-বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হওয়ায় তাঁহার পাগড়ীর একটি পেচ তাহার অজ্ঞাতাবস্থায় খুলিয়া

গিয়াছিল। তদ্দর্শনে উপস্থিত লোকেরা নিজেদের পাগড়ী ও মস্তকের রুমালগুলি কুরছির নিম্নদেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যখন তিনি উপদেশ প্রদান সমাপ্ত করিলেন, তিনি নিজের পাগড়ী ঠিক করিয়া বলিলেন, হে আবুল কাছেম, তুমি লোকদিগের পাগড়ী ও রুমালগুলি ফেরত দাও। আমি তাঁহার আদেশ পালন করিয়া তৎসমুদয় ফেরত দিয়া দেখিলাম যে, একটি রুমাল বাকী রহিয়াছে, সভায় উহার দাবিদার কেহ ছিল না। উহার মালিক কে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। হজরত-পীরান-পীর ছাহেব বলিলেন, তুমি উহা আমার নিকট প্রদান কর। আমি তাঁহার নিকট নিকট উহা প্রদান করিলে, তিনি উহা নিজের স্কন্ধদেশে স্থাপন করিলেন। অকস্মাৎ আমি দেখিলাম যে, উক্ত রুমালটি তাহার স্কন্ধদেশে নাই, ইহাতে আমি স্তম্ভিত হইলাম। যখন পীরান-পীর ছাহেব কুরছি হইতে অবতীর্ণ হইলেন, আমার স্কন্ধদেশে ভর দিয়া বলিলেন, হে আবুল কাছেম, যখন এই সভায় লোকেরা নিজেদের পাগড়ী কুরছির নিম্নদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন আমার এছপেহানের এক ভগ্নি নিজের রুমাল এইস্থানে নিক্ষেপ করিয়া ছিল। যখন তুমি লোকদিগের পাগড়ী ও রুমাল ফেরত দিলে এবং তুমি যাহা আমার স্কন্ধদেশে স্থাপন করিলে, তখন আমার ভগ্নি এছপেহান হইতে হস্ত লম্বা করিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছিল।

পীর আবুল ফাৎহ হেরাবি বলিয়াছেন, এক দিবস আমি পীরান পীর ছাহেবের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, তিনি উপদেশ প্রদানকালে আত্ম-বিস্মৃতি অবস্থায় বলিয়াছিলেন, যদি আল্লাহ আমার উপদেশ শ্রবণ করিতে একটি সবুজ পক্ষী প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নিশ্চয়ই তাহা করিতে পারেন। তাঁহার এই কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বে একটি সুন্দর সমুজ পক্ষী উপস্থিত হইয়া তাঁহার পিরহানের হাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু আর উহা বহির্গত হয় নাই।

এক দিবস তিনি আল্লাহতায়ালার অসীম শক্তির বর্ণনা করিতে ছিলেন, লোকেরা তাঁহার বক্তৃতার ভয়ে অভিভূত হইতেছিলেন, এমতাবস্থায় তথায় একটি অপূর্ব আকৃতির পক্ষী উপস্থিত হইয়াছিল, কতকলোকে পীরান-পীর ছাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ ত্যাগ করতঃ পক্ষীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, ইহাতে হজরত ছাহেব বলিলেন, আল্লাহতায়ালার গৌরবের শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আমি এই পক্ষীর খন্ড খন্ড হইয়া মরিয়া যাইবার কথা বলিবার ইচ্ছা করি, তবে নিশ্চয়ই উহা মরিয়া যাইবে। তাঁহার এই কথা মুখ হইতে বাহির হওয়া মাত্র উক্ত পক্ষীটি খন্ড খন্ড হইয়া সভাস্থলে পতিত হইল।

হজরত পীরান-পীর ছাহেবের পুত্র হজরত আবদুর রাজ্জাক (রঃ) বলিয়াছেন, আমি আজমি প্রদেশে বিবিধ প্রকারের এলম শিক্ষা করিয়া বগদাদে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নিজের পিতাকে বলিলাম, আমি আপনার সাক্ষাতে লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। তিনি আমাকে অনুমতি প্রদান করায় আমি কুরছির উপর আরোহণ পূর্বক আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা অনুসারে বিবিধ প্রকার এলম ও উপদেশ বর্ণনা করিলাম। আমার পিতা ইহা শ্রবণ করিতেছিলেন, ইহাতে কোন অন্তর ভীতি-বিহ্বল হইতেছিল না, কোন চক্ষু অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল না। সভার লোকে চীৎকার করিয়া আমার পিতাকে বলিতেছিলেন যে, তিনি যেন তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। আমি কুরছি হইতে অবতরণ করিলাম, হজরত কেবলা বোজর্গ উহার উপর আরোহণ করিয়া বলিলেন, আমি গত দিবস রোজাদার ছিলাম, এইয়ার মাতা কয়েকটি ক্ষুদ্র ডিম ভাজিয়াছিল, উহা একটি পিয়ালিতে স্থাপন করিয়া একটি কাচের বুয়মের উপর রাখিয়াছিল, এমতাবস্থায় একটি বিড়াল আসিয়া উক্ত পিয়ালাটি নিক্ষেপ করিলে, উহা ভাঙ্গিয়া গেল। সভার লোকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল। যখন তিনি নামিয়া আসিলেন তখন আমি তাঁহার নিকট এ সম্বন্ধে

জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি বহুদিবস দেশ ভ্রমণ করিয়াছ? কিন্তু তুমি কি এই আসমানে ভ্রমণ করিয়াছ? তৎপরে তিনি বলিলেন, হে প্রিয় পুত্র, যখন আমি কুরছির উপর আরোহণ করিলাম, তখন আমার অন্তরে মহিমান্বিত খোদা তাজাল্লি করিয়াছিলেন এবং আমাকে 'বাছত' প্রদান করিয়াছিলেন, আমি বাছত ও কবজ অবস্থায় ভীতিবিহ্বল হইয়া যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহাই বলিয়াছিলাম, এই হেতু তুমি লোকদিগের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়াছিলে।

আর একবার আমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি তোমার নফছের আবেগে উপদেশ প্রদান করিয়া থাক, আর আমি খোদার আদেশে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকি।

আরও তিনি বলিয়াছেন, যখন তাঁহার ওয়াজের সভায় তাঁহার নিকট কোন মছলা জিজ্ঞাসা করা হইত, অনেক সময় তিনি বলিতেন, এই সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিব, আর তিনি অধোমস্তকে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতেন, তিনি ভয়ে অভিভূত হইতেন এবং নিষ্পন্দ অবস্থায় থাকিতেন, তৎপরে আল্লাহতায়ালার ইচ্ছানুযায়ী কথা বলিতেন।

আরও তিনি বলিতেন, খোদার শপথ, আমি উপদেশ প্রদান করি নাই—যতক্ষণ না আমাকে বলা হয় যে, আমার শপথ তুমি উপদেশ প্রদান কর, তোমাকে অভয় প্রদান করিতেছি, তুমি দরবার হইতে বিতাড়িত হইবে না। আমাকে বলা হইত, হে আবদুল কাদের, তুমি বল, তোমার কথা শ্রোতাগণ শ্রবণ করিবে।

পীর বাকা-বেনে বতু (রঃ) বলিয়াছেন, আমি হজরত পীরান-পীর ছাহেবের সভায় একবার উপস্থিত হইয়াছিলাম, তিনি কুরছির দ্বিতীয় ধাপের উপর উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, আমি দর্শন করিলাম, যে প্রথম ধাপ দৃষ্টিস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে,

উহার উপর সবুজ রেশমী ফরশ (শর্য্যা) বিছান হইয়াছে, উহার উপর হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ), হজরত আবুবকর, ওমার, ওছমান ও আলি (রাঃ) উপবেশন করিয়াছেন, হজরত পীরান-পীর ছাহেবের অন্তরে আল্লাহতায়ালার 'তাজাল্লি' হইয়াছে, ইহাতে তিনি ঝুঁকিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়া ছিলেন। তখন হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাহাকে ধরিয়া ধাক্কা দিলেন, এমন কি তিনি চড়ুই পক্ষীর ন্যায় হইয়া গেলেন, তৎপর তিনি বর্দ্ধিত হইয়া ভীষণ আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইলেন, তৎপরে এই সমস্ত আমা হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। শাএখ বাকা হজরত নবি (ছাঃ) ও তাঁহার ছাহাবাগণের দর্শন লাভ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,ঃ তাঁহাদের আত্মাগুলি মূর্ত্তিমান হইয়াছিল এবং নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা তাঁহাদিগকে এরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, তাঁহারা তদ্দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিলেন। আল্লাহতায়ালা যে ব্যক্তিকে তাহাদিগকে দেখিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মূর্ত্তিমান ও অবয়বধারী অবস্থায় দর্শন করিয়া থাকেন। ইহার প্রমাণ মে'রাজের হাদিছ।

হজরত পীরান-পীর ছাহেবের শিষ্যগণের সুসংবাদ

পীর আবুল হাছান বগদাদী বলিয়াছেন, আমি শৈশবাবস্থায় ৫৫৮ হিজরীতে স্বপ্নযোগে দেমাস্কের একটি নদী এই অবস্থায় দর্শন করিয়াছিলাম যে, উক্ত নদীর পানি রক্ত ও পুঁজ এবং উহার মৎস্যগুলি সর্প ও সরিসৃপ জন্তুতে পরিণত হইয়া গিয়াছে, উক্ত নদী প্রসারিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, উহা আমাকে ধরিতে পারে, এই ভয়ে উহা হইতে পলায়ন করিতেছিলাম, এমন কি আমি আমার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি বাটীর

মধ্যে হইতে আমাকে একখানা পাখা প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি উহা সজোরে ধরিয়া রাখিবে। আমি বলিলাম, উহা আমার সাধ্যাতীত। তিনি বলিলেন, তোমার ইমান তোমাকে সক্ষম করিবে। তখন আমি উহার এক অংশ ধরিলাম, অকস্মাৎ দর্শন করিলাম যে, আমি আমাদের বাটীতে পালঙ্গের উপর উক্ত ব্যক্তির নিকট রহিয়াছি, আর আমার আত্মা স্থির হইয়া গিয়াছে। যে খোদা আপনার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার শপথ দিয়া বলিতেছি, আপনি কোন্ পুরুষ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি তোমায় নবী মোহাম্মদ (ছাঃ) আমি তাঁহার ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ আপনি আমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করুন, যেন আমি তাঁহার কেতাব ও আপনার ছুন্নত অনুসারে মৃত্যুপ্রাপ্ত হই। হজরত বলিলেন, হাঁ, তোমার পীর শাএখ আবদুল কাদের, এইরূপ তিনি তিনবার বলিলেন। আমি জাগরিত হইয়া নিজের পিতার নিকট এই স্বপ্নটি বর্ণনা করিলাম, পরে আমার হজরত পীরান-পীর ছাহেবের দর্শন লাভ মানসে রওয়ানা হইলাম। আমরা তাঁহাকে পান্থশালায় উপদেশ প্রদান করিতে দর্শন করিলাম, জনতার জন্য তাঁহার সান্নিধ্যে বসিতে সক্ষম হইলাম না। আমরা লোকদিগের শেষ সারিতে উপবেশন করিলাম, হজরত ছাহেব নিজের কথা বন্ধ করিয়া আমাদের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, উক্ত দুই ব্যক্তিকে আমার নিকট আনয়ন কর। আমারা লোকের গ্রীবাদেশের উপর দিয়া তাঁহার নিকট নীত হইলাম, আমার পিতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, আমি তাঁহার পশ্চাতে ছিলাম। তিনি আমার পিতাকে বলিলেন, তোমার মহা পথ প্রদর্শক কর্ত্তৃক আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, তিনি আমার পিতাকে নিজের পিরহান এবং আমাকে তাঁহার মস্তকের রুমাল পরিধান করাইলেন। আমরা তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিলাম, উক্ত হজরত আমার পিতাকে যে পিরহানটি পরিধান করাইয়াছিলেন, উহা উল্টা হইয়াছিল, ইহাতে তিনি উহা

সোজা করার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহাকে বলা হইল, তুমি একটু ধৈর্য্যধারণ কর, লোকেরা চলিয়া যাউক। যখন উক্ত হজরত কুরছি হইতে নামিলেন, আমার পিতা লোকদিগের জনতার মধ্য হইতে সোজা করিতে ইচ্ছা করিয়া দেখেন যে, উহা সোজা হইয়া গিয়াছে। এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন, লোকেরা ইহাতে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। হজরত পীর ছাহেবের আদেশে আমরা অলিউল্লাহগণের চূড়ার মধ্যে তাঁহার সম্মুখে নীত হইলাম। উক্ত হজরত আমার পিতাকে বলিলেন, যাহার পথ প্রদর্শক হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এবং যাহার পীর আবদুল কাদের হন, তাহার কারামত (মাহাত্ম্য) হইবে না কেন? ইহা তোমার মাহাত্ম্য এবং তিনি দোয়াত ও কাগজ চাহিয়া পাঠাইলেন এবং তিনি আমার জন্য খেরকার (খেলাফতের) ছনদ লিখিয়া দিলেন।

পীর হাম্মাদ দাব্বাছ (রঃ) প্রত্যেক রাত্রে মধুমক্ষিকার ন্যায় শব্দ করিতেন, ইহাতে তাঁহার শিষ্যগণ শাএখ আবদুল কাদেরকে বলিয়াছিলেন যে, আপনি এতদসম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি উক্ত পীর ছাহেবকে ইহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, আমার ১২ সহস্র মুরিদ আছে, আমি প্রত্যেক রাত্রে তাহাদের নামগুলি উল্লেখ করতঃ তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য খোদার নিকট দোয়া করিয়া থাকি। যদি আমার কোন মুরিদ গোনাহ করে, তবে সে একমাস পূর্ণ না হইতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়—যেন সে উহাতে হঠকারিতা না করে, কিম্বা তওবা করিয়া থাকে। তৎশ্রবণে হজরত পীরান-পীর ছাহেব বলিলেন, যদি আল্লাহতায়ালা আমাকে নিজের দরবারে কোন পদ মর্য্যাদা প্রদান করেন, তবে আমি মহিমান্বিত প্রতিপালকের নিকট এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিব যে, কেয়ামত পর্য্যন্ত যাহারা আমার মুরিদ শ্রেণীভুক্ত হইবে, তাহারা যেন বিনা তওবা মৃত্যুমুখে পতিত না হন এবং আমি সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাহাদের জামিন হইব। ইহাতে পীর

হাম্মাদ বলিলেন, আল্লাহতায়ালা আমাকে অবগত করাইয়াছেন যে, অচিরে তাহাকে উক্ত পদ-মর্য্যাদা প্রদান করিবেন।

পীর আবু ছইদ, আবু আবদুল্লাহ আওয়ানি ও পীর আবুল কাছেম বলিয়াছেন, পীরান-পীর (রঃ) নিজের মুরিদগণের জামিন হইয়াছিলেন যে, তাহাদের কেহ বিনা তওবা মরিবে না এবং তাঁহাকে এই পদ মর্য্যাদা প্রদান করা হইয়াছে যে, তাঁহার মুরিদগণ ও মুরিদগণের মুরিদগণ ৭ পুরুষ পর্য্যন্ত বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবেন।

হজরত পীরান-পীর বলিয়াছেন, আমার নিকট দৃষ্টি-নিক্ষেপ স্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত দফ্‌তর (খাজ) প্রদান করা হইয়াছিল, উহাতে আমার শিষ্যগণের ও কেয়ামত পর্য্যন্ত মুরিদগণের নাম সমূহ লিখিত ছিল এবং আমাকে বলা হইল, খোদাতায়ালা তোমার অছিলায় তাহাদিগকে মার্জ্জনা করিয়া দিবেন, আমি দোজখ রক্ষক মালেক ফেরেশ্‌তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমার নিকট আমার শিষ্যগণের মধ্যে কেহ আছে কি? তিনি বলিলেন, না।

খোদার গৌরব ও মাহাত্ম্যের শপথ, খোদার দরবার হইতে আমার পদদ্বয় স্থানান্তরিত হইবে না—যতক্ষণ তিনি আমাকে ও তোমাদিগকে বেহেশতে দাখিল করিয়া না দেন।

পীর আবু আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, পীরান পীর ছাহেবের একজন খাদেম (সেবক) একরাত্রে স্বপ্নযোগে দেখিয়াছিলেন যে, তিনি পরিচিত এবং অপরিচিত ৭০টি পৃথক পৃথক স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গম করিতেছেন। প্রভাতে তিনি এই অনুযোগ উপস্থিত করায় নিমিত্ত পীরান-পীর ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কিছু বলিবার পূর্ব্বে তিনি বলিলেন, তুমি তোমার বিগত রাত্রের দোষের জন্য দুঃখিত হইও না। আমি লওহো-মাহফুজে তোমার নামের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, তুমি অমুক অমুক ৭০টি স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার কীরবে, তৎপরে আমি খোদার নিকট দোয়া করিলাম যে, তিনি উহা জাগরিত অবস্থা হইতে

স্বপ্নযোগের অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করেন।

পীরান-পীর বলিয়াছেন, যে কোন মুছলমান আমার মাদ্রাছার দ্বার দিয়া গমন করিয়াছে, কেয়ামতের দিবস তাহার শাস্তি লাঘব করা হইবে।

একজন যুবক বগদাদে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, আমার পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, আমি তাঁহাকে বিগত রাত্রে গোরে শাস্তিগ্রস্থ দেখিয়াছি, আমাকে তিনি বলিলেন, তুমি পীরান-পীর ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া আমার জন্য দোয়া প্রার্থনা কর। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, সে ব্যক্তি কি কোনও দিন আমার মাদ্রাছার দ্বারদেশ দিয়া গমন করিয়াছিল? যুবক বলিল, হাঁ। পীরান-পীর ছাহেব মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন। যুবকটি পরদিবস তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি রাত্রে আমার পিতাকে সবুজ চাদর পরিহিত আনন্দিত অবস্থায় বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহতায়ালা পীরান-পীর ছাহেবের বরকতে আমার শাস্তি তিরোহিত করিয়া দিয়াছেন এবং এই বস্ত্র পরিধান করাইয়াছেন। হে পুত্র, তুমি তাঁহার খেদমতে সর্বদা উপস্থিত থাকা আবশ্যক বুঝিবে।

একজন লোক উক্ত হজরতকে বলিয়াছিল, আমি কয়েক দিবস হইতে গোরের মধ্যে একটি মৃতের চীৎকার শ্রবণ করিতেছি। পীরান-পীর বলিলেন, সে ব্যক্তি আমার খেরকা পরিধান করিয়াছিল কি? আমার সভায় উপস্থিত হইয়াছিল কি? আমার খাদ্য সামগ্রী ভক্ষণ করিয়াছিল কি? কিম্বা আমার পশ্চাতে নামাজ পড়িয়াছিল কি? লোকে বলিল, তাহা আমরা জানি না। পীরান-পীর ছাহেব বলিলেন, ত্রুটিকারী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার উপযুক্ত। তিনি ক্ষণকাল অধোমস্তকে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন, তাঁহার ললাটে আতঙ্কের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তৎপরে তিনি বলিলেন, ফেরেশতাগণ বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি আপনার মুখমন্ডল দর্শন করিয়াছে এবং আপনার সম্বন্ধে সুফি ধারণা পোষণ করিয়াছে তজ্জন্য খোদাতায়ালা

তাঁহার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন। তৎপরে লোকেরা বারম্বার তাহার গোরের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু চীৎকার ধ্বনি আর শ্রবণ করে নাই।

আমার এই কদম প্রত্যেক অলির গ্রীবাদেশে থাকিবে

পীরান-পীর ছাহেবের পুত্র আবদুল আহ্বাব, আবদুল্লাহ ও এবরাহিম (রঃ) বলিয়াছেন, যে মজলিশে আমাদের পিতা পীরান-পীর ছাহেব বলিয়াছেন, "আমার এই কদম প্রত্যেক অলির গ্রীবাদেশে রহিয়াছে" সেই মজলিশে এরাক প্রদেশের পঞ্চাশের অধিক প্রবীণ প্রবীণ পীর উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই নিজেদের গ্রীবাদেশ লম্বা করিয়া দিয়াছিলেন। পীর আলি বেনেল-হিতি (রঃ) তাঁহার মোবারক কদমকে নিজের গ্রীবাদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন শহরের সেই জামানার পীরগণ হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় তাঁহারা নিজেদের গ্রীবাদেশকে লম্বা করিয়া দিয়াছিলেন এবং পীরান-পীর ছাহেবের উক্ত কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কেহই এই কথার প্রতি এনকার করেন নাই।

পীর আবু ছা'দা কিলাবি (রঃ) বলিয়াছেন, যে সময় হজরত পীরান-পীর ছাহেব বলিয়াছিলেন, "আমার এই কদম প্রত্যেক অলির গ্রীবাদেশে রহিয়াছে" সেই সময় তাঁহার অন্তরে আল্লাহতায়ালার তাজাল্লিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট একদল নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা কর্তৃক হজরত নবি (ছাঃ)-এর পক্ষ হইতে একখানা মূল্যবান বস্ত্র আসিয়াছিল, সমস্ত অলির সমক্ষে তাঁহাদের উহা পরিধান করান হইয়াছিল, জীবিত অলিগণ সশরীরে এবং মৃত অলিগণ আত্মিক রূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফেরেশতাগণ এবং অদৃশ্য পুরুষগণ শূন্যমার্গে সারি সারি অবস্থায় দন্ডায়মান হইয়া উক্ত সভা পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন, এমন কি শূন্য পথকে

তাঁহারা আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, জমিতে যে কোন অলি ছিলেন, তিনি নিজের গ্রীবাদেশকে লম্বা করিয়া দিয়াছিলেন। পীর খলিফা (রঃ) হজরত নবি (ছাঃ)-কে স্বপ্নযোগে বহুবার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তিনি হজরত নবি (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, পীর আবদুল কাদের (রঃ) বলিয়াছিলেন, তাঁহার কদম প্রত্যেক অলির গ্রীবাদেশে রহিয়াছে। ইহা সত্য কি না? তৎশ্রবণে হজরত (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, শাএখ আবদুল কাদের সত্য কথা বলিয়াছেন, ইহা কেন সত্য হইবে না? তিনি ত কোতব ও আমি নিজেই তাঁহার শিক্ষকতা করিয়া থাকি।

কোতব লুলু আবমিনি, পীর আতাকে বলিয়াছিলেন, যে সময় পীরান-পীর ছাহেব বলিয়াছিলেন, "আমার এই কদম প্রত্যেক অলির গ্রীবাদেশে রহিয়াছে" তখন দুনইয়ার সেই জামানার ৩১৩ জন অলি গ্রীবাদেশ লম্বা করিয়া দিয়াছিলেন, মক্কা ও মদিনা শরিফের ১৭ জন, এরাকের ৬০ জন, আজমের ৪০ জন, শামদেশের ৩০ জন, মিসরের ২০ জন, মগরেবের ২৭ জন, ইমনের ২৩ জন, হাবশের ১১ জন, ইয়াজুজ ও মাজুজদের প্রাচীরের মধ্যে ৭ জন, ছারান্দিপের ৭ জন, কাফ পর্ব্বতের ৪৭ জন এবং সমুদ্রের দ্বীপ গুলিতে ২৪ জন অলি ছিলেন।

পীর ইয়াকুবি বলিয়াছেন, যখন পীরান-পীর ছাহেব উক্ত কথা বলিয়াছিলেন, সেই সময় পীর আলি বেনেল-হিতি কুরছির উপর আরোহণ করিয়া তাঁহার কদম শরিফ লইয়া নিজের গ্রীবাদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার শিষ্যগণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, পীরান-পীর ছাহেব উক্ত কথা প্রকাশ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং যে কোন ১ জন অলি ইহা অস্বীকার করিয়াছিল, তাহার পীরত্ব কাড়িয়া লইতে তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, এই হেতু আমি তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে প্রথমেই অগ্রসর হইয়াছি।

আবু মোহম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, যে সময় পীরান-পীর ছাহেব এই কথা বলিয়াছিলেন, সেই সময় পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের অলিগণ নিজেদের গ্রীবাদেশকে লম্বা করিয়া দিয়াছিলেন, কেবল আজমের একজন অলি ইহা অস্বীকার করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার পীরত্ব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

হজরত পীরান-পীর ছাহেবের অন্যান্য কারামত

(১) পীর আবুল কাছেম ও পীর আবু হাফ্‌ছ (রঃ) বলিয়াছেন, পীরান-পীর ছাহেব নিজের সভাস্থলে বহু সাক্ষিগণের সমক্ষে শুন্যমার্গে উড্ডীয়মান হইতেন, তিনি বলিতেন, যে কোন দিবসে সূর্য্য উদয় হইত, প্রথমে উহা আমাকে ছালাম করিত। প্রত্যেক নূতন বৎসর আমার নিকট উপস্থিত হইয়া ছালাম করিত। এবং যাহা কিছু উক্ত বৎসরে সংঘটিত হইত, উক্ত বৎসর তৎসমুদয় আমাকে সংবাদ দিত। নূতন মাস, সপ্তাহ ও নূতন দিবস আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে ছালাম দিয়া তৎসমুদয়ের মধ্যে যাহা যাহা সংঘটিত হইবে, তৎসমস্তের সংবাদ প্রদান করিত।

আমার প্রতিপালকের মাহাত্ম্যের শপথ, সৌভাগ্যশালীদিগকে ও দুর্ভাগ্য ব্যক্তিদিগের নামগুলির তালিকা লওহো-মহফুজে আমার সমক্ষে উপস্থিত করা হইয়া থাকে। আমি আল্লাহতায়ালার এলম ও মোশাহাদার সমুদ্রে নিমজ্জিত, আমি তোমাদের সমস্ত লোকের পক্ষে আল্লাহতায়ালার প্রমাণ স্বরূপ আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিনিধি ও পৃথিবীতে তাঁহার উত্তরাধিকারী।

(২) পীর আবুল কাছেম বলিয়াছেন, আমরা কয়েক ব্যক্তি ৫৬০ হিজরীর জামাদিয়োল-আখেরা মাসের শেষ তারিখে জুমার দিবসের শেষ ভাগে হজরত পীরান-পীর ছাহেবের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, তিনি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, এমতাবস্থায়

একটি সুন্দর আকৃতির যুবক উপস্থিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করতঃ বলিল, "আচ্ছালামো আলায়কা হে খোদার অলি, আমি রজব মাস, আপনাকে ধন্যবাদ দিতে এবং আমার মধ্যে যাহা কিছু সংঘটিত হওয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার সংবাদ প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি। এই মাস লোকদিগের পক্ষে কল্যাণজনক হইবে।" লোকে উক্ত মাসে কল্যাণ ব্যতীত আর কিছু দর্শন করে নাই। আমরা এই মাসের শেষ তারিখে তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমতাবস্থায় একটি কদাকার লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ছালাম জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলিল, "হে অলিউল্লাহ, আমি রজব মাস, আপনাকে ধন্যবাদ দিতে ও আমার মধ্যে যাহা কিছু সংঘটিত হইবে, তাহার সংবাদ প্রদান করিতে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এই মাসে বগদাদ বিধ্বস্ত হইবে, হেজাজে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে এবং খোরাছানে তরবারী চলিবে।" তৎপরে বগদাদে মহা ধ্বংস-লীলা সংঘটিত হইয়াছিল, হেজাজ ভূমিতে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ার সংবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছিল এবং খোরাছানে তরবারী চলিবার ঘটনা সত্যই সংঘটিত হইল। উক্ত মাসের ২৯ তারিখে সোমবার দিবস উৎকৃষ্ট স্বভাব ও গম্ভীর প্রকৃতির একটি লোক উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ছালাম করিয়া বলিল, হে খোদার অলি, আমি রমজান মাস, এই মাসে আপনার উপর যে বিপদ আপতিত হওয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে এবং আপনার সহিত আমার ইহাই শেষ সাক্ষাৎ, এইহেতু বিদায় গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। হজরত পীরান-পীর ছাহেব উক্ত রমজান মাসে কয়েক দিবস পীড়িত ছিলেন এবং আগামী বৎসরের রবিউছ-ছানি মাসে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রত্যেক মাস ভাল মন্দ সংবাদ হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত।

(৩) হজরত আবদুর রাজ্জাক ও হজরত আবদুল আহ্হাব (রঃ) বলিয়াছেন, কোন লোক পীরান-পীর ছাহেবের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে

আগমন করিলে, সেই ব্যক্তি তাঁহার নিকটে পৌঁছিবার পূর্ব্বে দূরে থাকিতে থাকিতে উক্ত হজরত বলিতেন, হে হবিবুল্লাহ, মারহাবা, কিম্বা হে খোদার দরবার হইতে বিতাড়িত, আইস। আমরা প্রথম ব্যক্তির শুভ লক্ষণ ও খোদা হইতে বিমুখতা দেখিয়া তাঁহার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইতাম।

পীরান-পীর ছাহেব মাদ্রাছার কুরছির উপর উপবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক অলি এক একজন নবীর কদমের উপর থাকেন, আমি আমার দাদা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর কদমের উপর আছি, তিনি যে কোন স্থানে কদম মোবারক স্থাপন করিয়াছিলেন, আমিও সেই স্থানে কদম স্থাপন করিয়াছি, কেবল নবুয়তের স্থানে আমি কদম স্থাপন করিতে পারি নাই, যেহেতু ইহা নবী ব্যতীত কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

আরও তিনি বলিয়াছেন, মনুষ্য, জ্বেন ও ফেরেশতা সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক পীর সকল হইয়া থাকেন আর আমি সমস্ত সম্প্রদায়ের পীর।

(৪) পীর আলি বেনেল হিতি ৫৬৩ হিজরীতে বাগদাদে বলিয়াছিলেন, আমি পীরান-পীর ছাহেবের সঙ্গে পীর মা'রুফ কারখির গোর জিয়ারত করিয়াছিলাম। তিনি ছালাম করা অন্তে বলিয়াছিলেন, হে মা'রুফ তুমি আমার চেয়ে একটি দরজায় অগ্রগামী হইয়াছ। দ্বিতীয়বার আমরা তাঁহার গোর জিয়ারত করিয়াছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি ছালাম করার পরে বলিয়াছিলেন, হে মা'রুফ, আমি তোমা অপেক্ষা দুইটি দরজায় অগ্রগামী হইয়াছি। তখন পীর মা'রুফ গোরের মধ্য হইতে বলিয়াছিলেন, অ-আলায়কাছ ছালাম, হে সমসাময়িকদিগের অগ্রণী।

পীরান-পীর ছাহেব বলিয়াছেন, আমার জামানার প্রত্যেক অলি আমাকে ছালাম দেওয়ার জন্য আমার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন। ইহা আমার কোতব হওয়ার সম্মান।

হে আমার পুত্র, তুমি আমার নিকট একটি কথা শ্রবণ করার জন্য সহস্র বৎসরের পথ পর্য্যটন কর, এই স্থলেই বেলায়েত সকল, এই স্থলেই দরজা সকল, আমার সভায় মূল্যবান বস্ত্র সকল বিতরণ করা হয়, আল্লাহতায়ালা যে কোন নবী ও অলি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা জীবিত সশরীরে ও যাঁহারা মৃত তাঁহারা আত্মিকরূপে আমার মজলিশে উপস্থিত হইয়া থাকেন।

যদি আমার মুখে শরিয়তের লাগাম না থাকিত, তবে তোমরা তোমাদের গৃহে কি ভক্ষণ করিয়া থাক এবং কি সঞ্চিত রাখ, আমি তোমাদের গৃহে কি ভক্ষণ করিয়া থাক এবং কি সঞ্চিত রাখ, আমি তোমাদের তৎসমস্তের সংবাদ প্রদান করিতাম। তোমরা আমার নিকট কাঁচের শিশির ন্যায়, তোমাদের অন্তর ও বাহির আমার নিকট প্রকাশিত।

খোদাতায়ালা আমার অন্তরে এলমে-লাদুন্নির ৭০টি দ্বার উদঘাটন করিয়াছেন, প্রত্যেক দ্বারের বিস্তৃতি আছমান ও জমিনের বিস্তৃতির ন্যায়।

আবুল হাছান বলিয়াছেন, তৎপরে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মা'রেফাত তত্ত্ব সম্বন্ধে এরূপ বিস্তারিত বর্ণনা প্রকাশ করিলেন যে, উপস্থিত শ্রোতারা অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, আমরা ধারণা করি না যে, তাঁহার পরে কেহ এইরূপ কথা বলিতে সক্ষম হইয়াছে।

(৫) শাএখ আবু আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, আমি ৬০৫ হিজরীতে পীরান-পীর ছাহেবের মজলিশে উপস্থিত ছিলাম, তথায় প্রায় ১০ সহস্র লোক উপস্থিত ছিলেন, পীর আলি বেনেল হিতি তাঁহার সম্মুখে কোর-আনের কারি ছাহেবের মেম্বরের নিম্নদেশে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, পীরান-পীর ছাহেব লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা নিস্তব্ধ হইয়া থাক। ইহাতে তাঁহারা নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন, তাহাদের নিঃশ্বাস ব্যতীত আর কিছু শুনা যাইতেছিল না। তৎপরে পীরান-পীর ছাহেব কুরছি হইতে অবতরণ করতঃ পীর

আলি বেনেল হিতির সম্মুখে আদবের সহিত দন্ডায়মান থাকিলেন এবং তাঁহার দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। তৎপরে পীর আলি বেনেল হিতি জাগরিত হইলে, তিনি বলিলেন, তুমি কি স্বপ্নযোগে হজরত নবি (ছাঃ)-কে দর্শন করিয়াছ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন হাঁ। পীরান-পীর ছাহেব বলিলেন, উক্ত হজরতের জন্য আমি আদব করিয়াছি। হে আলি, তিনি তোমাকে কি, উপদেশ প্রদান করিয়াছেন? পীর আলি বলিলেন, তিনি আমাকে আপনার খেদমতে উপস্থিত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন। সেই মজলিশে ৭ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

(৬) আবু মোহাম্মদ হাছান তাঁহার দাদা হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি বাগদাদে এক বৎসর আবু আবদুল্লাহ বালাখির খেদমত করিতাম, তাঁহার প্রথম অবস্থার কথা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি উহা আমা হইতে গোপন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসর তাঁহার সেবা করিয়া উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা প্রকাশ করেন নাই। তৃতীয় বৎসর তাঁহার খেদমত করিয়া এতৎসম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, ইহা অবগত হওয়া কি তুমি আবশ্যক বিবেচনা করিতেছ? আমি বলিলাম, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে বলুন। তিনি বলিলেন, আমি যাহা তোমাকে বলিব, তুমি তাহা আমার জীবদ্দশায় অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেনা। আমি বলিলাম, হাঁ। যখন তিনি বুঝিতে পরিলেন যে, আমি উহা প্রকাশ করিব না, তখন তিনি বলিলেন, আমি যুবক অবস্থায় পীরান-পীর ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করা উদ্দেশ্যে বালাখ হইতে বাগদাদে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার মাদ্রাসাতে আছরের নামাজ পড়িতে দেখিলাম। আমি ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে আর দেখি নাই এবং তিনিও আমাকে দেখেন নাই। যখন তিনি নামাজ শেষ করিলেন, লোকে তাঁহাকে ছালাম করা উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত মোছাফাহা করিলাম। তিনি

আমার হস্তদ্বয় ধরিয়া সহাস্য বদনে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, হে বালাখের অধিবাসী মোহাম্মদ, তোমার কল্যাণ হউক, খোদাতায়ালা তোমার দরজা (উন্নতপদ) ও শুদ্ধ সঙ্কল্প (নিয়ত) অবগত আছেন, তাঁহার এই কথা ক্ষত-দেহীর প্রলেপ ও পীড়িতের ঔষধ ছিল, ভয়ে আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। আতঙ্কে আমার স্কন্ধদ্বয়ের মাংস বিকম্পিত হইতে লাগিল। আগ্রহ ও প্রেমে আমার আংগুলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, আমার নফছ লোকদিগের নৈকট্য হইতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল, আমি আমার অন্তরে এরূপ ভাব প্রাপ্ত হইলাম যাহা বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। উক্ত হাবভাব অধিক হইতে অধিকতর এবং প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল, আমি উহা গ্রহণ করিতে সক্ষম ছিলাম। আমি এক অন্ধকার রাত্রে আমার অজিফা পাঠের জন্য দন্ডায়মান হইলাম, এমতাবস্থায় আমার অন্তর হইতে দুইটি লোক প্রকাশিত হইল—তাঁহাদের একজনের হস্তে একটি পিয়ালা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্তে একখানা মূল্যবান বস্ত্র ছিল। বস্ত্রধারী ব্যক্তি বলিলেন, আমি আবু তালেবের পুত্র আলি, আর ইনি নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণের মধ্যে একজন, আর ইহা প্রেমের সুরার পাত্র, ইহা খোদার সন্তোষলাভের মূল্যবান বস্ত্র। তৎপরে তিনি আমাকে উক্ত বস্ত্র পরিধান করাইলেন এবং উক্ত ফেরেশতা আমাকে প্রেমপত্র প্রদান করিলেন, তৎক্ষণাৎ উহার জ্যোতিঃতে পূর্ব ও পশ্চিম দেশ আলোকিত হইয়া গেল। যখন আমি উক্ত প্রেম পাত্রের শরবত পান করিলাম, তখন আমার পক্ষে অদৃশ্য জগতের গুপ্ততত্ত্ব-সমূহ, অলিগণের পদমর্য্যাদাগুলি ও অন্যান্য বিস্ময়কর ব্যাপারগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়িল, আমি এইরূপ একটি 'মকাম' (উন্নতপদ) দর্শন করিলাম যে, উহার তত্ত্বোদঘাটনে বিবেক পদস্খলিত হইয়া যায়, উহার মাহাত্ম্য নির্ণয়ে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, উহার মহিমায় জ্ঞানের গ্রীবাদেশ নত হইয়া পড়ে, উহার সৌন্দর্য্যে অন্তরের

অন্তঃস্থল বিস্মৃত-সাগরে নিমগ্ন হয় উহার জ্যোতিঃসমূহের তীক্ষ্ণ কিরণে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, একদল করবিন, রুহানিন ও মোকার্রাবিন ফেরেশতা উক্ত মকমের সম্মুখীন হইলে, উক্ত মকামের মর্য্যাদার সম্মান হেতু নিজেদের পৃষ্ঠদেশকে নত করিয়া থাকেন, আল্লাহতায়ালার জন্য বিবিধ প্রকার তছবিহ, 'তকদিছ' ও তঞ্জিহ (পবিত্রতা) প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং উক্ত স্থানের অধিবাসীদিগকে ছালাম করিয়া থাকেন। একজন ঘোষণাকারী বলিল, ইহার উপরি অংশে খোদার আরশ ব্যতীত আর কিছুই নাই, যে ব্যক্তি উক্ত দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করে, সে ব্যক্তি নিশ্চিত রূপে বুঝিতে পারে, যে, খোদা-প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রত্যেক দরজার মজজুবের প্রত্যেক অবস্থায়, প্রেমাস্পদ ব্যক্তির প্রত্যেক গুপ্ততত্ত্বের মা'রেফাত পন্থীর প্রত্যেক জ্ঞানের, অলির প্রত্যেক কারামতের নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রত্যেক শক্তির প্রথম, শেষ, পূর্ণ মাত্র কিম্বা একাংশ উক্ত স্থানে স্থিতিশীল হয়, তথা হইতে সৃষ্টি হয়, প্রকাশিত হয় এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আমি কিছুকাল পর্য্যন্ত উক্ত স্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হইলাম না, তৎপরে কিছুকাল উহার সম্মুখীন হইতে সক্ষম হইয়াও উহার মধ্যে কাহারা আছেন, তাহা অবগত হইতে পারিলাম না। তৎপরে কিছুকাল পরে উহা অবগত হইতে সক্ষম হইয়া দেখিললাম যে, তথায় (হজরত) মোহম্মদ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আছেন, তাঁহার ডাহিন দিকে হজরত আদম, এবরাহিম ও জিবরাইল (আঃ) আছেন এবং তাঁহার বাম দিকে হজরত নূহ, মুছা ও ইছা (আঃ) আছেন, তাঁহার সম্মুখে সেবাকারিদিগের আকৃতিতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ছাহাবা ও অলিগণ দন্ডায়মান ছিলেন, হজরতের ভয়ে যেন তাঁহাদের মস্তকে পক্ষী সকল রহিয়াছে।

আমি ছাহাবাগণের মধ্যে আবুবকর, উমার, ওছমান, আলি হামজা ও আব্বাছ (রাঃ)-কে এবং অলিগণের মধ্যে মা'রুফ কারখি ছার্রি-ছাকতি, জোনাএদ, ছাহল তাস্তারি, তাজোল-আরেফিন আবুল-

অফা, পীর আবদুল কাদের, পীর আবু ছা'দ, পীর আহমদ রাফায়ি ও পীর আদি (রঃ)-কে চিনিতে পারিয়াছিলাম। হজরত আবুবকর (রাঃ) ছাহাবাগণের মধ্যে ও হজরত শাএখ আবদুল কাদের (রঃ) অলিগণের মধ্যে হজরত মোস্তাফা (ছাঃ)-এর সমধিক নিকটবর্ত্তী ছিলেন। আমি এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলাম—যখন নৈকট্য-প্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, নবিগণ, রাছুলগণ ও প্রেমিক অলিগণ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর দর্শন লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া পড়েন, তখন উক্ত হজরত আল্লাহতায়ালার দরবারে যে উচ্চ দরজায় অবস্থিত আছে, তথা হইতে এই স্থানে অবতীর্ণ হন, তাঁহার দর্শন লাভে উক্ত মহাত্মাগণের জ্যোতিঃসমূহ বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়, তাঁহার মোশাহাদাতে ইহাদের অবস্থাগুলি পবিত্র হয় এবং তাঁহার মোশাহাদাতে ইহাদের দরজাগুলি উন্নত হয়। তৎপরে উক্ত হজরত রফিকে-আলা নামক সর্ব্বোচ্চ দরজার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আমি সমস্তকে বলিতে শুনিলাম—আমরা শ্রবণ করিলাম, আনুগত্য স্বীকার করিলাম, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, হে আমাদের প্রতিপালক এবং তোমার (বিচারের) দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্ত্তন স্থল।

তৎপরে আমার পক্ষে কোদছে আজমের (শেফাতি) নূহের এক ঝলক প্রকাশিত হইল, ইহাতে প্রত্যেক দৃশ্য-বস্তুর জ্ঞান হইতে আমাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল, প্রত্যেক সৃষ্টির জ্ঞান আমা হইতে তেরোহিত করিয়া দিল এবং প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বস্তুদ্বয়ের পার্থক্য জ্ঞান আমা হইতে লোপ করিয়া দিল; আমি এই অবস্থায় তিন বৎসর অতিবাহিত করিলাম, আমি যখন চৈতন্য লাভ করিলাম, তখন বুঝিতে পারিলাম যে, আমি মোছামারাতে আছি ও পীর আবদুল কাদের (রঃ) আমার বক্ষঃ ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার এক পা বাগদাদে রহিয়াছে। ইহার পরে আমার পার্থক্য-জ্ঞান প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং আমি সজ্ঞান ও সচেতন হইলাম। তৎপরে পীরান-পীর ছাহেব আমাকে বলিলেন, হে বালাখি, আমি তোমাকে তোমার

অস্তিত্ব ও জ্ঞানের দিকে ফিরাইয়া দিতে এবং তোমার জ্ঞান-লোপকারী 'ফয়েজ' তোমা হইতে তিরোহিত করিয়া দিতে আদিষ্ট হইয়াছি। তৎপরে তিনি আমার প্রথম অবস্থা হইতে এই সময় পর্য্যন্ত আমার সমস্ত মোশাহাদা ও হাবভাব এরূপ ভাবে আমার নিকট প্রকাশ করিলেন—যাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি আমার প্রত্যেক নিঃশ্বাসের অবস্থা অবগত ছিলেন এবং আমাকে বলিলেন, আমি তোমার সম্বন্ধে হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সাতবার প্রার্থনা করিয়াছি, ইহাতে তুমি এই স্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হইয়াছ। আর সাতবার তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, ইহাতে তুমি উক্ত স্থানের সম্মুখীন হইতে সক্ষম হইয়াছ। আরও সাতবার প্রার্থনা করিয়াছি, ইহাতে তুমি উক্ত স্থানের মধ্যস্থিত অবস্থা অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছ এবং একজন ঘোষণাকারীর ঘোষণা শ্রবণ করিয়াছ।

নিশ্চয় আমি তোমার সম্বন্ধে খোদার নিকট ২১বার প্রার্থনা করিয়াছি ইহাতে তোমার পক্ষে নূরের ঝলক প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তোমার জন্য খোদার নিকট ৭০ বার দোয়া করিয়াছি, এমন কি তিনি তোমাকে প্রেম-পাত্র পান করাইয়াছিলেন এবং সন্তোষ লাভের মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করাইয়াছিলেন। হে আমার প্রিয় পুত্র, তোমার সমস্ত বিনষ্ট ফরজগুলি কাজা আদায় কর।

(৭) হজরত আবদুর রাজ্জাক বলিয়াছেন, আমার পিতা পীরান-পীর ছাহেব এক দিবস জুমার নামাজ পড়িতে বাহির হইয়াছিলেন, আমিও আমার দুই ভাই আবদুল অহ্বাব ও ইছা তাঁহার সঙ্গে ছিলাম, পথিমধ্যে ছুলতানের তিনটী মদের পাত্র আমাদের নিকট দিয়া নীত হইতেছিল, উহার দুর্গন্ধ অধিক মাত্রায় বাহির হইতেছিল, উহার সহিত দারোগা ও রাজকর্ম্মচারীরা ছিল। হজরত পীরান-পীর ছাহেব তাহাদিগকে থামিয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু তাহারা না থামিয়া চতুষ্পদগুলিকে সবেগে চালাইতে লাগিল।

তখন উক্ত হজরত চতুষ্পদগুলিকে থামিতে বলিলেন, অমনি উহারা সেই স্থলে অচেতন পদার্থগুলির ন্যায় থামিয়া গেল। কর্ম্মচারীগণ উহাদিগকে কঠিন প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু উহারা স্ব স্ব স্থান ত্যাগ করিল না, তাহারা পক্ষাঘাতাক্রান্ত হইয়া পড়িল তৎক্ষণাৎ অতিরিক্ত বেদনায় অস্থির হইয়া ডাহিন বামদিকে ভূমিতে গড়াগড়ি করিতে লাগিল, উচ্চ শব্দে তছবিহ পাঠ ও তওবা এস্তগফার করিতে লাগিল, সেই সময় তাহাদের বেদনা দূরীভূত হইয়া গেল এবং মদের গন্ধ সিরকার গন্ধের সহিত পরিবর্ত্তিত হইল। তাহারা পাত্রগুলি খুলিয়া দেখিতে পাইল যে, উহা সিরকা হইয়া গিয়াছে। তখন চতুষ্পদগুলি চলিতে লাগিল, লোকেরা উচ্চধ্বনি করিতে লাগিল। উক্ত হজরত জামে' মছজিদের দিকে গেলেন, ছুলতান এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভীতি-বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, বহু হারাম কার্য্য হইতে বিরত হইলেন, পীরান-পীর ছাহেবের দর্শন লাভে উপস্থিত হইয়া অতি নত বিনম্র ভাবে তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিয়াছিলেন।

(৮) পীর ওছমান ছেরিফিন বলিয়াছেন, আমার প্রথম অবস্থার বিবরণ এই যে, আমি এক রাত্রে ছেরিফিন পল্লীতে উন্মুক্ত আকাশের নীচে চীৎ হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় পাঁচটি কবুতর পক্ষী শূন্যমার্গে উড়িয়া যাইতেছিল, উহাদের মধ্যে একটিকে মনুষ্যদিগের ন্যায় শুদ্ধ ভাষায় বলিতে শুনিলাম, যে খোদার নিকট প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার রহিয়াছে এবং তিনি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ক্রমান্বয়ে উহা অবতারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার তছবিহ পাঠ (পবিত্রতা প্রকাশ করিতেছি)।

দ্বিতীয় কবুতরটি বলিতেছিল, যে খোদা প্রত্যেক বস্তুকে উহার সৃষ্টি প্রদান করিয়াছেন, তৎপরে উহাকে সত্যপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার তছবিহ পাঠ করিতেছি। তৃতীয় কবুতরটি বলিতেছিল যে, খোদা নবিগণকে লোকদিগের প্রমাণ স্বরূপ করিয়া

প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের উপর হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-কে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার তছবিহ পাঠ করিতেছি। চতুর্থ কবুতরটি বলিতেছিল, যাহা আল্লাহ ও রসুলের জন্য হয়, তদ্ব্যতীত দুনইয়ার সমস্ত বিষয় বাতীল। পঞ্চম কবুতরটি বলিতেছিল, যাহারা নিজেদের প্রভু (খোদা) হইতে উদাসীন, তাহারা নিজেদের প্রতিপালকের এবাদতের জন্য দন্ডায়মান হয়। প্রতিপালক মহাদানশীল, বহু দান করিয়া থাকেন এবং বৃহৎ বৃহৎ গোনাহ ক্ষমা করিয়া থাকেন। ইহা শ্রবণে আমি অচৈতন্য হইয়া গেলাম। আমি চৈতন্য লাভ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, আমার অন্তর হইতে দুনইয়া এবং উহার মধ্যস্থিত যাবতীয় বিষয়ের প্রেম তিরোহিত করা হইয়াছে। প্রভাতে আমি খোদার নিকট অঙ্গীকার করিলাম যে, আমি নিজেকে এরূপ একজন পীরের উপর সমর্পন করিব, যিনি আমাকে আমার প্রতিপালকের অনুসন্ধান বলিয়া দেন এবং তথা হইতে রওয়ানা হইলাম আমি জানিতাম না যে, কোন্ পথে গমন করিব। অকস্মাৎ অতি ভীষণ রূপধারী অথচ পরিচ্ছন্ন একজন বৃদ্ধ আমার সম্মুখে আগমন করতঃ বলিলেন, হে ওছমান, তোমার উপর ছালাম (শান্তি) অবতীর্ণ হউক। আমি ছালামের উত্তর দিয়া তাঁহাকে শপথ স্মরণ করাইয়া বলিলাম, আপনি কোন্ ব্যক্তি? আপনি কিরূপে আমার নাম জানিলেন? আমি আপনাকে কখন দর্শন করি নাই। তিনি বলিলেন, আমি খাজের, আমি এইক্ষণে পীর আবদুল কাদেরের নিকট ছিলাম, তিনি আমাকে বলিলেন, হে আবুল আব্বাছ, ছেরিফিন নিবাসী ওছমান নামক একটি লোক বিগত রাত্রে জজবা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে খোদার নিকট মকবুল হইয়াছে, খোদার পথে ধাবিত হইয়াছে, সাত আছমানের উপরি অংশ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, হে আমার বান্দা, তুমি ধন্যবাদ গ্রহণ কর।

আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন যে,

তাহাকে এরূপ ব্যক্তির উপর সমর্পন করিবেন—যিনি তাহাকে তাহার প্রতিপালকের পথ প্রদর্শন করিবেন। হে খাজের, তুমি চলিয়া যাও, তাহাকে পথিমধ্যে প্রাপ্ত হইবে, তুমি তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর।

তৎপরে হজরত খাজের (আঃ) আমাকে বলিলেন, হে ওছমান, পীর আবদুল কাদের (রঃ) এই জামানায় মা'রেফাত পন্থীদিগের অগ্রণী এবং তরিকত পন্থীদিগের কেবলা (আশ্রয়স্থল) তুমি তাঁহার সেবা ভক্তি ও পদমর্য্যাদার সম্মান করা প্রয়োজন মনে করিও। আমি বুঝিতে সক্ষম হইলাম না, এমতাবস্থায় নিজেকে এক নিমিষে বাগদাদে দেখিলাম, আর হজরত খাজের অদৃশ্য হইয়া গেলেন, তৎপরে সাত বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাকে আর দেখি নাই। আমি পীরান-পীরের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তিকে তাহার মালিক খোদা পক্ষিদিগের রসনা দ্বারা নিজের দরবারে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন এবং যাহাকে একাধারে বহু কল্যাণ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

হে ওছমান, আল্লাহতায়ালা আবদুল গণি নামক একজন লোক তোমার মুরিদগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিবেন, যিনি বহু অলির উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবেন, আল্লাহ তজ্জন্য ফেরেশতাগণের উপর গৌরব করিবেন। তৎপরে উক্ত হজরত আমার মস্তকে একটি রুমাল (খেরকা) স্থাপন করিলেন। যখন উহা আমার মস্তক স্পর্শ করিল, তখন আমি আমার ব্রহ্মতালুতে এরূপ শীতলতা অনুভব করিলাম যাহা আমার অন্তরে সংক্রামিত হইল এবং আমার হৃৎপিন্ড শীতল করিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ আধ্যাত্মিক জগতের (রুহানি-আলমের) অবস্থা আমার চক্ষে প্রতিফলিত হইতে লাগিল, সমস্ত জড় ও জীব-জগৎ বিবিধ ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন পবিত্রতা সূচক শব্দে আল্লাহতায়ালার গুণ কীর্ত্তন করিতেছিল, তাহা আমার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। ইহাতে আমার জ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গেল, তখন পীরান-পীর

ছাহেব তাঁহার হস্তস্থিত একখন্ড তুলা আমার উপর নিক্ষেপ করিলেন, ইহাতে আল্লাহতায়ালা আমার জ্ঞান বহাল (স্থির) রাখিলেন এবং সমধিক দৃঢ়তা প্রদান করিলেন, তৎপরে তিনি আমাকে নির্জ্জন স্থানে বসাইলেন, এই অবস্থায় আমি কয়েক মাস যাপন করিলাম। খোদার শপথ, আমি যে কোন আভ্যন্তরিক কিম্বা বাহ্যভাব প্রাপ্ত হইতাম, আমি উহা বর্ণনা করার পূর্ব্বে তিনি উহা ব্যক্ত করিতেন, আমি যে কোন 'মকাম' ও 'হালে' উপনীত হইতাম, যে কোন দৃশ্য দর্শন করিতাম, যে কোন অদৃশ্য জ্ঞান লাভ করিতাম, আমি উহা প্রাপ্ত হওয়ার ব্যবস্থাগুলি (আহাকাম) বিস্তারিত রূপে প্রকাশ করিতেন, উহার জটিল বিষয়গুলির সরল ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন এবং উহার মূল ও শাখা বর্ণনা করিতেন। সর্ব্বদা তিনি আল্লাহতায়ালার এলম অনুসারে এক দরজা হইতে অন্য দরজায় উন্নীত করিতেন, তিনি কয়েকটি বিষয়ের সংঘটিত হওয়ার যেরূপ সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, ৩০ বৎরে পরে অবিকল সেইরূপ সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি আমাকে যে দিবস খেরকা পরিধান করাইয়াছিলেন, উহার ২৫ বৎসর পরে আবদুল গণিকে আমি খেরকা পরিধান করাইয়াছিলাম, তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ সংঘটিত হইয়াছিল।

(৯) পীর এছমাইল হোমায়রি বলিয়াছিলেন, জোরায়রান নামক স্থানে আমার একটি খোর্ম্মা উদ্যান ছিল, পীর আলি বেনেহল-হিতি পীড়িত হইলে তথায় আগমন পূর্ব্বক কয়েক দিবস চিকিৎসিত হইতেন। একবার তিনি তথায় পীড়িত হইলে, পীরান-পীর ছাহেব তাঁহার শুশ্রুষা করা মানসে বাগদাদ হইতে তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়ে আমার খোর্ম্মা উদ্যানে সমবেত হইলেন, উহার মধ্যে দুইটি খোর্ম্মাবৃক্ষ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, চারি বৎসর যাবৎ ফলশূন্য অবস্থায় ছিল, আমি উক্ত বৃক্ষদ্বয়কে কর্ত্তন করার দৃঢ়সংকল্প করিয়াছিলাম। পীরান-পীর ছাহেব দন্ডায়মান

হইলেন এবং একটি বৃক্ষের তলে ওজু করিলেন ও দ্বিতীয় বৃক্ষের তলে দুই রাকয়াত নামাজ পড়িলেন, ইহাতে উক্ত বৃক্ষদ্বয় সঞ্জীবিত হইয়া গেল, সেই সপ্তাহে পল্লবিত এবং ফলফুলে পরিশোভিত হইয়া পড়িল, ইহা খোর্ম্মা বৃক্ষের ফলকার হওয়ার ঋতুর পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। আমি আমার উদ্যান হইতে কতকগুলি খোর্ম্মা লইয়া তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিলে, তিনি উহা ভক্ষণ করিয়া বলিলেন, খোদা তোমার জমি, দেরম, ছায়া' (পরিমাণ পাত্র) ও দুগ্ধে বরকত প্রদান করুন। তৎপরে আমার জমিতে সেই বৎসর হইতে নিয়মিত শস্য অপেক্ষা কয়েক গুণ বেশী শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। যখন আমি কোন ব্যবসায় একটি দেরম স্থাপন কীরতাম, উহাতে কয়েক গুণ অধিক লাভবান হইতাম। যদি আমি একশত পালি গোধুম কোন স্থানে ত্যাগ করিতাম, তৎপরে তন্মধ্যে হইতে ৫০ পালি দান করিতাম এবং অবশিষ্টগুলি ভক্ষণ করিতাম, তবে উহাতে একশত পালি প্রাপ্ত হইতাম। আমার চতুষ্পদগুলির এত বংশ বৃদ্ধি হইয়া গেল যে, তৎসমুদয়ের সংখ্যা নির্ণয় করা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছিল। তাঁহার দোয়ার বরকতে আমার এইরূপ অবস্থা বর্তমান আছে।

(১০) পীর আবুল-হাছান জওছকি বলিয়াছেন, আমার যৌবনকালে আমার উপর মহা আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার অনেকাংশ আমার পক্ষে জটিল সমস্যায় পরিণত হইল, আমি তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে আমার অগ্রণী পীর আলি বেনেল হিতির নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র বলিলেন, হে আবুল হাছান, তোমার মধ্যে যে আত্মিক ভাবগুলি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তৎসমস্ত সর্বশক্তিমানের মহান শক্তির ক্রিয়াকলাপ, বাক্যাবলী দ্বারা উক্ত সমস্যাগুলি সমাধান হইতে পারে না, বরং কার্য্যকলাপ দ্বারা তৎসমস্তের সমাধান হইতে পারে। তুমি পীরান-পীরের নিকট গমন কর, তিনি তাঁহার জামানায় মা'রেফাত-

পন্থী বিদ্বানগণের বাদশাহ এবং কারামত-বিশিষ্ট পীরগণের কারামতগুলির একচ্ছত্র অধিপতি। তৎপরে আমি বগদাদে গমন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মাদ্রাসার কেবলার দিকে উপবিষ্ট এবং তাঁহার সম্মুখে একদল লোককে উপবিষ্ট দেখিলাম। যখনই আমি তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলাম, তখনই তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, ইহাতে আমি আমার অন্তর নিহিত সমস্ত বিষয় এবং যে জন্য আমি আগমন করিয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে পারিলাম। তৎপরে তিনি নিজের জায় নামাজের নিম্নদেশ হইতে একখন্ড সুতা বাহির করিলেন—যাহা পাঁচটি তারে পাকান ছিল। তিনি উহার এক প্রান্ত আমার হস্তে প্রদান করিলেন এবং দ্বিতীয় প্রান্তে নিজের হস্তে ধরিয়া উহার একটি তার খুলিয়া ফেলিলেন, ইহাতে আমার আত্মিক হাবভাবগুলির বৃহদংশ আমার পক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং উহাতে মহা বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিলাম। যখনই তিনি এক একটি তার খুলিতে লাগিলেন তখনই আমার পরিলক্ষিত আত্মিক ভাবগুলির নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণনাতীত ভাবে আমার পক্ষে প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং আমি উহার সঙ্গে এরূপ অপূর্ব ব্যাপার দর্শন করিলাম—যাহার স্বরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব, এমন কি তিনি পাঁচটি তার খুলিয়া ফেলিলে, আমার আত্মিক ভাবগুলির সমস্ত অবস্থা আমার পক্ষে প্রকাশিত হইল, উহার নিগূঢ় তত্ত্বগুলি আমার নিকট ব্যক্ত হইয়া গেল, আমার অন্তর-চক্ষু জ্যোতিষ্মান শক্তি সমূহ দ্বারা শক্তিশালী হইল, ইহাতে অন্তরাল সকল তিরোহিত হইয়া গেল। তখন পীরান-পীর ছাহেব আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, তুমি তৎসমস্ত শক্তি সহকারে গ্রহণ কর এবং নিজের সম্প্রদায়কে আদেশ প্রদান কর—তাহারা যেন উহার উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করে। তৎপরে আমি তাহার সম্মুখ হইতে দন্ডায়মান হইলাম। খোদার শপথ আমি তাঁহার সঙ্গে কোন কথা বলি নাই এবং উপস্থিত লোকেরা আমার কোন বিষয়

অবগত হইতে পারেন নাই এবং আমি জোরায়রাণের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমি যখন পীর আলি বেনেল-হিতির সম্মুখে উপবেশন করিলাম, আমার কিছু বলার পূর্ব্বে তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, পীরান-পীর ছাহেব মা'রেফাত পন্থী বিদ্যানগণের শিরভূষণ। হে আবুল হাছান তোমার আত্মিক ভাবের অবস্থাগুলি তোমার মোশাহাদা (দৃষ্টি গোচর) হইত না, কিন্তু যখন পীরান-পীর ছাহেবের দৃষ্টি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইল, তখন উহার ফলে তোমার এই সকল মোশাহাদা লাভ হইল। এইরূপ মোশাহাদাগুলির নিম্নাংশ লাভ করিতে জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়া যায়। যদি তিনি ইহা না বলিতেন যে, তুমি এই সমস্ত শক্তি সহকারে গ্রহণ কর, তবে তুমি অজ্ঞান হইয়া উন্মাদদিগের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পুনরুত্থিত হইবে। তিনি বলিয়াছেন তুমি নিজের সম্প্রদায়কে উহার উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে আদেশ প্রদান কর, ইহাতে তিনি ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছেন যে, তুমি তাহাদের অগ্রণী হইবে।

(১১) পীর মনছুর পওয়াস্তি বলিয়াছেন, আমি যুবক ছিলাম এমতাবস্থায় হজরত পীরান-পীর ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া ছিলাম। আমার সঙ্গে ফিলোছোফি ও আত্মিক বিষয়গুলি সংক্রান্ত একখানা পুস্তক ছিল। তিনি আমার পুস্তকের দিকে দৃষ্টিপাত করায় এবং উহা কোন্ বিষয়ের পুস্তক তাহা জিজ্ঞাসা করার পূর্বে দলের মধ্যে আমাকে বলিলেন, হে মনছুর, তোমার এই পুস্তক খানা মন্দ সহচর, তুমি চলিয়া যাও এবং উহা ধুইয়া ফেল। আমি দৃঢ় সংকল্প করিলাম, যে তাঁহার সম্মুখ হইতে উঠিয়া গিয়া পুস্তকখানা নিজে গৃহে ফেলিয়া রাখিব, তৎপরে তাঁহার ভয়ে কখন তাঁহার নিকট উহা আনয়ন করিব না। যে হেতু উক্ত পুস্তকের উপর আমার পূর্ণ আশক্তি ছিল এবং উহার কতকগুলি নিয়ম কানুন ও ব্যবস্থা আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়াছিল, এইহেতু উহা ধৌত করিতে আমার অন্তর স্বীকৃত হইল না। আমি এই ধারণায় দন্ডায়মান হওয়ার ইচ্ছা

করিলাম, ইহাতে উক্ত হজরত বিস্ময়ান্বিত ভাবে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কাজেই আমি দন্ডায়মান হইতে সক্ষম হইলাম না, যেন আমি শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় রহিলাম, তৎপরে তিনি আমাকে বলিলেন তুমি উক্ত পুস্তক খানি আমার হস্তে প্রদান কর। আমি উহা খুলিয়া দেখিলাম যে, উহা সাদা কাগজে পরিণত হইয়াছে, উহাতে একটি অক্ষরও লিখিত নাই। তৎপরে আমি উক্ত পুস্তক খানা তাঁহার হস্তে প্রদান করিলাম। তিনি উহার পৃষ্ঠাগুলি উলটাইয়া বলিলেন, ইহা মোহম্মদ বেনে জরিছের প্রণীত ফাজায়েলোল কোরআন নামক একখানা কেতাব। তিনি উহা আমাকে প্রদান করিলে, দেখিতে পাইলাম যে, অতি উৎকৃষ্ট অক্ষরে লিখিত উপরোক্ত গ্রন্থকারের ফাজায়েলোল কোরআন নামক একখানা কেতাব। তখন পীরান-পীর ছাহেব বলিলেন, তোমার অন্তরে যাহা নাই তুমি তাহা মুখে প্রকাশ করিলে, এইরূপ কপটতা হইতে তুমি তওবা করিবে কি? আমি বলিলাম, হাঁ আমার অগ্রণী। তিনি বলিলেন, তুমি চলিয়া যাও। আমি দন্ডায়মান হইয়া বুঝিতে পারিলাম যে, আমি যে সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ও আত্মিক বিষয়গুলির তত্ত্ব স্মরণ করিয়াছিলাম তৎসমুদয় একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি আমার হৃদপট হইতে উহা এরূপভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে যে, অদ্যবধি কখন আমি উহা শিক্ষা করি নাই।

(১২) আরও তিনি বলিয়াছেন, আমি এক সময় তাঁহাকে বালিশের উপর ভর দিয়া বসিতে দেখিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় একজন লোক তাঁহাকে বলিল, অমুক ব্যক্তি এই জামানায় কারামত, এবাদত, নির্জ্জনবাস ও বৈরাগ্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি হজরত ইউনছ বেনে মোত্তা পয়গম্বর (আঃ)-এর দরজা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। তৎশ্রবণে তাঁহার মুখমন্ডলে ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশিত হইল, তিনি সোজা হইয়া বসিলেন, নিজের হস্তে বালিসটি লইয়া নিজের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, আমি

উক্ত দাবিকারীর হৃদপিন্ডে ইহা নিক্ষেপ করিলাম। আমরা ত্রস্ত ভাবে সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, সেই সময় তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্বে সেই লোকটি সুস্থ অবস্থায় ছিল তাহার শরীরে কোন প্রকার পীড়া ছিল না।

আমি কিছুকাল পরে তাহাকে স্বপ্নযোগে উৎকৃষ্ট অবস্থার দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খোদাতায়ালা তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? সে ব্যক্তি বলিল, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং হজরত ইউনোছ বেনেমোত্তা (আঃ)-এর সহিত কথোপকথন করার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। হজরত পীরান-পীর ছাহেব আমার জন্য আল্লাহতায়ালা ও হজরত ইউনোছ (আঃ)-এর নিকট সুপারিশ করিয়াছেন, এজন্য আমি মহাকল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

(১৩) আলিবেনে আবিবকর রুহানি বলিয়াছেন, পীর আলি বেনেলহিতি সাহেব আমার হস্ত ধরিয়া ৫৫০ হিজরীতে পীরান-পীর ছাহেবের নিকট লইয়াগিয়া তাঁহাকে বলিলেন, এই ব্যক্তি আমার দাস। তখন তিনি তাঁহার পরিধেয় একটি পীরহান খুলিয়া আমাকে পরিধান করাইয়া বলিলেন, হে আলি, তুমি স্বাস্থ্জনক পীরাহন পরিধান করিলে। আমি সেই দিবস হইতে অদ্য ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন বেদনা ও পীড়ায় আক্রান্ত হই নাই।

(১৪) আরও পীর আলি বেনেলহিতি ছাহেব ৫৬০ হিজরীতে আমাকে পীরান-পীর ছাহেবের নিকট লইয়া গিয়া বলিয়াছিলেন, আমি আপনার নিকট এই গোলামের জন্য একখানা আত্মিক বস্ত্র প্রার্থনা করিতেছি। ইহাতে তিনি ক্ষণকাল অধোমস্তকে থাকিলেন, তৎপরে আমি দেখিতে পাইলাম যে, তাঁহা হইতে একটি জ্যোতিঃ বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইয়া আমার মধ্যে সংক্রামিত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ গোরবাসিদিগকে, তাহাদের অবস্থা সমূহ ও স্বস্বস্থানে ফেরেশতাগণকে দর্শন করিতে লাগিলাম, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় তাহাদের তছবিহ শ্রবণ করিতে এবং প্রত্যেক মনুষ্যের ললাট লিখিত বিষয়গুলি পাঠ

করিতে সক্ষম হইলাম এবং স্পষ্ট ভাবে মহা মহা বিস্ময়কর ব্যাপারগুলি আমার পক্ষে বিকশিত হইয়া পড়িল তখন পীরান-পীর ছাহেব আমাকে বলিলেন, তুমি তৎসমুদয় গ্রহণ কর এবং ভয় করিও না। ইহাতে পীর আলি বেনেল হিতি বলিলেন, আমি ইহার জ্ঞান লোপ হওয়ার আশঙ্কা করিতেছি। তৎশ্রবণে পীরান-পীর ছাহেব নিজের হস্তদ্বারা আমার বক্ষে চপেটাঘাত করিলেন, ইহাতে আমার অন্তরের মধ্যে লৌহের হাতুড়ির ন্যায় একটি বস্তু অনুভব করিলাম, ইহার পরে আমি যাহা কিছু দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা হইতে আতঙ্কিত ও বিচলিত হই নাই। আমি অদ্যাবধি আত্মিক জগতের পথ সমূহ অতিক্রম করিতে উল্লিখিত বিদ্যুতের জ্যোতিধারা হইতে জ্যোতিঃ আকর্ষণ করিয়া থাকি।

(১৫) আলি রুহানি ছাহেব বলিয়াছেন, আমি প্রথমবার বগদাদে উপস্থিত হইয়া তথাকার কোন স্থান কিম্বা কোন লোককে চিনিতাম না, এই হেতু একটি উৎকৃষ্ট মাদ্রাসাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, উহা হজরত পীরান-পীর ছাহেবের মাদ্রাসা ছিল। তথায় সেই সময় আমা ব্যতীত অন্য কোন লোক ছিল না। হঠাৎ মাদ্রাসাস্থিত একটি গৃহের মধ্য হইতে একজন লোক বলিল, হে আবদুল রাজ্জাক, তুমি বাহির হইয়া উক্ত স্থান পর্য্যবেক্ষণ কর। তিনি তথায় পর্য্যবেক্ষণ করতঃ বলিলেন, তথায় একটি হাবশী বালক ব্যতীত আর কেহ নাই। পীরান-পীর ছাহেব বলিলেন, এই বালকটির মহা উন্নত দরজা হইবে। তৎপরে তিনি রুটি ও খাদ্যসহ আমার নিকট আগমন করিলেন। আমি ইতিপূর্বে তাঁহাকে দর্শন করি নাই, তাঁহার সম্মান প্রকাশার্থে দন্ডায়মান হইলাম। তিনি বলিলেন, হে আলি, তুমি এই স্থানে থাক এবং তিনি আমার সম্মুখে খাদ্য সামগ্রী রাখিয়া তিনবার বলিলেন, খোদা তোমার দ্বারা লোকদিগের উপকার সাধন করুন। অচিরে এমন সময় উপস্থিত হইবে যে, লোকেরা তোমার মুখাপেক্ষী হইবে এবং তুমি উন্নত

দরজায় উপনীত হইবে।

(১৬) পীর আহমদ ও পীর নুরোদ্দীন জিলি বলিয়াছেন, হজরত পীরান-ছাহেবের মাহাত্ম্যের কথা নগরে নগরে প্রচারিত হইলে জিলান নিবাসী তিনজন পীর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা মানসে বাগদাদে তাঁহার মাদ্রাসায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা পূর্ব্বক তাঁহাকে উপবিষ্ট দেখিলেন, তাঁহার হস্তে একখানা কেতাব ছিল, তাঁহার বদনার মুখ কেবলা ব্যতীত অন্যদিকে এবং খাদেমকে তাঁহার সম্মুখে দেখিয়া তাঁহারা বদনার জন্য এবং খাদেমের তৎসম্বন্ধে ত্রুটির জন্য পীরান-পীর ছাহেবের উপর এনকার করা উদ্দেশ্যে একে অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইহাতে উক্ত হজরত নিজের হস্ত হইতে কেতাবখানা রাখিয়া একবার তাঁহাদের দিকে এবং দ্বিতীয়বার খাদেমের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র খাদেম মৃত অবস্থায় পতিত হইল। তৎপরে তিনি বদনার দিকে দৃষ্টিপাত করায় উহা কেবলার দিকে ফিরিয়া গেল।

(১৭) উক্ত পীরদ্বয় বলিয়াছেন, পীর বাকা বেনে বতু, পীর আলি বেনেল হিতি, পীর আবু ছা'দ কিলাবি ও পীর মাজেদ কোর্দরী ৫৪৬ হিজরীতে বগদাদের মাদ্রাছাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাতে পীরান-পীর ছাহেব খাদেমকে দস্তারখান বিছাইতে আদেশ করিলেন। যখন সেই খাদেম খাদ্য-সামগ্রী উপস্থিত করিল এবং তাঁহারা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি নিজের খাদেমকে তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া ভক্ষণ করিতে বলিলেন, সে বলিল, আমি রোজাদার। তিনি বলিলেন, তুমি ভক্ষণ কর, তুমি একটি রোজার ফল পাইবে। সে বলিল, আমি রোজাদার। এইরূপ উক্ত হজরত কয়েকবার বলিলেন, তুমি ভক্ষণ কর, তুমি সাতটি রোজার, একমাস কিম্বা এক বৎসর রোজার ফল পাইবে। সে প্রত্যেকবারে নিজের রোজাদার হওয়ার কথা প্রকাশ করিতেছিল; অবশেষে উক্ত

হজরত বলিলেন, তুমি ভক্ষণ কর, তুমি সমস্ত জীবনের রোজার ফল পাইবে। এবার সে রোজাদার হওয়ার কথা প্রকাশ করিলে, তিনি তাহার দিকে ক্রোধান্বিত অবস্থায় দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি সে জমিতে পতিত হইল, তাহার শরীর ফুলিয়া গেল এবং উহা হইতে পূঁজরক্ত নির্গত হইতে লাগিল। তখন উপস্থিত পীরেরা তাহার জন্য সুপারিশ করিয়া তাঁহার ক্রোধানল নির্বাপিত করিয়া দিলেন, এমন কি তিনি তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ সে ব্যক্তি প্রথমাবস্থায় পরিণত হইল—যেন তাহার শরীরে কোন ব্যাধি ছিল না।

(১৮) পীর আবু মোহাম্মদ বাতায়েহি বলিয়াছেন আবুল মায়ালি নামক একজন বণিক ৫৫৩ হিজরীতে বাগদাদে পীরান-পীর ছাহেবের মাদ্রাছাতে তাঁহার সভায় উপস্থিত ছিল, এমতাবস্থায় তাহার মলমূত্র ত্যাগের এরূপ প্রবলবেগ হইয়াছিল যে, তাহার নড়িবার শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তখন সে সাহায্যপ্রার্থীর দৃষ্টিতে উক্ত হজরতের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ইহাতে তিনি কুরছির এক ধাপে নামিলেন, তখন প্রথম ধাপের উপর মনুষ্যের ন্যায় একটি মস্তক প্রকাশিত হইল, তৎপরে তিনি দ্বিতীয় ধাপে নামিলে, দুইটি স্কন্ধ এবং একটি বক্ষঃ প্রকাশিত হইল। এইরূপ তিনি এক এক ধাপে নামিতে ছিলেন, এদিকে কুরছির উপরে তাঁহার দেহের ন্যায় একটি পূর্ণ দেহ প্রকাশিত হইয়া লোকদিগকে তাঁহার ন্যায় শব্দে ও বাক্যে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিল। সেই আবুল মায়ানি এবং যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত অন্য কেহ উহা দেখিতে পাইয়াছিল না। তৎপরে উক্ত হজরত জনতা বিদীর্ণ করিয়া উক্ত বণিকের নিকট দন্ডায়মান হইয়া নিজের আস্তিন (পিরাহানের হাত) কিম্বা রুমাল দ্বারা তাহার মস্তক আবৃত করিয়া ফেলিলেন। সে দেখিতে পাইল যে, একটি বিস্তৃত ময়দানে উপস্থিত হইয়াছে, উহার

মধ্যে একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে, উহার উপকুলে একটি বৃক্ষ রহিয়াছে। সে নিজের হস্তস্থিত কুঞ্চিকাগুলি উক্ত বৃক্ষে স্থাপন করতঃ মলমূত্র ত্যাগ করিল, উক্ত নদীতে ওজু করিয়া দুই রাকয়াত নামাজ পড়িল। যখন সে ব্যক্তি নামাজের ছালাম ফিরাইল, তখন উক্ত হজরত নিজের আস্তিন কিম্বা রুমাল উত্তোলন করিয়া লইলেন, অমনি সেই ব্যক্তি দেখিতে পাইল যে, সে উক্ত মজলিশে বসিয়া রহিয়াছে, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি আর্দ্র অবস্থায় আছে ও তাহার মলমূত্র ত্যাগের বেগ রহিত হইয়া গিয়াছে। আর পীরান-পীর ছাহেব কুরছির উপর উপবিষ্ট রহিয়াছেন, যেন তিনি স্থান ত্যাগ করেন নাই। সে ব্যক্তি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিল, ইহা কাহারও নিকট উল্লেখ করিল না, নিজের কুঞ্চিকাগুলি হারাইয়া ফেলিল এবং উহা নিজের নিকট পাইল না। সে ব্যক্তি কিছুকাল পরে আজম দেশের নগরগুলির দিকে গমন করা উদ্দেশ্যে বণিকদিগের একটি দল সংগঠন করিল। তাহারা বাগদাদ হইতে ১৪ দিবসের পথ অতিক্রম করিলে, এক ময়দানে অবতরণ করিল, যাহার মধ্যদেশে একটি নাদী প্রবাহিত রহিয়াছে। সে ব্যক্তি তথায় মলমূত্র ত্যাগ উদ্দেশ্যে তথায় গমন করিয়া বুঝিতে পারিল যে, সে পীরান-পীরের মজলিশে থাকিয়া যে ময়দানে যে নদীর উপকূলে কিম্বা যে বৃক্ষের নিকট মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছিল, ইহা অবিকল তাহাই এবং নিজের কুঞ্চিকাগুলি সেই বৃক্ষে টাঙ্গান অবস্থায় প্রাপ্ত হইল। যখন সে ব্যক্তি বাগদাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন উক্ত হজরতের নিকট এই সংবাদ প্রদান করিতে উপস্থিত হইল, তাহার এই কথা ব্যক্ত করার পূর্ব্বে উক্ত হজরত তাহার কর্ণ ধরিয়া বলিলেন, হে আবুল মায়ালি, আমি যত দিবস জীবিত থাকি, তত দিবস তুমি উহা কাহারও নিকট বর্ণনা করিও না। তৎপরে আবুল মায়ালি তাঁহার খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিল।

(১৯) হাজ্জাজ মগরেবি বলিয়াছেন, আমি ছালেহ আবু

মোহাম্মদ দাক্কালির সহিত ৫৮৮ হিজরীতে হজ্জ করিতে গিয়াছিলাম, আমরা আরাফাত প্রান্তরে পীর আবুল কাছেম বগদাদীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহারা উভয়ে পীরান-পীর ছাহেবের জামানার আলোচনা করিতে লাগিলেন। পীর আবু মোহাম্মদ বলিয়াছেন, পীর আবু মদইয়ান আমাকে বলিলেন, হে ছালেহ তুমি বগদাদে গমন কর এবং তুমি পীরান-পীর ছাহেবের নিকট উপস্থিত হও, তিনি তোমাকে ফকিরি শিক্ষা প্রদান করিবেন। আমি বগদাদে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলাম; কিন্তু তাঁহার তুল্য আতঙ্কজনক পুরুষ আমি কখনও দর্শন করি নাই। তিনি আমাকে ১২০ দিবস নির্জ্জন স্থানে বসাইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে ছালেহ, তুমি কেবলার দিকে দৃষ্টিপাত কর, আমি তাহাই করিয়া কা'বা গৃহ দেখিতে পাইলাম। তৎপরে তিনি আমাকে পূর্ব্বদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিলেন, আমি তাহাই করিলে, আমার পীর মগরেব নিবাসী আবু মদইয়ানকে দেখিতে পাইলাম! তৎপরে তিনি বলিলেন, তুমি কা'বা শরিফে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছ কিম্বা মগরেব প্রদেশে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছ? আমি বলিলাম, আমার পীর আবু মদইয়ান ছাহেবের নিকট গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তিনি বলিলেন, এক পদ নিক্ষেপে তথায় গমন করিবে, কিম্বা যেরূপে আসিয়াছিলে, সেইরূপে গমন করিবে? আমি বলিলাম, যেরূপে আসিয়াছিলাম, সেইরূপে গমন করিব। তিনি বলিলেন, ইহা সমধিক উত্তম। হে ছালেহ, যদি তুমি ফকিরির ইচ্ছা কর, তবে তুমি উহার সোপানে আরোহণ না করিলে, উক্ত বিষয় প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। উহার সোপান তওহীদ, তওহীদের মূল অন্তরের চক্ষু দ্বারা পার্থিব যাবতীয় বিষয়ের কামনা বাসনা মুছিয়া ফেলা আমি বলিলাম, হে আমার অগ্রণী, আমি আকাঙ্খা করি, আপনি আমাকে এই কার্য্যে সহায়তা করিবেন। ইহাতে তিনি আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন, তৎক্ষণাৎ আমার অন্তর হইতে কামনা বাসনার

শক্তিগুলি তিরোহিত হইয়া গেল, যেরূপ দিবালোকের বিকাশে রাত্রের অন্ধকার তিরোহিত হইয়া যায়। আমি অদ্যাবধি উক্ত দৃষ্টিপাতের দ্বারা উপকার ভোগ করিতেছি।

(২০) পীরান-পীর ছাহেব ৫২৯ হিজরীতে জেলহাজ্জ মাসের ২৭শে তারিখে বুধবার দিবসে শুনিজি নামক গোরস্তানের জিয়ারত করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে ফকিহ ও দরবেশের এক বিরাট দল ছিল, তিন পীর হাম্মাদ দাব্বাছ (রঃ)-র গোরের নিকট অনেকক্ষণ দন্ডায়মান থাকিলেন, এমন কি সূর্য্যের গর্ম্মি অধিক হইতে অধিকতর হইতে লাগিল, লোকেরা তাঁহার পশ্চাতে দন্ডায়মান থাকিলেন, তৎপরে তিনি রওয়ানা হইলেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে আনন্দের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছিল। লোকে তাঁহার অধিকক্ষণ দন্ডায়মান থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি ৪৯৯ রিজরীর ১৫ই শা'বানের জুমার দিবস পীর হাম্মাদ দাব্বাছ (রঃ)-এর একদল শিষ্যের সঙ্গে রাছাফার জামে মসজিদে জুমা নামাজ পড়া উদ্দেশ্যে বাগদাদা হইতে বাহির হইয়াছিলাম। পীর হাম্মাদ (রঃ) আমার সঙ্গে ছিলেন, যখন আমরা নদীর সেতুর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন তিনি আমাকে ধাক্কা দিয়া পানিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, উহা প্রখর শীত ঋতু ছিল, আমি বলিলাম, আমি আল্লাহতায়ালার নামে জুমার গোছলের নিয়ত করিলাম, আমার পরিধেয় একটি পশমী জোব্বা (চোগা) ছিল, আমার পিরহানের হাতার মধ্যে কেতাবের কয়েক পৃষ্ঠা ছিল, আমি নিজের হস্ত উত্তোলন করিয়া রাখিলাম যেন পৃষ্ঠাগুলি ভিজিয়া না যায়। তাঁহারা সকলে আমাকে ঐ অবস্থায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, আমি পানি হইতে বাহির হইয়া জোব্বাটি নিংড়াইয়া তাঁহাদের পশ্চাদগামী হইলাম। আমি শীতে মহা কষ্ট ভোগ করিয়াছিলাম। তাঁহার শিষ্যেরা আমাকে নির্যাতন করিতে সঙ্কল্প করিলে, তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি শাএখ আবদুল

কাদেরকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্যে এইরূপ যাতনা প্রদান করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে আমি অচল পর্ব্বত তুল্য দর্শন করিয়াছি।

হজরত পীরান-পীর ছাহেব বলিলেন, অদ্য আমি পীর হাম্মাদ (রঃ)-কে গোরের মধ্যে এই অবস্থায় দর্শন কীরয়াছি যে, তাঁহার পরিধেয় একজোড়া রত্নের চাদর, তাঁহার মস্তকে একটি ইয়াকুতের টুপী, তাঁহার হস্তে কয়েকটি স্বর্ণের বালা এবং তাঁহার পদদ্বয়ে একজোড়া সুবর্ণের পাদুকা রহিয়াছে। তাঁহার ডাহিন হস্ত অবশ হইয়া গিয়াছিল, আমি বলিলাম—ইহা কেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি যে হস্তে তোমাকে নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, ইহা সেই হস্ত। তুমি কি আমার উক্ত অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমি বলিলাম, হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, তুমি আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা কর যেন, তিনি আমার হস্তকে সুস্থ করিয়া দেন। তৎশ্রবণে আমি তৎসম্বন্ধে খোদাতায়ালার নিকট দোয়া করিতে দণ্ডায়মান হইলাম, গোর সমূহের মধ্য হইতে ৫ সহস্র অলিউল্লাহ 'আমিন' বলিতে লাগিলেন, এবং তাহারা আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করিলেন যে, যেন খোদা আমার প্রার্থনা কবুল করেন ও দোয়ার শেষ পর্য্যন্ত আমার নিকট সুপারেশ করিতে থাকেন। আমি এই স্থানে মহিমান্বিত খোদাতায়ালার নিকট দোয়া করিতেছিলাম, এমন কি তিনি উক্ত পীর ছাহেবের হস্ত সুস্থ ও সবল করিয়া দিলেন। তখন তিনি উক্ত হস্ত দ্বারা আমার সহিত মোছাফাহা করিলেন এবং তাঁহার আনন্দ পূর্ণ হইয়া গেল।

এই সংবাদ বগদাদে প্রচারিত হইলে, পীর হাম্মাদ দাব্বাছ) রঃ)-বগদাদনিবাসী পীর ও ছুফি শিষ্যগণ এই উদ্দেশ্যে এক স্থানে সমবেত হইলেন যে, পীরান-পীর ছাহেব উক্ত পীর সাহেবের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাঁহার সত্যাসত্য তদন্ত করিবেন, পরে এক বিরাট দল দরবেশ তাঁহাদের অনুসরণ করতঃ মাদ্রাছায় উপস্থিত হইলেন। পীরান-পীর ছাহেবের মাহাত্ম্যের জন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহ

কথা বলিতে সাহসী হইল না। তখন পীরান-পীর ছাহেব তাঁহাদের উদ্দেশ্যে অবগত হইয়া উচ্চশব্দে তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা পীরদিগের মধ্য হইতে দুইজন লোককে মনোনীত কর—তাঁহারা উভয়ে নিজেদের মুখে আমার কথার সত্যতা প্রকাশ করিবেন। তাঁহারা সকলেই পীর ইউসফ হামদানী ও পীর আবদুর রহমান কোর্দরীকে এই কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত করিলেন, প্রথম ব্যক্তি ভ্রমণ উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তথাকার অধিবাসী ছিলেন, উভয় ব্যক্তি মহা কারামত ও কাশফশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা এই কার্য্যের জন্য এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত অবকাশ লইলেন। ইহাতে পীরান-পীর ছাহেব তাহাদিগকে বলিলেন তোমাদের এই স্থান ত্যাগ করার পূর্ব্বে ইহার সত্যতা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। পীরান-পীর ছাহেব অধোমস্তকে বসিলেন এবং তাঁহারা ঐ অবস্থায় বসিলেন, পীর ইউসফ ছাহেব নগ্নপদে সবেগে ধাবিত হইয়া মাদ্রাছায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আল্লাহতায়ালা আমাকে এইক্ষণে পীর হাম্মাদ ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছেন, তিনি আমাকে বলিলেন, হে ইউসফ, তুমি ত্রস্তভাবে পীরান-পীর ছাহেবের মাদ্রাছায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত পীরকে বলিয়া দাও যে, তিনি আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা সত্য। তাঁহার কথা শেষ না হইতেই পীর আবদুর রহমান উপস্থিত হইয়া উপরোক্ত প্রকার সংবাদ প্রকাশ করিলেন। তখন সমস্ত পীর ও দরবেশ হজরত পীরান-পীর ছাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

(২১) পীর এমরাণ কিমাতি ও বাজ্জাজ বলিয়াছেন, পীরান-পীর ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনার নাম মহইউদ্দিন কি জন্য রাখা হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, আমি ৫১১ হিজরীর জুমার দিবসে নগ্নপদে একবার বিদেশ হইতে বগদাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম। পথিমধ্যে আমি একজন দুর্ব্বল ও পীড়িত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সে ব্যক্তি আমাকে বলিল হে আবদুল

কাদের, আচ্ছালামো আলায়কা। আমি তাহার ছালামের উত্তর দিলে, সে ব্যক্তি আমাকে বলিল, আপনি আমার নিকটবর্ত্তী হউন। আমি তাহার নিকটে গেলে সে ব্যক্তি আমাকে বলিল, আপনি আমাকে বসাইয়া দিন। আমি তাহাকে বসাইয়া দিলে, তাহার শরীরে বর্দ্ধিত, তাহার আকৃতি সৌন্দর্য্যশীল ও তাহার বর্ণ পরিচ্ছন্ন হইয়া গেল, আমি তাহা হইতে ভীত হইলে, সে ব্যক্তি বলিল, আপনি কি আমাকে চিনিতে পরিয়াছেন? আমি বলিলাম না। সে বলিল, আমি দীন ইছলাম। আমি দুর্বল হইয়া গিয়াছিলাম যেরূপ আপনি আমাকে দর্শন করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার দ্বারা আমাকে জীবিত করিয়াছেন, তুমি দীন সঞ্জীবিতকারী, আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া জামে' মসজিদে উপস্থিত হইলে, এক ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার পাদুকা ঠিক করিয়া দিয়া বলিল, হে আমার অগ্রণী মহইউদ্দিন! যখন আমি নামাজ শেষ করিলাম, লোকেরা আমার দিকে সবেগে ধাবিত হইয়া আমার হস্ত চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিল, হে মহইউদ্দীন (দীন সঞ্জীবিতকারী), ইতিপূর্ব্বে আমি এই নামে অভিহিত হই নাই।

(২২) পীর বাজ্জাজ বলিয়াছেন, আমি পীরান-পীর ছাহেবের সম্মুখে তাঁহার নির্জ্জন কক্ষে উপবিষ্ট ছিলাম, হঠাৎ তিনি আমাকে বলিলেন, হে প্রিয়পুত্র, তুমি সাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ করিও যেন আমার পৃষ্ঠের উপর একটি বিড়াল পতিত না হয়। আমি মনে মনে বলিলাম, ছাদে কোন গবাক্ষ নাই, কাজেই এইস্থানে কিরূপে বিড়াল আসিবে? তাঁহার কথা শেষ না হইতেই তাঁহার পৃষ্ঠ দেশে একটি বিড়াল পতিত হইল, উক্ত বিড়ালটি আমার বক্ষেঃ পাঞ্জার দ্বারা আঘাত করিল। তখন আমার অন্তরে সূর্য্যের বৃত্তের পরিমাণ একটি জ্যোতিঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ আমি খোদাপ্রাপ্তি লাভ করিলাম। অদ্যবধি আমার উক্ত জ্যোতিঃ অধিক হইতে অধিকতর উজ্জ্বল হইতেছে।

(২৩) পীরান-পীর ছাহেব বলিয়াছেন, আমি যৌবনকালে ৫০৯ হিজরীতে সঙ্গীবিহীন অবস্থায় প্রথম হজ্জ করণেচ্ছায় বাগদাদ হইতে রওয়ানা হইলাম। যখন আমি 'ওস্মোল-করুন' নামক মিনারার নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন একাকী অবস্থায় পীর আদি বেনে মোছাফেরের সহিত সাক্ষাৎ পাইলাম, তিনিও সেই সময়ে যুবক ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি কোথায় যাইবেন? আমি বলিলাম, মক্কা শরিফের দিকে গমন করিতেছি। তিনি বলিলেন, আপনার কোন সহচরের আবশ্যক আছে কি? আমি বলিলাম, আমি একাকী যাওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমিও উক্ত সঙ্কল্প করিয়াছি। আমরা উভয়ে একত্রে রওয়ানা হইলাম, পথিমধ্যে একটি ক্ষীণকায় বোরকা পরিধানকারিণী হাবশী দাসীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল, সে আমার সম্মুখে দন্ডায়মান হইয়া আমার মুখমন্ডলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, হে যুবক, তুমি কোথা হইতে আগমন করিতেছি। আমি বলিলাম, 'আজম' দেশ হইতে আগমন করিতেছ? সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, অদ্য তুমি আমাকে কষ্টে নিক্ষেপ করিয়াছ। আমি বলিলাম, উহা কিরূপ? সে বলিল, এই সময় আবিসিনিয়া দেশে ছিলাম, অকস্মাৎ আমি দর্শন করিলাম যে, নিশ্চয় তোমার অন্তরে খোদাতায়ালার তাজাল্লি হইয়াছে এবং আমি যেরূপ অবগত হইয়াছি, তদ্দ্বারা বলিতে পারি যে, খোদাতায়ালা তোমার উপর যেরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন, (এই জামানায়) তোমা ব্যতীত অন্য কাহারও উপর সেইরূপ অনুগ্রহে করেন নাই, এই হেতু তোমাকে চিনিয়া লইতে ইচ্ছা করিয়াছি। অদ্য আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিব এবং অদ্য রাত্রে তোমাদের সহিত এফতার করিব। তৎপরে সেই স্ত্রীলোকটি উপত্যকা ভূমির দিকে গমন করিতে লাগিল, আর আমরা অন্যদিকে গমন করিতে লাগিলাম। এশার সময়ে শূন্যমার্গ হইতে একটি খাঞ্চা অবতীর্ণ হইল, আমরা উহার মধ্যে ছয়খন্ড রুটি, শাক-সবজির তরকারী ও

সিরকা দেখিতা পাইলাম, স্ত্রীলোকটি বলিতে লাগিল, যে খোদা আমাকে ও আমার অতিথিদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহার সর্বধিক প্রশংসা। প্রত্যেক রাত্রে আমার উপর দুইখন্ড রুটি নাজেল হইয়া থাকে। আমরা প্রত্যেক দুই দুই খানা রুটি ভক্ষণ করিলাম। তৎপরে আমাদের উপর তিনটি পানীপূর্ণ বদনা নাজেল হইল, আমরা উহার পানি পান করিলাম, কিন্তু উহার স্বাদ ও মিষ্টতা দুনইয়ার পানি হইতে স্বতন্ত্র ছিল। তৎপরে স্ত্রীলোকটি উক্ত রাত্রে আমাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। যখন আমরা তাওয়াফে রত ছিলাম, তখন আল্লাহ পীর আদি বেনে মোছাফেরের উপর এরূপ জ্যোতিধারা নাজেল করেন যে, তিনি চৈতন্য রহিত হইয়া পড়েন, অকস্মাৎ একজন লোক বলিয়া উঠিল যে, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এমতাবস্থায় উক্ত দাসী তাঁহার মস্তকের উপর দন্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল, যে খোদা তোমাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন, তিনিই তোমাকে জীবিত করিয়া দিবেন। যে খোদা ছেফাতে-জালালের জ্যোতিঃ নিজের সৃষ্টির উপর তাহার দৃঢ়তা সাধনের নিমিত্ত প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং তাহার উপর তাহার সহায়তা কল্পে নিজের ছেফাতগুলির বিকাশ সাধন করিয়া থাকেন, বরং তাঁহার পবিত্রতার জ্যোতিধারা জ্ঞান চক্ষুগুলি ঝলসাইয়া দেয় এবং বীর পুরুষদিগের অন্তরের জ্ঞান হরণ করিয়া ফেলে, তাঁহার নির্দ্দোষিতা ঘোষণা করিতেছি। যে খোদা এই তাওয়াফে আমার উপরেও জ্যোতি প্রবাহ প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বধিক প্রশংসো এবং তিনিই মহিমান্বিত।

তখন আমি এই এলহাম প্রাপ্ত হইলাম—হে আবদুল কাদের তুমি প্রকাশ্য নির্জ্জনবাস ত্যাগ কর, আমার তওহিদ ও তকরিদের নির্জ্জনবাস আবশ্যক মনে করিয়া লও, তাহা হইলে আমি তোমাকে আমার নিদর্শনাবলী হইতে বিস্ময়কর ব্যাপার প্রদর্শন করিব। তুমি লোকদিগের হিতকল্পে উপবিষ্ট থাক, কেননা আমার কতকগুলি

বিশিষ্ট সেবক আছে, আমি তোমা কর্ত্তৃক তাহাদিগকে আমার নৈকট্য প্রাপ্তদিগের অন্তর্গত করিব।

উক্ত হাবশী দাসী আমাকে বলিল, হে যুবক, আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, অদ্য তোমার অবস্থা কিরূপ? তোমার উপর একটি জ্যোতিষ্মান তাঁবু স্থাপন করা হইয়াছে, ফেরেশতাগণ আছমান পর্য্যন্ত তোমার চারিদিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, অলিগণ নিজ নিজ স্থানে তোমার দিকে অনিমেষ নেত্রেনিরীক্ষণ করিতেছেন এবং তুমি যে উন্নত দরজা প্রাপ্ত হইয়াছ, উহার প্রভা আমার মধ্যে প্রতিবিম্ব হইয়াছে। তৎপরে সে চলিয়া গেল, পরে আমরা আর তাহাকে দেখি নাই।

(২৪) পীর মোহাম্মদ হেরাবি বলিয়াছেন, আমি বাগদাদ শরিফে ৫৪০ হিজরীতে পীরান-পীর ছাহেবের সম্মুখে দন্ডায়মান ছিলাম, এমতাবস্থায় আমার শ্লেষ্মা নিক্ষেপের আবশ্যক হওয়ায় থুথু যোগে উহা নিক্ষেপ করিলাম, তৎপরে আমি লজ্জিত হইয়া মনে মনে বলিলাম, তাঁহার তুল্য মনীষীর নিকট থুথু নিক্ষেপ করিলাম। তখন পীরান-পীর ছাহেব বলিলেন, হে মোহাম্মদ ইহাতে কোন দোষ দাই, ইহার পরে তুমি শ্লেষ্মা ও থুথু নিক্ষেপ করিবে না। তাঁহার উক্ত কথার পরে ৮৩ বৎসর যাবৎ আমি থুথু ও শ্লেষ্মা নিক্ষেপ করি নাই। তিনি আমাকে লম্বা মোহম্মদ নামে অভিহিত করিতেন। আমি এক দিবস তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, হে আমার অগ্রণী, আমি বেঁটে মানুষ। ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি দীর্ঘায়ু বিশিষ্ট ও বহু দেশ পর্য্যটক হইবে। ইনি ১৩৭ বৎসর আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি দেশ-ভ্রমণে বিবিধ বিস্ময়কর বিষয় এবং সুদূর দেশ সকল পরিদর্শন করিয়াছিলেন ও কাফ পর্বতে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনিই হজরত পীরান-পীর ছাহেবের প্রথম সেবক ছিলেন।

(২৫) পীর আবুল আব্বাছ মুছেলি বলিয়াছেন, আমরা এক

রাত্রে পীরান-পীর ছাহেবের মাদ্রাছায় অবস্থিতি করিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় খলিফা মোস্তান্জেদবিল্লাহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ছালাম করিয়া কিছু উপদেশ শ্রবণের বাসনা জানাইলেন। তাঁহার দশগুণ দাস থলিয়া পূর্ণ অর্থ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তিনি তৎসমস্ত তাঁহার সমক্ষে পেশ করিলেন, কিন্তু উক্ত হজরত তৎসমুদয় গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, আমার উক্ত অর্থ রাশির প্রয়োজন নাই। খলিফা বারম্বার অনুরোধ করিতে থাকিলে, তিনি একটি থলিয়া ডাহিন দিকে এবং দ্বিতীয়টি বাম দিকে লইয়া হাতের চাপ দিলেন, অমনি এতদুভয় হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন পীরান-পীর ছাহেব বলিলেন, হে খলিফা, তুমি কি খোদা হইতে একটু লজ্জা অনুভব কর না যে, তুমি লোকদিগের রক্ত শোষণ করিয়া থাক এবং উহা আমার সমক্ষে পেশ করিয়া থাকঃ তদ্দর্শনে খলিফা অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। উক্ত হজরত বলিলেন, খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি যদি উক্ত খলিফা হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আত্মীয়তার গৌরবে গৌরবান্বিত না হইতেন, তবে আমি তাহার অট্টালিকা পর্য্যন্ত রক্ত প্রবাহিত করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না।

(২৬) আরও পীর আবুল-আব্বাছ মুছেলি বলিয়াছেন, আমি এক দিবস উক্ত খলিফাকে পীরান-পীর ছাহেবের নিকট দেখিয়াছিলাম,, খলিফা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমি নিজের অন্তরের শান্তির জন্য কোন অলৌকিক কার্য্য (কারামত) দেখার ইচ্ছা করি। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, তুমি কি দেখিতে ইচ্ছা কর—খলিফা বলিলেন, আমি অদৃশ্য-জগত হইতে একটি ছেবফল দেখিতে বাসনা রাখি। এরাকে উহা ছেব ফলের সময় ছিল না। পীরান-পীর ছাহেব শূন্যমার্গে হস্ত লম্বা করিয়া দিলে, দুইটি ছেব ফল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি একটি ছেব খলিফাকে দিলেন, আর নিজের হস্তে যে ছেবটি ছিল, উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, উহা শ্বেতবর্ণের ছিল এবং মৃগনাভির তুল্য সুগন্ধি ছিল। খলিফা মোস্তানজেদবিল্লাহ নিজের হস্তস্থিত

ছেবটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, উহার মধ্যে কীট দেখিতে পাইয়া বলিলেন, হুজুর, ইহা কিরূপ? আর আপনার হস্তস্থিত ছেবটি অন্যরূপ দেখিতেছি কেন? উক্ত হজরত বলিলেন, হে খলিফা, অত্যাচারীর হস্ত ফলটি স্পর্শ করিয়াছে এই হেতু উহা কীটযুক্ত হইয়াছে।

(২৭) পীর আবুল-হাছান ফারাশি বলিয়াছেন, আমি ও পীর আলি বেনেল-হিতি ৫৭৯ হিজরীতে পীরান-পীর ছাহেবের নিকট তাঁহার মাদ্রাছাতে উপস্থিত ছিলাম, এমতাবস্থায় ব্যবসায়ী আবুগালেব বগদাদী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আমার অগ্রণী, আমার দাদা নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি দাওত দেয়, তাহার দাওত যেন কবুল করা হয়।"

আমি দাওয়তকারী' আমার গৃহে আপনাকে জেয়াফত প্রদান করিতেছি। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, যদি আমাকে এই জেয়াফত গ্রহণ করিতে অনুমতি দেওয়া হয়, তবে আমি উহা স্বীকার করিব। তৎপরে তিনি কিছুক্ষণ অধোমস্তকে থাকিয়া বলিলেন, হাঁ, স্বীকার করিব। তৎপরে তিনি নিজের অশ্বতরের (খচ্চরের) উপর আরোহণ করিলেন, পীর আলি বেনেল-হিতি উহার ডাহিন রেকাব ধরিবেন, আর আমি উহার বাম রেকাব ধরিলাম। আমরা তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তথায় বগদাদের অনেক পীর, বিদ্বান ও গণ্যমান্য লোককে দেখিতে পাইলাম। তৎপরে আবুগালেব একটি দস্তরখান বিছাইয়া দিল, উহাতে প্রত্যেক প্রকার মিষ্ট ও অম্ল খাদ্য সামগ্রী ছিল এবং দুইটি লোক একটি মোহরকরা পাত্র আনয়ন করতঃ দস্তরখানের শেষ ভাগে স্থাপন করিল। আবুগালেব নামাজের কথা বলিলেন। পীরান-পীর ছাহেব অধোমস্তকে বসিয়াছিলেন, নিজে ভক্ষণ করিলেন না, ভক্ষণ করিতে কাহাকেও অনুমতি দিলেন না, কেহ কিছু ভক্ষণ করিল না, সভার লোকেরা তাঁহার ভয়ে এরূপ নিস্তব্ধ ছিলেন—যেন তাহাদের মস্তকে পক্ষীসকল বসিয়া রহিয়াছে। তিনি আমার ও পীর আলি বেনেল-হিতির দিকে ইশারা করিয়া

বলিলেন, উক্ত পাত্রটি আমার সমক্ষে আনয়ন কর। আমরা উক্ত ভারি পাত্রটি বহন করিয়া তাঁহার সমক্ষে রাখিয়া দিলাম। তিনি আমাদিগকে উহা উদঘাটন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন, আমরা তাঁহার আদেশ পালন করিয়া দেখি যে, উহার মধ্যে আবুগালেবের একটি জন্মান্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ও অবশাঙ্গ পুত্র রহিয়াছে। পীরান-পীর ছাহেব তাহাকে বলিলেন, তুমি আল্লাহতায়ালার অনুমতিতে সুস্থ অবস্থায় দন্ডায়মান হও। শিশুটি চক্ষে জ্যোতিঃ প্রাপ্ত ব্যাধিশূন্য অবস্থায় সবেগে ধাবমান হইল। উপস্থিত লোকেরা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, পীরান-পীর ছাহেব লোকদিগের আত্ম-বিস্মৃতি অবস্থায় কিছু ভক্ষণ না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। আমি পীর আবু ছা'দ কিলাবির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উক্ত সংবাদ প্রদান করিলে, তিনি বলিলেন, পীরান-পীর ছাহেব আল্লাহতায়ালার হুকুমে জন্মান্ধ ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে সুস্থ করিয়া থাকেন ও মৃতদিগকে জীবিত করিয়া থাকেন।

(২৮) আরও পীর আবুল হাছান বলিয়াছেন, আমি ৫৫৯ হিজরীতে তাঁহার মজলিশে উপস্থিত ছিলাম, এমতাবস্থায় একদল রাফিজি (শিয়া) দুইটি দৃঢ়ভাবে মোহর করা লাউর খোল সহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, আপনি আমাদিগকে বলিয়া দিন, এই দুইটি পাত্রের মধ্যে কি বস্তু আছে? তৎশ্রবণে তিনি কুরছির উপর হইতে অবতরণ পূর্ব্বক এতদুভয়ের একটির উপর হস্ত রাখিয়া বলিলেন, ইহার মধ্যে একটি খঞ্জ শিশু রহিয়াছে এবং তিনি নিজের পুত্র আবদুর রাজ্জাককে উহা খুলিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তিনি উহা খুলিয়া ফেলিলে উহার মধ্যে একটি চলৎশক্তি রহিত শিশু পরিলক্ষিত হইল। তিনি নিজের হস্ত দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, তুমি দন্ডায়মান হও। হঠাৎ সেই শিশুটি দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। তৎপরে তিনি দ্বিতীয়টির উপর হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, ইহার মধ্যে একটি সুস্থ রোগশূন্য শিশু

রহিয়াছে। আর তিনি নিজের পুত্রকে উহা খুলিতে আদেশ করিলে, তিনি উহা খুলিয়া ফেলিলেন, উহার মধ্যে একটি শিশু ছিল, সে চলিতে আরম্ভ করিলে, পীরান-পীর ছাহেব তাহার ললাটের কেশ ধরিয়া বলিলেন, তুমি বসিয়া যাও, তখন সে খঞ্জ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে রাফেজীগণ তাঁহার হস্তে তওবা করিল।

তিনি বলিয়াছেন, প্রাচীন পীরদিগকে বলিতে শুনিয়াছি, পীর আবদুল কাদের জিলানী, পীর বাকা-বেনে বতু, পীর আবুছা'দ কিলাবী ও পীর আলি-বেনেল হিতি এই চারি ব্যক্তি জন্মান্ধ ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগীদিগকে সুস্থ করিয়া দিতেন।

আরও পীর আবদুল কাদের, পীর মা'রুফ কারখি, পীর আকিল মোম্বিজ ও পীর হায়া বেনে কায়েছ হেরানিকে দেখিয়াছি যে, যেরূপ জীবিত অলিগণের কর্ত্তৃক কারামত প্রকাশিত হইয়াছে, সেইরূপ গোরের মধ্যে উপরোক্ত চারিজন পীর কর্ত্তৃক কারামত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

(২৯) আরও তিনি বলিয়াছেন, আমি এক দিবস তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি আমাকে একটি কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন, আমি ত্রস্তভাবে উহা সম্পাদন করিলাম। ইহাতে তিনি আমাকে বলিলেন, তোমার যাহা কামনা বাসনা থাকে, তাহা যাঞ্চা কর। আমি বাতিনি-তত্ত্ব লাভের কথা উল্লেখ করিলাম, ইহাতে তিনি বলিলেন, তুমি উহা নিজের মধ্যে গ্রহণ কর, সেই মুহূর্তে আমি উহা প্রাপ্ত হইলাম।

(৩০) পীর মোহাম্মদ আওয়ানি বলিয়াছেন, একটি স্ত্রীলোক নিজের পুত্রকে লইয়া পীরান-পীর ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, হুজুর, আমার এই পুত্রের অন্তর আপনার প্রেমে অতিশয় মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছে, আমি তাহা হইতে নিজের দাবী ত্যাগ করিলাম, তাহাকে আল্লাহতায়ালার পথে আপনার উপর সমর্পন করিলাম। ইহাতে হজরত পীরান-পীর ছাহেব তাহাকে

নিজের তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে তরিকত লাভে সাধ্য-সাধনা করিতে আদেশ করিলেন। এক দিবস তাহার মাতা উক্ত পুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল যে সে ক্ষুধা ও অনিদ্রা হেতু দুর্ব্বল পিঙ্গলবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং যবের রুটি ভক্ষণ করিতেছে। তৎপরে সেই স্ত্রীলোকটি উক্ত হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, তাঁহার সম্মুখে একটি পাত্রে মুরগীর মাংস রহিয়াছে এবং তিনি উহা ভক্ষণ করিতেছেন। সে বলিল, হে আমার অগ্রণী, আপনি মুরগীর মাংস ভক্ষণ করিতেছেন, আর আমার পুত্র যবের রুটি ভক্ষণ করিতেছে? তৎশ্রবণে পীরান-পীর ছাহেব উক্ত মাংসগুলির উপর হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, হে মুরগী, যে খোদা বিচ্ছিন্ন অস্থি সমূহ জীবিত করিয়া থাকেন, তাঁহার অনুমতিতে তুমি জীবিত হইয়া যাও। অমনি মুরগী জীবিত হইয়া সোজাভাবে দন্ডায়মান হইয়া উচ্চশব্দ করিতে লাগিল। তৎপরে উক্ত হজরত বলিলেন, যখন তোমার পুত্র এইরূপ পদপ্রাপ্ত হইবে, তখন ইচ্ছা করিলেই উহা ভক্ষণ করিতে পারিবে।

(৩১) আরও উক্ত পীর আওয়ানি বলিয়াছেন, এক দিবস বায়ু প্রবলভাবে প্রবাহিত হইতেছিল, এমতাবস্থায় একটি চিল পক্ষী পীরান-পীর ছাহেবের সভার উপর উড়িতে লাগিল এবং উচ্চশব্দ করিয়া শ্রোতাদিগের চিত্ত-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া দিল। তখন উক্ত হজরত বলিলেন, হে বায়ু তুমি এই চিলটির মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেল। তৎক্ষণাৎ উক্ত চিলটি একদিকে এবং উহার মস্তক অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। তৎপরে তিনি কুরছির উপর হইতে নামিয়া উক্ত চিলটি এক হস্ত দ্বারা ধরিয়া এবং অন্য হস্ত উহার উপর স্থাপন করিয়া বিছমিল্লাহ বলিলেন, তৎক্ষণাৎ চিলটি লোকদিগের সমক্ষে আল্লাহতায়ালার অনুমতিতে জীবিত হইয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

(৩২) পীর আহমদ বাগদাদি বলিয়াছেন, পীরান-পীর ছাহেব

কোন যানের উপর আরোহণ পূর্বক 'মনছুরী জামে' মছজিদে গমন করিতেছিলেন, তৎপরে মাদ্রাছার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নিজের মুখমন্ডল হইতে রুমাল খানা উন্মোচন করিয়া নিজের ললাট হইতে একটি বৃশ্চিক নিক্ষেপ করিলেন, বৃশ্চিকটি জমিতে ধাবিত হইল। তখন তিনি বলিলেন, হে বৃশ্চিক তুমি মরিয়া যাও। তৎক্ষণাৎ বৃশ্চিকটি মরিয়া গেল। তৎপরে তিনি বলিলেন, হে আহমদ, এই বৃশ্চিকটি জামে' মছজিদ হইতে এই স্থান পর্য্যন্ত আমাকে ৬০ বার দংশন করিয়াছে।

(৩৩) আরও পীর আহমদ বলিয়াছেন, বাগদাদে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, আমি উক্ত হজরতের নিকট অভাব অনটন ও পরিজনের আধিকেব্বর অনুযোগ উপস্থিত করিয়াছিলাম। ইহাতে তিনি আমাকে এক পালি গম বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন, তুমি উহা একটি মাইটের মধ্যে স্থাপন কর, উহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখ, উহার একপার্শ্বে একটি ছিদ্র করিয়া রাখ, উক্ত ছিদ্র দ্বারা গম বাহির করিয়া পেষণ কর এবং উহার পরিবর্ত্তন করিও না। আমি উক্ত ছিদ্রযোগে গম লইয়া ৫ বৎসর যাবৎ ভক্ষণ করিলাম। তৎপরে আমার স্ত্রী উহার মুখ খুলিয়া ফেলিয়া গমের পরিমাণ প্রথম অবস্থার ন্যায় দেখিতে পাইল এবং এক সপ্তাহে উহা নিঃশোষিত হইয়া গেল। তৎপরে আমি উক্ত হজরতকে এই অবস্থার পরিচয় দিলে, তিনি বলিলেন, যদি তোমরা উক্ত পাত্র আবৃত অবস্থায় ত্যাগ করিতে, তবে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উহা হইতে ভক্ষণ করিতে।

(৩৪) শায়খোল-মাশায়েখ বদিউদ্দীন শাফেয়ি বলিয়াছেন, পীর ওছমান ছা'দী (রঃ) আমাকে এই উদ্দেশ্যে বাগদাদে প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জন্য একখানা মছনদে আহমদ সংগ্রহ করিব। যখন আমি বাগদাদে উপস্থিত হইলাম, তখন আমি লোকদিগকে পীরান-পীর ছাহেবের সুখ্যাতি করিতে শ্রবণ করিয়া মনে মনে বলিলাম যে, যদি লোকে যেরূপ বলেন, যদি ইনি প্রকৃত

পক্ষে সেইরূপ হন, তবে আমি যাহা অন্তরে কল্পনা করিব, তিনি কশফের শক্তিতে উহা বুঝিতে পারিবেন। তৎপরে আমি স্বভাবের বিপরীত একটি ব্যাপার কল্পনা করিয়া মনে মনে বলিলাম যখন আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ছালাম দিব, তিনি যেন উহার উত্তর না দেন, আমা হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখেন এবং নিজের খাদেমকে বলেন যে, তুমি আমার নিকট এই আগন্তুক ব্যক্তির রুমালের পরিমাণ খোর্মা এবং বিনা কমি-বেশী এক দারমি (তিন রতি) পরিমাণ মধু আনয়ন কর যখন খাদেম উহা তাহার নিকট আনয়ন করিবে, তখন তিনি যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করার ও ছালামের উত্তর দেওয়ার পূর্বে আমাকে খেরকা পরিধান করান।

এই কল্পনা করার পরে আমি ত্রস্তভাবে দন্ডায়মান হইয়া তাঁহার মাদ্রাছায় উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে মেহরাবে উপবিষ্ট অবস্থায় প্রাপ্ত হইলাম। তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, আমি বুঝিলাম যে তিনি আমার অন্তরের সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছেন। তৎপরে আমি তাঁহাকে ছালাম করিলে, তিনি উহার উত্তর দিলেন না এবং আমার দিক্ হইতে মুখমন্ডল ফিরাইয়া লইলেন এবং নিজ খাদেমকে বলিলেন, তুমি এই আগন্তুকের খেরকার পরিমাণ খোর্মা এবং বিনাকমি বেশী এক দারমি পরিমাণ মধু আনয়ন কর। খোদার শপথ, আমি যে শব্দগুলি আন্তরে কল্পনা করিয়াছিলাম তিনিও উক্ত শব্দগুলি উচ্চারণ করিলেন, উহার একটু হ্রাস বৃদ্ধি করেন নাই। যখন তাঁহার খাদেম উপস্থিত হইয়া আমার খেরকাটী গ্রহণ পূর্বক উহাতে খোরমাগুলি স্থাপন করিল, তখন বোধ হইল যেন খেরকাটি উহার পরিমাপে ছিল। সে আমার সম্মুখে মধু উপস্থিত করিল। তৎপরে উক্ত হজরত নিজের মস্তকস্থিত খেরকা আমাকে পরিধান করাইলেন এবং ছালামের উত্তর দিয়া বলিলেন, হে বদিউদ্দিন, তুমি এই সমস্তের ইচ্ছা করিয়াছিলে। তৎপরে আমি তাহার নিকট অবস্থান করতঃ এলম ও হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলাম।

(৩৫) পীর আবুল হাছান বাগদাদি বলিয়াছেন, আমি পীরান পীর ছাহেবের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতাম, আমি তাঁহার প্রয়োজনীয় বিষয়ের আয়োজন করিয়া দিবার আশায় রাত্রির অধিকাংশে সময় জাগরিত থাকিতাম, তিনি ৫৫৩ হিজরীতে একরাত্রে নিজের গৃহ হইতে বাহির হইলে, আমি তাঁহার হস্তে পানির বদনা দিতে উদ্যত হইলে, তিনি উহা গ্রহণ না করিয়া মাদ্রাছার দ্বারের দিকে রওয়ানা হইলেন, তৎক্ষণাৎ উহার দ্বার আপনা আপনি উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, তিনি উহা হইতে বাহির হইলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাতে বাহির হইলাম এবং আমি ধারণা করিতে ছিলাম যে, তিনি আমার সংবাদ জানিতে পারিতেছেন না। তিনি বাগদাদের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলে, উক্ত দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। তিনি বাহির হইলে আমিও তাঁহার পশ্চাতে বাহির হইলাম এবং দ্বারটি পুনরায় রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি অল্প দূর চলিলে, দেখিলাম যে, আমরা কোন অপরিচিত শহরে উপস্থিত হইয়াছি। তিনি পান্থশালার ন্যায় একটি গৃহে প্রবেশ করিলেন, ইহার মধ্যে ছয়জন লোক ছিলেন, তাঁহারা উক্ত হজরতকে ছালাম করিতে অগ্রসর হইলেন, আমি তথাকার একটি স্তম্ভের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পরে উক্ত স্থানের এক প্রান্তে ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণ করিলাম, অল্পক্ষণ পরেই উক্ত ক্রন্দন রহিত হইয়া গেল এবং একজন লোক তথায় আগমন পূর্বক যেদিক ক্রন্দন শব্দ উত্থিত হইয়াছিল সেই দিকেই গেলেন, তৎরে তিনি এক ব্যক্তিকে স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া তথা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দ্বিতীয় এক ব্যক্তি পীরান-পীর ছাহেবের সমক্ষে উপবেশন করিল, তাহার মস্তক টুপী শূন্য ও গোঁফ লম্বা ছিল। তিনি তাহাকে শাহাদাত কলেমা পড়াইলেন, তাহার মস্তকের কেশ ও গোফ ছাটিয়া দিলেন, তাহাকে একটি খেরকা পরিধান করাইয়া মোহাম্মদ নামে অভিহিত করিলেন এবং উক্ত দলকে বলিলেন, এই ব্যক্তি মৃতের স্থলাভিষিক্ত হইবে, এই জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।

তাঁহারা বলিলেন, আপনার আদেশ শ্রবণ ও শিরোধার্য্য করিলাম। তৎপরে তিনি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন, আমি তাঁহার পশ্চাতে বাহির হইলাম। আমরা অল্পদূর চলিলেই বাগদাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম, তৎক্ষণাৎ উক্ত দ্বার উদঘাটিত হইয়া গেল, এইরূপ তিনি মাদ্রাছার নিকট উপস্থিত হইলে, উহার দ্বার উদঘাটিত হইয়া গেল। তৎপরে তিনি নিজের গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি পরদিবস তাঁহার সমক্ষে বসিয়া নিয়মিত রূপে পড়ার ইচ্ছা করিলে, তাঁহার ভয়ে পড়িতে অক্ষম হইলাম। ইহাতে তিনি বলিলেন, হে প্রিয় পুত্র, তুমি পাঠ কর, তোমার কোন ভয় নাই। তখন আমি তাঁহাকে শপথ স্মরণ করাইয়া পরিলক্ষিত ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলাম। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, উক্ত শহরটির নাম নাহাওয়ান্দ, উক্ত ছয় ব্যক্তি আবদাল নজিব শ্রেণীভুক্ত; যাহার ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলে, তিনি তাঁহাদের সপ্তম ব্যক্তি, তিনি পীড়িত হইয়া মরণাপন্ন হওয়ায় আমি তাঁহার শুশ্রুষার জন্য গমন করিয়াছিলাম। যিনি এক ব্যক্তিকে স্কন্ধে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনিই হজরত আবুল আব্বাছ খাজের (আঃ), তিনি উক্ত মৃত আবদালকে দফনের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। আমি যে ব্যক্তিকে শাহাদাত কলেমা পড়াইয়াছিলাম, সে ব্যক্তি একজন কনষ্ট্যান্টিনোপল নিবাসী খৃষ্টান, উক্ত মৃত ব্যক্তির স্থলে এই খ্রীষ্টানকে আবদাল নিয়োজিত করিতে আমার উপর আদেশ হইয়াছে, কাজেই তাহাকে আনয়ন করা হইয়াছিল, সে ব্যক্তি আমার হস্তে ইছলাম গ্রহণ করিয়াছে, এখন সে ব্যক্তি আবদাল শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। হজরত পীরান-পীর ছাহেব আমার নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, আমি তাঁহার জীবদ্দশায় উক্ত ঘটনা কাহারও নিকট উল্লেখ করিব না।

(৩৬) পীর আবু আমর ছরিফিনি ও পীর আবদুল হক হারিমী বলিয়াছেন, আমরা ৫৫৫ হিজরীর ছফর মাসের ৩য়

তারিখে রবিবারে হজরত পীরান-পীর ছাহেবের সম্মুখে তাঁহার মাদ্রাছাতে উপবিষ্ট ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি দন্ডায়মান হইলেন এবং নিজের কাষ্ঠ-পাদুকাদ্বয়ের (খড়মদ্বয়ের) উপর বসিয়া ওজু করিয়া দুই রাকয়াত নামাজ পড়িলেন, নামাজের ছালাম অন্তে ভীষণ চীৎকার করিয়া উটিলেন এবং একখানা খড়ম লইয়া শূন্যমার্গে নিক্ষেপ করিলেন উক্ত খড়ম আমাদের চক্ষু হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তৎপরে তিনি দ্বিতীয়বার চীৎকার করিয়া অপর খড়মখানা নিক্ষেপ করিলেন, উহাও আমাদের দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তৎপরে তিনি উপবেশন করিলেন, আমাদের কেহই তাঁহার নিকট এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না। ২৩ দিবস পরে "আজম" দেশ হইতে একদল বণিক আগমন পূর্বক বলিল, আমাদের সঙ্গে পীরান-পীর ছাহেবের কিছু উপঢৌকন আছে, আপানারা তাঁহার নিকট হইতে ইহা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করুন। ইহাতে উক্ত হজরত তাহাদের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন। তাহারা আমাদিগকে এক সের রেশম, কয়েকখানা রেশমী বস্ত্র, কিছু পরিমাণ সুবর্ণ এবং এই খড়মদ্বয় তিনি সেই দিবস নিক্ষেপ করিয়াছিলেন উহা প্রদান করিলেন। আমরা তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা এই খড়মদ্বয় কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলে? তাহারা বলিল, আমরা ছফর মাসের তৃতীয় তারিখে রবিবারের দিবস বিদেশে গমন করিতেছিলাম, এমতাবস্থায় একদল দস্যু আমাদের উপর আক্রমণ করিল, তাহাদের দুইজন অগ্রগামী নায়ক ছিল, তাহারা আমাদের অর্থ-সম্পদ বাণিজ্য-দ্রব্যাদি লুন্ঠন করিয়া লইল, আমাদের কতককে হত্যা করিল এবং উপত্যকা ভূমিতে অবতরণ করিয়া -উক্ত লুন্ঠিত দ্রব্যাদি বন্টন করিতে লাগিল। আমরা উক্ত স্থানের এক পার্শ্বে অবতরণ করিয়া বলিলাম, হে খোদা যদি তুমি আমাদিগকে হজরত পীরান পীর ছাহেবের মাহাত্ম্যের বরকতে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর তবে আমরা নিজেদের অর্থ-সামগ্রীর কিছু

অংশ তাঁহার খেদমতে উপঢৌকন স্বরূপ পেশ করিব। আমরা ইহা বলিতেছিলাম, এমতাবস্থায় আমরা এরূপ দুইটি ভীষণ চীৎকার শ্রবণ করিলাম—যাহা এই উপত্যকা-ভূমিকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল এবং আমরা উক্ত দস্যুদিগকে সন্ত্রস্ত ও ভীত দর্শন করিলাম, ইহাতে আমরা ধারণা করিলাম যে, তাহাদের উপর অন্য একদল দস্যু আক্রমণ করিয়াছে, কিছুক্ষণ পরে তাহাদের কতক লোক আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, তোমরা আগমন পূর্ব্বক নিজেদের অর্থ-সামগ্রী গ্রহণ কর এবং আমাদের আসন্ন বিপদ দর্শন কর। আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, তাহাদের নায়কদ্বয় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকের নিকট এই ভিজা খড়মদ্বয়ের এক একখানা পড়িয়া রহিয়াছে। তৎপরে তাহারা আমাদের অর্থ সামগ্রী ফেরত দিয়া বলিল, নিশ্চয় এই ব্যাপারের মধ্যে বিস্ময়কর গুপ্ত রহস্য আছে।

(৩৭) পীর মোকারেম নহর খালেছি বলিয়াছেন, আমি এক দিবস পীরান-পীরের নিকট বাগদাদের আজোজ দ্বারস্থ মাদ্রাছাতে উপবিষ্ট ছিলাম, এমতাবস্থায় আমাদের মস্তকের উপরি শূন্যমার্গ দিয়া একটি 'তিতীর' পক্ষী উড়িয়া যাইতেছিল, আমার অন্তরে এই চিন্তার উদ্ভব হইল যে, আমি উক্ত পক্ষী যবের শুরবা সহ ভক্ষণ করার বাসনা রাখি। তৎক্ষণাৎ পীরান-পীর ছাহেব হাস্যমুখে আমার দিকে অবলোকন করিলেন, আর শূন্যমার্গের দিকেও নিরীক্ষণ করিলেন। অকস্মাৎ 'তিতীর' পক্ষীটি মাদ্রাছার ভূমিতে পতিত হইল, পরে সবেগে ধাবিত হইয়া কিছুক্ষণ আমর জানুর উপর বসিল। তৎপরে তিনি বলিলেন, হে মোকারেম, তুমি যাহা কামনা করিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ কর, নচেৎ যবের শুরবা সহ 'তিতীর' মাংসের কামনা তোমার অন্তর হইতে তিরোহিত করা হউক। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি 'তিতীর' আমার নিকট ঘৃণার্হ হইয়াছে। ইতিপূর্বে উহা আমার নিকট অত্যধিক প্রীতিজনক থাকিলেও এক্ষণে

করিবে। তুমি বলিবে, নিশ্চয় (পীর হজরত) আবদুল কাদের ছাহেব আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তৎপরে তুমি তাহার নিকট তোমার কন্যার কথা উল্লেখ করিবে। তৎপরে তথায় গমন করিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিলে, জ্বেন জাতিদের মধ্যে ভয়াবহ আকৃতি ধারিগণ আমার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের কেহই আমার চতুর্দ্দিকস্থ বৃত্তের নিকট উপস্থিত হইতে সমর্থ হইতেছিল না। তাহারা দলে দলে আসিতেছিল, অবশেষে তাহাদের রাজা ঘোটকের উপর আরোহণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইল, তাহার সম্মুখে তাহার সমস্ত সম্প্রদায় উপস্থিত হইল এবং জ্বেনরাজ বৃত্তের সন্নিকটে আসিয়া বলিল, হে মানুষ! তোমার বাসনা কি? আমি বলিলাম, পীর হজরত আবদুল কাদের (রঃ) আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তৎশ্রবণে সে ঘোটকের পৃষ্ঠোপরি হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার সম্মান প্রকাশ করিল এবং বৃত্তের বাহিরে বসিয়া বলিল, তোমার ব্যাপার কি? তখন আমি তাহার নিকট আমার কন্যার কথা পরিচয় দিলাম। তৎশ্রবণে সে তাহার অনুচরবৃন্দকে বলিল, কে এই কার্য্য করিয়াছ? তাহারা ইহার সংবাদ অবগত হইতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে একটি অবাধ্য দৈত্যকে আনয়ন করা হইল, তাহার সঙ্গে উক্ত কন্যাটি ছিল। জ্বেনরাজকে বলা হইল, এইটি চীনের অবাধ্য দৈত্যশ্রেণীর অন্তর্গত। তখন সে তাহাকে বলিল, কি জন্য তুমি কোতব ছাহেবের সীমার মধ্যস্থিত লোককে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলে? সে বলিল, উক্ত স্ত্রীলোকটির সৌন্দর্য্য আমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল এবং আমি তাহার প্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলাম। তখন দৈত্যরাজ তাহার শিরোচ্ছেদনের আদেশ করিল এবং আমার কন্যাটি আমার নিকট সমর্পণ করিল। তৎপরে আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি অদ্য রাত্রে যেরূপ পীরান-পীর ছাহেবের আদেশ পালন করিলে, আমি ইহার দৃষ্টান্ত দর্শন করি নাই। সে বলিল, হাঁ, তিনি নিজের গৃহে থাকিয়া পৃথিবীর শেষ

প্রান্তের অবাধ্য দৈত্যদিগকে দর্শন করিয়া থাকে, ইহারা তাঁহার আতঙ্কে নিজেদের আবাসস্থলের দিকে পলায়ন করিয়া থাকেন। নিশ্চয় যখন আল্লাহ কোন লোককে কোতব রূপে নিয়োজিত করেন তখন তাঁহাকে জ্বেন ও মুনব্যদিগের উপর পরাক্রান্ত করিয়া থাকেন।

(৪০) আরও লোকেরা বলিয়াছেন, একটি এছপেহান নিবাসী লোক পীরান-পীর ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমার স্ত্রী অনেক সময় অচৈতন্যা হইয়া ভূতল-শায়িনী হইয়া থাকে, মন্ত্র পাঠকরিয়া তাহার এই ব্যাধি নিরাকরণ করিতে অসমর্থ হইয়া গিয়াছে। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, ইহা ছারান্দিপ অধিবাসী খান্নাছ্ নামীয় একটি দুষ্ট-প্রকৃতির দৈত্যের ক্রিয়া দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। যখন তোমার স্ত্রী অচেতন হইয়া যাইবে, তখন তুমি তাহার কর্ণে মুখ দিয়া বলিবে, হে খান্নাছ, বগদাদ বাসী আবদুল কাদের তোমাকে বলিতেছেন, তুমি পুনরায় আগমন করিও না, নতুবা তুমি বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। সেই ব্যক্তি চলিয়া গেল, এবং ১০ বৎসর পরে প্রত্যাগমন করিলে, আমরা তাহাকে এতৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তদুত্তরে সে বলিয়াছিল, আমি উক্ত হজরতের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিলে, উক্ত দৈত্য অদ্যাবধি আমার স্ত্রীর নিকট পুনরাগমন করে নাই। তাবিজ লেখক প্রধান লোকেরা বলিয়াছেন, বগদাদ শহরে ৪০ বৎসর যাবৎ কেহ জ্বেনগ্রস্ত হয় নাই, যখন তিনি ইহজগৎ ত্যাগ করেন, সেই সময় হইতে উহা পুনরায় পরিলক্ষিত হইতে থাকে।

(৪১) পীর মোহাম্মদ হোছায়নি বলিয়াছেন, এক দিবস পীর আলি বেনেল-হিতি আমার সঙ্গে হজরত পীরান-পীর ছাহেবের গৃহে গমন করিলেন। আমরা দহলিজে পৃষ্ঠের উপর শায়িত একটি যুবককে দর্শন করিলাম, ইহাতে সে পীর আলিকে বলিল, আপনি আমার জন্য পীরান-পীর ছাহেবের নিকট সুপারিশ করুন। আমরা

উক্ত হজরতের নিকট উপস্থিত হইলে, পীর আলি উক্ত যুবকের জন্য সুপারিশ করিলেন। তৎশ্রবণে উক্ত হজরত বলিলেন, আমি আপনার খাতিরে উক্ত যুবকের অপরাধ ক্ষমা করিলাম। পরক্ষণে পীর আলি আমার সহিত বর্হিগত হইয়া উক্ত যুবককে বলিলেন, আমরা তোমার জন্য উক্ত হজরতের নিকট সুপারিশ করিয়াছি তিনি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ সেই যুবকটি দন্ডায়মান হইয়া দহলিজের গবাক্ষ দ্বারা বর্হিগত হইয়া শূন্যমার্গে উড়িয়া চলিয়া গেল। আমরা ইহা দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া পীরান-পীর ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, এই যুবকটি শূন্যমার্গে উড়িয়া যাইতে যাইতে মনে মনে বলিয়াছিল—বগদাদে কোন সিদ্ধ পুরুষ (কামেল ব্যক্তি) নাই, এই হেতু আমি তাহার 'বেলাএত' (পীরত্ব) কাড়িয়া লইয়াছিলাম। যদি পীর আলির সুপারিশ না হইত, তবে আমি তাহার বেলাএত পুনঃ প্রদান করিতাম না।

(৪২) আরও উক্ত পীর হোছায়নী বলিয়াছেন, আমি ৫৫২ হিজরীর রবিয়োছ-ছানি মাসের ৯ই তারিখে শনিবারের রাত্রে মগরেব ও এশার মধ্যে মাদ্রাছার ছাদের উপর চিৎ হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম, উহা গ্রীষ্মকাল ছিল, পীরান পীর ছাহেব আমার সম্মুখে কেবলা-মুখী হইয়া শায়িত ছিলেন, এমতাবস্থায় আমি একটি লোককে তীরের ন্যায় দ্রুতগতিতে শূন্যপথে উড়িয়া যাইতে দেখিলাম, অতি পরিচ্ছন্ন একটি পাগড়ি তাঁহার মস্তকে ছিল, উহার শামলা তাঁহার দুই স্কন্ধদেশের মধ্যস্থলে ঝুলিতেছিল, তাঁহার পরিধেয় একখন্ড শ্বেতবস্ত্র ছিল, তাঁহার কটিদেশে একটি কটিবন্ধ ছিল। যখন তিনি পীরান-পীর ছাহেবের শিরোভাগের বরাবর নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন তিনি শিকারী বাজ পক্ষীর ন্যায় সবেগে নামিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ছালাম জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে শূন্যপথে উড়িয়া গিয়া আমার চক্ষু হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তখন আমি

তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, তুমি কি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ, তখন তিনি বলিলেন, ইনি দেশ-ভ্রমণকারী অদৃশ্য পুরুষ।

(৪৩) আরও তিনি বলিয়াছেন, হিজরীর ৫৫৯ সনে মোহার্রাম মাসে এক দিবস পীরান-পীর ছাহেবের হালাবাস্থিত পান্থশালার বারান্দায় প্রায় তিন শত লোক তাঁহার দর্শন অভিলাষে সমবেত হইয়াছিল। অকস্মাৎ উক্ত হজরত গৃহের মধ্য হইতে অতি ত্রস্তভাবে বহির্গত হইয়া উচ্চশব্দে লোকদিগকে দুইবার বলিলেন, তোমরা অতি শীঘ্র আমার নিকট উপস্থিত হও। তাহারা সকলেই অতি ত্রস্তভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, বারান্দায় একজনও থাকিল না, তৎক্ষণাৎ উহার ছাদ পতিত হইল ও লোকগুলি নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইল। পীরান-পীর ছাহেব বলিলেন, আমি গৃহের মধ্যে ছিলাম, এমতাবস্থায় আমি এলহাম প্রাপ্ত হইলাম যে, অতি সত্বর এই ছাদটি পতিত হইবে, আমি তোমাদের উপর দয়া করিয়া তোমাদিগকে ডাকিয়াছিলাম।

(৪৪) পীর আবুল হাসান আনছারি বলিয়াছেন, আমি একবার হজ্জ সমাধা করিয়া আমার সহচরসহ বগদাদে উপস্থিত হইলাম, আমরা ইতিপূর্ব্বে তথায় গমন করি নাই, আমরা তথাকার কোন লোককে চিনিতাম না, আমাদের সঙ্গে একখানা বড় ছুরি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, আমরা উহা বিক্রয় করিয়া উহার মূল্যের দ্বারা চাউল ক্রয় করিলাম, উহা ভক্ষণ করায় আমাদের পক্ষে প্রীতিজনক ও শান্তিদায়ক হইল না। আমরা পীরান-পীর ছাহেবের মজলিশে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলে, তিনি বক্তৃতা রহিত করিয়া বলিলেন, দরিদ্র বিদেশীরা হেজাজ প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছেন, তাহাদের নিকট একখানা বড় ছুরি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তাহারা উহা বিক্রয় করতঃ উহার মূল্য দ্বারা চাউল ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা তাহাদের পক্ষে সুখদায়ক ও

শান্তিজনক হয় নাই। আমি তাঁহার কথায় অতিশয় চমৎকৃত হইলাম। তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে তিনি দস্তরখান বিছাইতে আদেশ করিলেন। আমি আমার সহচরকে অতি সংগোপনে বলিলাম, তুমি কি ভক্ষণ করার স্পৃহা রাখ? সে ব্যক্তি বলিল, যবের শুরবা তিতীর পক্ষীর মাংসের সহিত ভক্ষণ করিবার বাসনা রাখি আমি মনে মনে বলিলাম, আমি মধুর স্পৃহা রাখি। তৎক্ষণাৎ পীরান-পীর ছাহেব খেদমতগারকে বলিলেন, তিতীর পক্ষীর মাংস যবের শুরবা ও মধু অতি শীঘ্র আনয়ন কর, খাদেম উক্ত বস্তুগুলি আনয়ন করিলে, তিনি খাদেমকে বলিলেন, তুমি উক্ত বস্তুগুলি এই দুই ব্যক্তির সমক্ষে স্থাপন কর এবং আমাদের দিকে ইশারা করিলেন। খাদেম আমার সমক্ষে যবের শুরবা এবং আমার সহচরের সমক্ষে মধু স্থাপন করিল, ইহাতে তিনি তাহাকে বলিলেন, ইহার বিপরীত ভাব অবলম্বন করিলে ঠিক ব্যবস্থা করা হইবে। ইহাতে আমি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া চীৎকার করিয়া লোকদিগের গ্রীবাদেশের উপর দিয়া সবেগে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি আমাকে বলিলেন হে মিসর দেশের উপদেষ্টা, তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমি বলিলাম, হে আমার অগ্রণী, আমি ছুরা ফাতেহা শুদ্ধ করিয়া পড়িতে অক্ষম, কাজেই কিরূপে মিসরের উপদেষ্টা হইব? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তোমাকে এই উপাধি প্রদান করিতে আমি খোদার পক্ষ হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। তখন আমি তাঁহার নিকট এলম শিক্ষা করিতে সংলিপ্ত হইলাম, আল্লাহ এক বৎসর আমার উপর এরূপ এলমের দ্বার উদঘাটন করিয়া দিলেন—যাহা অন্যের উপর ২০ বৎসরে উদঘাটন করেন না। আমি বগদাদে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলাম, তৎপরে মিসর দেশে ভ্রমণ উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি অচিরে দেমাশকে উপস্থিত হইয়া যোদ্ধাদিগকে মিসর অধিকার উদ্দেশ্যে উদ্যোগ আয়োজন করিতে দেখিবে, তুমি তাহাদিগকে

বলিবে, এইবার তোমরা মিসর অধিকার করিতে পারিবে না, বরং বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন কীরবে। তোমরা দ্বিতীয়বার মিসর আক্রমণ করিবে, সেই সময় তোমরা উহা অধিকার করিতে সক্ষম হইবে। আমি দেমাশকে উপস্থিত হইয়া পীরান-পীর ছাহেব যেরূপ বলিয়াছিলেন, ব্যাপার ঠিক সেইরূপ দেখিতে পাইয়া তাঁহার উপদেশ অনুযারী যুদ্ধের আয়োজন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বলিলাম, এই যুদ্ধে আপনাদের কোনই ক্ষতি হইবে না, আপনার প্রতিপক্ষগণ নিরাশ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, আর আপনারা জয়যুক্ত অবস্থায় সমরক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। যখন প্রতিপক্ষ যোদ্ধাগণ মিসরে প্রবেশ করিল, তখন পরাজিত হইল। ইহাতে খলিফা আমাকে সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন এবং তাঁহার গুপ্ততত্ত্ব-সমূহের অভিজ্ঞ মিত্ররূপে পরিণত করিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে যখন বীর-যোদ্ধারা মিসর আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইল, তখন আমার দেমাশকের কথার জন্য তাহারা আমাকে সম্মান প্রদান করিল। হজরত পীরান-পীর ছাহেবের একটি বাক্যের জন্য আমি উভয় রাজ্য হইতে এক লক্ষ ৫০ দীনার পুরস্কার লাভ করিলাম। গ্রন্থকার বলেন, ইনি হাদিছ-তত্ত্ববিদ বিদ্বান ছিলেন, মিসরের উপদেষ্টা হইয়া বহু লোকের উপকার সাধন করিয়াছিলেন।

(৪৫) পীরান-পীর ছাহেবের একজন খাদেম বলিয়াছেন, এক সময় পীরান-পীর ছাহেব ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ২৫০ দীনার দেনদার হইয়াছিলেন, অকস্মাৎ একজন অপরিচিত লোক বিনা অনুমতি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বহুক্ষণ উপবিষ্ট থাকিয়া কথোপকথন করিয়া তাঁহাকে একখন্ড স্বর্ণ বাহির করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, ইহা দেনা পরিশোধ জন্য দিলাম, সে ব্যক্তি চলিয়া গেলে, উক্ত হজরত আমাকে বলিলেন, তুমি প্রত্যেক মহাজনকে তাহার প্রাপ্য টাকা প্রদান কর এবং তিনি বলিলেন, ইনি খোদায়ি কোষাধ্যক্ষ। আমি বলিলাম, খোদায়ি কোষাধ্যক্ষ কে? তদুত্তরে

তিনি বলিলেন, তিনি কেজন ফেরেশতা—আল্লাহতায়ালা তাঁহার ঋণগ্রস্ত অলিদিগের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন।

(৪৬) পীর আদি বেনে মোছাফের বলিয়াছেন, হজরত পীরান-পীর ছাহেব উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় বারিপাত হইতে লাগিল। কতক শ্রোতা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তখন তিনি আছমানের দিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, আমি লোকদিগকে সংগ্রহ করিতেছি, আর তুমি তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছ! তৎক্ষণাৎ উক্ত সভাস্থলে বারিপাত রহিত হইয়া গেল, মাদ্রাছার বাহিরে বারিপাত হইতে লাগিল, কিন্তু সভাস্থলে এক বিন্দু বৃষ্টিপাত হইল না।

(৪৭) দেজলার পানি এক সময় এত অধিক পরিমাণ হইয়াছিল যে, বগদাদ শহর নিমজ্জিত প্রায় হইয়া গেল। তখন লোকেরা পীরান-পীর ছাহেবের নিকট এই বিপদ মোচনের দোয়ার জন্য উপস্থিত হইল। ইহাতে তিনি নিজের যষ্টিখানা লইয়া নদীর উপকূলে গমন পূর্ব্বক পানির সীমায় উহা পুতিয়া দিয়া বলিলেন, হে পানি, তুমি এই সীমা অবধি থাকিবে। তৎক্ষণাৎ পানি কম হইতে আরম্ভ করিল।

(৪৮) পীর আবুবকর হাম্মানি অলৌকিক কার্য্য-বিশিষ্ট লোক ছিলেন, পীরান-পীর ছাহেব তাঁহাকে বলিতেন, হে আবুবকর, পবিত্র মোহাম্মদী শরিয়ত তোমার সম্বন্ধে আমার নিকট অনুযোগ করিতেছে।

তিনি উক্ত আবুবকরকে কয়েকটি কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেন কিন্তু ইনি উক্ত কার্য্যগুলি হইতে বিরত থাকিতেন না। তৎপরে পীরান-পীর ছাহেব রাছাফার জামে' মসজিদে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, আমি আবুবকরের পীরত্ব কাড়িয়া লইলাম এবং তাঁহাকে বগদাদ হইতে বাহির করিয়া দিলাম। তৎক্ষণাৎ

তাঁহার সমস্ত আত্মিক ভাব ও দরজা তিরোহিত করা হইল এবং তিনি 'ফরক' নামক স্থানের দিকে বাহির হইয়া গেলেন। যখনই তিনি বগদাদের সীমার মধ্যে প্রবেশ করার ইচ্ছা করিতেন, তখনই অধোমস্তকে পতিত হইয়া যাইতেন যদি কেহ তাহাকে বহন করিয়া লইয়া উক্ত শহরে প্রবেশ করার সঙ্কল্প করিত, তবে উভয়েই অধোমস্তকে পতিত হইয়া যাইত। তাঁহার মাতা ক্রন্দন করিতে করিতে পীরান-পীর ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি আমার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করার আশা রাখি, কিন্তু তাহার নিকট যাইতে অক্ষম।

তৎপরে তিনি কিছুক্ষণ অধোমস্তকে থাকিয়া বলিলেন, আমি, তাঁহাকে অনুমতি দিলাম যে, তিনি জমীর তলদেশ দিয়া ফরক হইতে বগদাদে উপস্থিত হইয়া তোমার গৃহের কুণ্ডার তলদেশ হইতে তোমার সহিত কথোপকথন করিবেন। লোকেরা বলিয়াছেন, তিনি প্রত্যেক সপ্তাহে একবার ফরক হইতে বগদাদে জমির তলদেশ হইতে আগমন করিয়া কথোপকথন করিতেন। পীর আদি বেনে মোছাফের (রঃ) কাজি বোলবানকে পীরান-পীর ছাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন—যেন তিনি তাঁহার নিকট আবুবকরের সম্বন্ধে সুপারিশ করেন। ইহাতে তিনি তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে আশা প্রদান করেন। পীর মোজাফর্ফার ও আবুবকর (রঃ) এতদুভয়ের মধ্যে প্রীতি-প্রণয় ছিল, একবার পীর মোজাফফার স্বপ্নযোগে খোদাতায়ালার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, খোদা তাঁহাকে বলিলেন, হে আমার বান্দা, তুমি কিছু যাচ্‌ঞা কর। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি হৃদয়ে দৃঢ় আশা পোষণ করি যে, আমার ভ্রাতা আবুবকরকে প্রথম অবস্থায় ফিরাইয়া দাও। তখন খোদা তাঁহাকে বলিলেন, ইহা শাএখ আবদুল কাদের দ্বারা পূর্ণ হইবে, তুমি তাঁহাকে বলিও যে, খোদা আবুবকরের উপর রাজি হইয়াছেন, তুমি তাহার উপর রাজি হও। এমতাবস্থায় হজরত নবি (ছাঃ)-এর সহিত

তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি বলিলেন, হে মোজাফফার, তুমি আমার জমিনের প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী শাএখ আবদুল কাদেরকে বলিয়া দিও যে, তোমার দাদা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাকে বলিয়াছেন যে, তুমি আবুবকরের অবস্থা পূর্ব্ববৎ করিয়া দাও। তুমি আমার শরিয়তের হিতকল্পে তাহার উপর রাগান্বিত হইয়াছিলে, এখন আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি। পীর মোজাফফরের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেলে, তিনি আনন্দিত হইয়া আবুবকরকে সুসংবাদ প্রদান করিতে গেলেন! আবুবকর তাঁহার এই স্বপ্নের যাবতীয় ব্যাপার কাশফ বলে অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়ার পর হইতে তিনি কোন বিষয় কাশফ কর্ত্তৃক অবগত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা উভয়ে মধ্যপথে পরস্পরে সাক্ষাৎ করিয়া পীরান-পীর ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন, হে মোজাফফর, তোমার প্রাপ্ত সংবাদ আমাকে বল, তিনি স্বপ্নের বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন, আর যাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পীরান-পীর ছাহেব তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। তৎপরে আবুবকরকে তওবা পড়াইয়া বুকের সহিত মিশাইয়া লইলেন, ইহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের বিনষ্ট দরজাসহ অধিকতর কিছু প্রাপ্ত হইলেন। আমরা আবুবকরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি তোমার মাতার নিকট কিভাবে আগমন করিতে? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি আমার মাতার সাক্ষাৎ কামনা করিলে, কোন যান আমাকে লইয়া যাইত, আমি জমির নিম্নদেশ দিয়া চলিতে চলিতে কুণ্ডার নিকট উপস্থিত হইয়া মাতার সহিত কথোপকথন করিতাম, তৎপরে যেস্থান হইতে আগমন করিয়াছিলাম, তথায় নীত হইতাম।

(৪৯) খাজেরি মুছেলি বলিয়াছেন, আমি ১৩ বৎসর পীরান-পীর ছাহেবের খেদমত করিয়াছিলাম, তাঁহা কর্ত্তৃক বহু অলৌকিক কার্য্য দর্শন করিয়াছিলাম তন্মধ্যে একটি এই, যখন চিকিৎসকেরা কোন পীড়িতের চিকিৎসা করিতে অসমর্থ হইয়া যাইত, তখন

তাহাকে পীরান-পীর ছাহেবের নিকট আনয়ন করা হইত। ইহাতে তিনি তাহার জন্য দোয়া করিতেন এবং তাহার শরীরে হাত বুলাইতেন, তৎক্ষণাৎ সে আল্লাহর হুকুমে সুস্থ হইয়া যাইত।

(৫০) এক সময় খলিফা মোস্তানজেদবিল্লাহর কোন আত্মীয় তৃষ্ণার পীড়ায় পীড়িত হইয়া পীরান-পীর ছাহেবের নিকট নীত হইয়া ছিল, তাহার উদর স্ফীত হইয়া গিয়াছিল, ইহাতে তিনি তাহার উদরে হাত বুলাইলেন, তৎক্ষণাৎ সে আল্লাহতায়ালার হুকুমে রোগমুক্ত হইয়া দন্ডায়মান হইল এবং তাহার উদর পূর্ব্বক হইয়া গেল, যেন ইতিপূর্ব্বে তাহার কোন পীড়া ছিল না।

(৫১) এক সময় আবুল মায়ালি পীরান-পীর ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমার মোহাম্মদ নামীয় পুত্র ১৫ মাস হইতে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় আছে, উহার বিরাম হয় না, বরং উহা অধিক হইতে অধিকতর হইতেছে, তৎশ্রবণে তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি চলিয়া যাও এবং ছেলেটির কর্ণে মুখ দিয়া বল, হে জ্বর আবদুল কাদের তোমাকে বলিতেছেন, তুমি আল্লাহতায়ালার হুকুমে আমার পুত্রকে ত্যাগ করিয়া হোল্লা নামক স্থানে চলিয়া যাও।

তৎপরে কয়েক বৎসর পরে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি পীরান-পীর ছাহেবের আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিলে, জ্বরের বিরাম হইয়া গিয়াছে, এবং সে কয়েক বৎসর যাবৎ সুস্থ অবস্থায় আছে। আমরা সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি যে, হোল্লা অধিবাসীগণ অনেক সময় জ্বরাক্রান্ত হইয়া থাকেন।

(৫২) আবু-হাফছ হাদ্দাদী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল হুজুর, আমি হজ্জের ইচ্ছা করিয়াছি, আমার উষ্ট্রকাটি চলৎশক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে, তদ্ব্যতীত আমার অন্য কোন যান নাই। তৎশ্রবণে তিনি তাহার শরীরে পদাঘাত করিলেন। ইহাতে সেই উষ্ট্রীকাটী অন্যান্য উষ্ট্রীগুলি অপেক্ষা অগ্রগামিনী হইল।

(৫৩) পীর আবুল আছান আজোজি পীড়িত হইয়াছিলেন,

হজরত পীরান-পীর ছাহেব তাঁহার অবস্থা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার গৃহে দুইটি পালিত পক্ষী ছিল, তন্মধ্যে একটি ছয় মাস হইতে ডিম্ব পাড়িত না এবং দ্বিতীয়টি নয়মাস হইতে শব্দ করিত না। তিনি উক্ত হজরতের নিকট এতদুভয়ের প্রতিকারের প্রার্থনা করিলেন। তৎশ্রবণে তিনি একটি পক্ষীকে বলিলেন, তুমি তোমার প্রভুর হিতসাধন কর এবং অন্যটিকে বলিলেন তুমি তোমার খোদার তছবিহ পাঠ কর। তৎক্ষণাৎ একটি পক্ষী শব্দ করিতে আরম্ভ করিল এবং দ্বিতীয়টি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দৈনিক ডিম্ব দিতে থাকিল।

(৫৪) হজরত পীরান-পীর ছাহেব ৫৬০ হিজরীতে আমাকে বলিয়াছিলেন, হে খাজের, তুমি মুছলে গমন কর, তোমার ঔরষে কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তন্মধ্যে এক পুত্রের নাম মোহাম্মদ হইবে বগদাদের অধিবাসী আলি নামক একজন অন্ধ লোক তাহাকে সাত মাসে কোর-আন শিক্ষা দিবেন, সেই পুত্রটি সাত বৎসর বয়সে পূর্ণ কোর-আনের হাফেজ (কণ্ঠস্থকারী) হইয়া যাইবে। তুমি ৯৪ বৎসর একমাস ৬ দিবস জীবিত থাকিয়া সুস্থ চক্ষু ও সুস্থ কর্ণ ও সবল অবস্থায় আরবেল নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

তাঁহার পুত্র বলিয়াছেন, হজরত পীরান-পীর ছাহেব আমার সম্বন্ধে ও আমার পিতার সম্বন্ধে যে ভবিষ্যবাণী করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

(৫৫) পীর আহমদ বাতায়েহি হাদ্দাদী বলিয়াছেন, আমি ৫৭৯ হিজরীতে লেবনান পর্ব্বতে তথাকার সুফী ব্যক্তিগণের সাক্ষাৎ মানসে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তথায় সেই সময় এছপেহান নিবাসী একজন অলিউল্লাহ ছিলেন, তিনি শাখে জাবাল (পর্বতের পীর) নামে অভিহিত হইতেন, আমি তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইয়া বলিলাম, হে আমার অগ্রণী, আপনি কতকাল এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ৬০ বৎসর অবস্থিতি করিতেছি। আমি

বলিলাম, আপনি কোন্ কোন্ বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়াছেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি ৫৫৯ হিজরীতে পূর্ণিমার রাত্রে পর্ব্বতের অধিবাসীগণকে এই স্থানে সমবেত হইয়া দলে দলে শূন্যপথ দিয়া এরাকের দিকে উড়িয়া যাইতে দেখিয়া আমার সহচরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কোথায় যাইতেছেন? তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, হজরত খাজের (আঃ) আমাদিগকে বাগদাদে গমন পূর্বক কোতব ছাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়াছেন। আমি বলিলাম, তিনি কোন্ ব্যক্তি? তিনি বলিলেন, পীর আবদুল কাদের। আমি তাঁহার সঙ্গে ভ্রমণ করার বাসনা প্রকাশ করিলে তিনি সম্মতি প্রদান করিলেন। তৎপরে আমরা শূন্যপথে উড়িয়া চলিলাম অল্পক্ষণ পরে আমরা বাগদাদে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, হজরত পীরান-পীর ছাহেবের সম্মুখে কয়েক সারি লোক উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহাদের প্রবীণগণ তাঁহাকে নিজেদের অগ্রণী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। তিনি তাঁহরদিগকে আদেশ করিতেছেন, ইহাতে তাঁহারা তাঁহার আদেশ পালনে অগ্রগামী হইতেছেন। তৎপরে তিনি তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন, তখন তাঁহারা উক্ত হজরতের দিকে মুখ করিয়া পশ্চাতের দিকে চলিতে লাগিলেন, তৎপরে তাঁহারা শূন্যপথে উড়িয়া চলিলেন, আমি আমার সহচরের সঙ্গে উড়িয়া উক্ত লাবনান পর্বতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে বলিলাম, আপনারা অদ্য রাত্রে তাঁহার সাক্ষাতে যেরূপ আদব প্রকাশ এবং তাঁহার আদেশ পালনে দ্রুত গমন করিলেন, আমি ইতিপূর্ব্বে ইহার দৃষ্টান্ত দর্শন করি নাই। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, যখন তিনি বলিয়াছেন, আমার কদম প্রত্যেক অলির গ্রীবাদেশে রহিয়াছে এবং আমরা তাঁহার আদেশ পালন ও সম্মান করিতে আদিষ্ট হইয়াছি, তখন কেন আমরা এইরূপ করিব না?

কালায়েদোল-জওয়াহের কেতাবের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, এমাম এবনো-হাজার আস্কালনি পীরান-পীর ছাহেবের উক্ত কথার

মর্ম্ম জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, মনুষ্যের দ্বারা অলৌকিক কার্য্যকলাপ প্রকাশিত হওয়া এরূপ বাস্তব ঘটনা—যাহা অবাধ্য ও সত্যের আপলাপকারী ব্যতীত কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। অলৌকিক কার্য্যগুলির কমবুল ও মরদুদ হওয়ার পার্থক্য সম্বন্ধে এমামগণ এই নিয়ম উল্লেখ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তির জন্য বা যাহা হইতে উহা প্রকাশিত হয়, যদি সে ব্যক্তি সত্য পথের পথিক হন, তবে উহা কারামত হইবে, দৃষ্টান্ত স্থলে হজরত পীর আবদুল কাদের (রঃ)-কে পেশ করা যাইতে পারে।

শায়খোল ইছলাম এজ্জদ্দিন বেনে আবদুছ ছালাম বলিয়াছেন, যেরূপ অসংখ্য লোক কর্ত্তৃক ছুলতানোল-আওলিয়া পীর আবদুল কাদের (রঃ)এর বহু কারামতের বিবরণ আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে, এইরূপ অন্য কোন অলির কারামতের বিবরণ আমাদের নিকট উপস্থিত হয় নাই। উক্ত পীর ছাহেব কাশ্‌ফ শক্তি-সম্পন্ন এবং শরিয়তের নিয়মাবলীর দৃঢ় অবলম্বনকারী ছিলেন, লোকদিগকে উক্ত শরিয়তের দিকে আহ্বান করিতেন, উহার বিরুদ্ধাচরণ হইতে লোকদিগকে বিতাড়িত করিতেন, উহাতে লোকদিগকে সংলিপ্ত করিয়া দিতেন, তিনি বন্দিগি ও কঠোর সাধনায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এদিকে অনেক সময় স্ত্রী ও সন্তানদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতেন। যাহার এইরূপ স্বভাব হয়, তিনি অন্যান্য লোক হইতে সমধিক কামেল হইয়া থাকে এবং ইহা শরিয়ত-প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর স্বভাব। এতদুদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছিলেন, আমার এই কদম প্রত্যেক অলীর গ্রীবাদেশে রহিয়াছে। তিনি এই জন্য ইহা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জামানায় এরূপ কোন লোক ছিল না—যিনি এই সমস্ত কামালাত একাধারে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার তুল্য হয়েন, তাঁহার উচ্চ সম্মান প্রকাশের উদ্দেশ্যে এইরূপ কথিত হইয়াছে, বিনা সন্দেহে তিনি সম্মান প্রাপ্তির উপযুক্ত ছিলেন।

কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, কদম শব্দের অর্থ তরিকা, ইহা

বলা হইয়া থাকে যে, অমুক ব্যক্তি প্রশংসা-যোগ্য কদমের উপর আছে—অর্থাৎ তরিকার উপর আছেন। তাঁহার কথার মর্ম্ম এই যে, তাঁহার তরিকা অতি উচ্চ তরিকা। এস্থলে কদমের অর্থ পা নহে, যেহেতু জোনায়েদ বগদাদী (রঃ) এবং অন্যান্য পীরগণ বলিয়াছেন, আমার এই তরিকতের ভিত্তি আমাদের উপর স্থাপিত হইয়াছে, দ্বিতীয় এইরূপ উন্নত মর্য্যাদাধারী পীরের মর্য্যাদার সহিত খাপ খায়, এই প্রকার তাঁহার কথার সমধিক সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী মর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত।

(৫৬) ছাহল-তাস্তর্রি বলিয়াছেন, বগদাদের অধিবাসীগণ আমার অগ্রণী পীর আবদুল কাদের (রঃ)-এর সন্ধান না পাইয়া বিব্রত হইতেছিলেন, লোকে তাহাদিগকে বলিলেন, তিনি দেজলার দিকে গমন করিয়াছেন, তখন তাহারা তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন, আমরা তাঁহাকে দেখিলাম যে, তিনি পানির উপর দিয়া আমাদের দিকে চলিয়া আসিতেছেন, মৎস্যেরা দলে দলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ছালাম করিতেছে, আমরা তাঁহার দিকে এবং মৎস্যপুঞ্জের তাঁহার হস্তদ্বয়ের চুম্বন করার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, এমতাবস্থায় জোহরের নামাজের সময় উপস্থিত হইল, আমরা একটি স্বর্ণ-রৌপ্য মণ্ডিত সবুজ রঙ্গের বৃহৎ জায়নামাজ দেখিতে পাইলাম, উহার উপর দুইটি ছত্র লিখিত ছিল প্রথম ছত্রে লিখিত ছিল—"সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার অলিগণের উপর কোন ভয় নাই এবং তাঁহারা দুঃখিত হইবে না।" দ্বিতীয় ছত্রে লিখিত ছিল—"হে আহলে-বয়েত, তোমাদের উপর ছালাম, নিশ্চয় তিনি প্রশংসিত মহিমান্বিত।"

তৎপরে উক্ত জায়নামাজখানা দেজলার উপর আছমান ও জমিনের মধ্যস্থলে হজরত ছোলায়মান (আঃ)-এর বিছানার ন্যায় প্রসারিত করা হইল, তৎপরে কাল সর্পের ন্যায় কতকগুলি পুরুষ তথায় আগমন করিল, তাহাদের অগ্রগামী একজন শান্তিময়, গম্ভীর

অথচ মহা ত্রাসজনক মূর্ত্তিধারী পুরুষ ছিলেন, তিনি নিজের সহচরবৃন্দসহ জায়নামাজের সম্মুখে রোদন করিতে করিতে স্পন্দন রহিত অবস্থায় দন্ডায়মান হইলেন—যেন তাহাদের মুখে কুদরতের লাগাম লাগান হইয়াছিল। যখন নামাজের একামত পড়া হইল, তখন পীর আবদুল কাদের (রঃ)-অগ্রগামী হইলেন, তিনি ত্রাসজনক চাদর পরিধান করিলেন এবং জায়নামাজের উপর নামাজ পড়িলেন, সেই লোকগুলি, তাঁহাদের অগ্রণী ও বাগদাদবাসিগণ পীরান-পীর ছাহেবের পশ্চাতে নামাজ পড়িলেন, যখন তিনি তকবীর পড়িতেন, তাঁহার সহিত অরশবাহক ফেরেশ্‌তাগণ তকবীর পড়িতেন। যখন তিনি তছবিহ পড়িতেন, তখন তাঁহার সঙ্গে সাত আছমানের ফেরেশতাগণ তছবিহ পড়িতেন। যখন তিনি আল্লাহতায়ালার প্রসংশা করিতেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে একটি সবুজ রঙের জ্যোতিঃ সমুত্থিত হইয়া আছমান পর্য্যন্ত উপস্থিত হইত। যখন তিনি নামাজ শেষ করিলেন এবং দুই হস্ত উত্তোলন করতঃ এই দোয়া করিতে লাগিলেন, হে খোদা, নিশ্চয় আমি আমার দাদা, তোমার প্রিয়পাত্র, তোমার বান্দাগণের মধ্যে মনোনীত হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ও আমার পিতৃগণের অছিলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমার মুরিদের এবং মুরিদের মুরিদের আত্মাগুলি বিনা তওবায় বাহির করিও না। আমরা শ্রবণ করিলাম যে, ফেরেশতাগণের দল তাঁহার দোয়াতে আমীন পড়িতেছিলেন। আমরাও তাঁহার সহযোগিতায় আমীন পড়িতেছিলাম।

(৫৭) হজরত মুছা বলিয়াছেন, আমি আমার পিতা পীরান-পীর ছাহেবকে বলিতে শুনিয়াছি—আমি দেশ পর্য্যটনে কোন ময়দানের দিকে বহির্গত হইয়াছিলাম, আমি কয়েক দিবস তথায় অবস্থিতি করিলাম, পানি অভাবে আমার পিপাসা প্রবল হইয়া উঠিল, তখন একটি মেঘ আমার উপর ছায়া প্রদান করিল এবং আমার উপর শিশিরের তুল্য এক প্রকার বস্তু পতিত হওয়ায় আমি

তৃপ্তিলাভ করিলাম। তৎপরে আমি একটি জ্যোতিঃ দর্শন করিলাম— যাহা আকাশ প্রান্তকে আলোকিত করিয়া ফেলিল এবং একটি আকৃতি প্রকাশিত হইল, উহার মধ্য হইতে এই শব্দটি প্রকাশিত হইল, হে আবদুল কাদের, আমি তোমার প্রতিপালক, আমি তোমার জন্য হারাম বস্তুগুলিকে হালাল করিয়া দিলাম। আমি বলিলাম, আমি আল্লাহতায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হে অভিসম্পাতগ্রস্ত, তুমি লাঞ্ছিত অবস্থায় দূর হও। তৎক্ষণাৎ উক্ত জ্যোতিটি অন্ধকারে এবং উক্ত আকৃতিটি ধূমে পরিণত হইয়া গেল। তৎপরে সে আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, হে আবদুল কাদের, তুমি তোমার বিদ্যা, তোমার প্রতিপালকের আদেশ এবং তোমার দরজাগুলির অবস্থা সম্বন্ধে তোমার তত্ত্বজ্ঞান বলে আমার চক্র হইতে নিষ্কৃতি পাইলে। নিশ্চয় আমি এইরূপ ঘটনা দ্বারা ৭০ জন তরিকতপন্থীকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছি। তৎশ্রবণে আমি বলিলাম, আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও প্রসন্নতার জন্য এইরূপ হইয়াছে। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কিরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, সে ব্যক্তি শয়তান। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তাহার এই কথাতে বুঝিয়াছি সে বলিয়াছেন যে, আমি তোমাকে হারাম কার্য্যগুলি হালাল করিয়া দিয়াছি। কেননা আল্লাহতায়ালা মন্দ কার্য্যগুলির আদেশ প্রদান করেন না।

(৫৮) পীর মোহাম্মদ শাম্বকি বলিয়াছেন, আমি পীর আবুবকর বেনে হাওয়াকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি এরাক প্রদেশের আওতাদ ৮ জন, যথা—মা'রুফ কারখি, এমাম আহমদ বেনে হাম্বাল, বাশার হাফি, মনছুর বেনে আম্মার, জোনাএদ বগদাদী, ছর্রিছাকতি, ছাহল-তস্তরি ও আবদুল কাদের জিলানী। আমি বলিলাম, আবদুল কাদের কোন্ ব্যক্তি? তিনি বলিলেন, উক্ত আবদুল কাদের একজন আজামী, তবে বগদাদের অধিবাসী হইবেন, তাঁহার বিকাশ পঞ্চম শতাব্দীতে হইবে, তিনি একজন ছিদ্দিক, আওতাদ, ফরদ, দুনইয়ার নেতৃস্থানীয়

জামানার কোতব হইবেন।

(৫৯) পীরান-পীর ছাহেব বলিয়াছেন, আমি বগদাদে কুরছির উপর ছিলাম, এমতাবস্থায় জনাব রাছুলুল্লাহ (আঃ)-কে আরোহী এবং তাঁহার পার্শ্বে হজরত মুছা (আঃ)-কে দর্শন করিয়াছিলাম। হজরত নবী (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, হে মুছা (আঃ), আপনার উম্মতের মধ্যে এইরূপ কোন ব্যক্তি আছে কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, না। তৎপরে হজরত শূন্যমার্গে থাকিয়া আমাকে বলিলেন, হে আবদুল কাদের, পরে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজের পরিধেয় একখানা মূল্যবান বস্ত্র আমাকে পরিধান করাইয়া বলিলেন, ইহা কোতব-পদের মূল্যবান বস্ত্র, তৎপরে তিনি আমার মুখে তিনবার থু থু দিলেন।

(৬০) জাইয়াল বলিয়াছেন, আমি ৫৬০ হিজরীতে পীরান-পীর ছাহেবের মাদ্রাছাতে দণ্ডায়মান ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি হস্তে যষ্টি লইয়া নিজের বাটি হইতে বাহির হইলেন। তখন আমার অন্তরে উদয় হইল যে, যদি আমি এই যষ্টির মধ্যে কোন অলৌকিক কার্য্য দর্শন করিতাম। তৎক্ষণাৎ তিনি সহাস্য মুখে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উহা ভূমিতে প্রোথিত করিলেন, অমনি উহা উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় হইয়া গেল, উহার জ্যোতিঃ আছমানের দিকে সমুত্থিত হইল এবং শূন্যমার্গ আলোকিত করিল, কিছুক্ষণ ঐরূপ অবস্থায় থাকিল। তৎপরে তিনি উহা হস্তে লইলে প্রথমে যেরূপ ছিল সেইরূপ হইয়া গেল। তৎপরে তিনি আমাকে বলিলেন, হে জাইয়াল, তুমি ইহার কামনা করিয়াছিলে।

(৬১) পীরান-পীর ছাহেব একবার কুরছির উপর আরোহণ করিয়া ওয়াজ এবং ক্বারী কোর-আন পাঠ আরম্ভ করেন নাই, এমতাবস্থায় লোকদিগের মধ্যে মহা আত্মিক ভাব ও বিস্মৃতি অবস্থা প্রকাশিত হইল। উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে এক জনের এই চিন্তা উদয় হইল যে, এই নিস্তব্ধতা ভাব কিরূপ? তৎক্ষণাৎ পীরান-পীর

ছাহেব বলিলেন, আমার একজন মুরিদ এক পদ-বিক্ষেপে বয়তোল-মোকদ্দছ হইতে এইস্থানে আগমন করিয়াছে এবং আমার নিকট তওবা করিয়াছে। উপস্থিত লোকেরা অদ্য তাঁহার জেয়াফতে উপস্থিত আছেন। সেই প্রথম ব্যক্তি মনে মনে বলিল, যে ব্যক্তির এইরূপ অবস্থা, সে ব্যক্তি কি বিষয় হইতে তওবা করিবেন? তৎক্ষণাৎ পীরান-পীর ছাহেব বলিলেন, সে শূন্যমার্গে উড়িয়া যাওয়া হইতে তওবা করিবে এবং আমার মুখাপেক্ষী এই জন্য হইয়াছে যে, আমি তাহাকে আল্লাহ প্রেমের পন্থা শিক্ষা প্রদান করিব।

আবুল হাছান আলী বলিয়াছেন, আমরা এক বিরাট দল সহ পীরান-পীর ছাহেবের সাক্ষাৎ মানসে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাঁহারা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে দোয়া চাহিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। বহু সাধারণ লোক তাহাদের সঙ্গী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আমার পরিচিত একটি অসচ্চরিত্রের দাড়িহীন বালক ছিল, সে সর্ব্বদা অশুচি (নাপাক) অবস্থায় থাকিত, প্রস্রাব ইত্যাদি হইতে শুচি (পাক) হইত না। আমরা পীরান-পীর ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, আমাদের দলের লোকেরা তাঁহার নিকট নিজেদের বাসনা প্রকাশ করিয়া দোয়া প্রার্থনা করিলেন, আমরা অগ্রগামী হইয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন করিলাম, সমস্ত লোক তাঁহার হস্ত চুম্বন করা উদ্দেশ্যে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। যখন উক্ত দাড়িহীন বালকটি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া চুম্বন উদ্দেশ্যে তাঁহার হস্ত স্পর্শ করার ইচ্ছা করিল তখন পীরান-পীর ছাহেব নিজের হস্ত পিরাহনের হাতার মধ্যে লইয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করামাত্র সে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেল। সে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া দেখিল যে, তৎক্ষণাৎ তাহার দাড়ী উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে। তখন সে তাঁহার নিকট দন্ডায়মান হইয়া তওবা করিল, তৎপরে তিনি তাহার সহিত মোছাফাহা করিলেন।

(৬২) আহমদ জিলি বলিয়াছেন, আমি পীরান-পীর ছাহেবের

সঙ্গে নেজামিয়া মাদ্রাছাতে ছিলাম, এমতাবস্থায় তাঁহার নিকট কতকগুলি দরবেশ ও ফকিহ্ আগমন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে 'তকদীর' সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, সেই সময় একটি বড় সর্প ছাদ হইতে তাঁহার ক্রোড়ে পতিত হইল, ইহাতে যাহারা তাঁহার নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, তথা হইতে পলায়ন করিলেন, তথায় তাঁহা ব্যতীত অন্য কেহই ছিল না। তখন সর্পটি তাঁহার বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শরীরে চলিতে লাগিল, তাঁহার পিরাহনের গলদেশ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার গলায় জড়াইয়া থাকিল, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি কথা রহিত ও নিজের বৈঠক পরিবর্ত্তন করিলেন না। তৎপরে সর্পটি জমিতে নামিয়া তাঁহার সম্মুখে নিজের লেজের উপর দন্ডায়মান হইয়া শব্দ করিল, তৎপরে তিনি উহার সহিত কথা বলিলেন, আমরা উহা বুঝিতে পারিলাম না, অবশেষে সর্পটি চলিয়া গেল। তখন লোকেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উভয়ের কথোপকথনের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, সে আমাকে বলিল নিশ্চয় আমি বহু অলিকে পরীক্ষা করিয়াছি, কিন্তু আপনার তুল্য কাহাকেও দেখি নাই। তৎশ্রবণে আমি বলিলাম, আমি 'তকদীর' (অদৃষ্টলিপি) সম্বন্ধে কথা বলিতেছিলাম, এমতাবস্থায় তুমি আমার উপর পতিত হইয়াছিলে, কিন্তু তুমি একটি ক্ষুদ্র পশু, তকদীর তোমাকে পরিচালিত ও স্থির করিয়া থাকে, কাজেই আমি ইচ্ছা করিলাম যে, আমার কার্য্য আমার কথার বিপরীত যেন না হয়।

(৬৩) পীরান-পীর ছাহেব বলিয়াছেন, আমি এক রাত্রে 'মনছুরি জামে' মছজেদে নামাজ পড়িতেছিলাম, এমতাবস্থায় আমি চেটায়ের উপর কোন জীবের চলিবার শব্দ শ্রবণ করিলাম, হঠাৎ একটি বৃহৎ সর্প মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক আমার ছেজদার স্থলে উপস্থিত হইল, আমি ছেজদা দেওয়ার ইচ্ছা করিলে, উহাকে স্বহস্তে ধাক্কা দিয়া ছেজদা করিলাম। আমি আত্তাহিয়াতো পড়িতে বসিলে, সর্পটি

আমার উরুর উপর উঠিয়া আমার গলদেশে আরোহণ পূর্ব্বক জড়াইয়া থাকিল। আমি ছালাম ফিরাইবার পরে আর উহাকে দেখিতে পাইলাম না। পর দিবস আমি জামে' মছজেদের বহির্দ্দেশে উৎসন্ন স্থানে প্রবেশ করিয়া এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম—তাহার দুইটি চক্ষু লম্বা ভাবে কর্ত্তিত ছিল, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সে একটি জ্বেন। ইহাতে সে বলিল, আমি সেই সর্প যাহাকে আপনি বিগত রাত্রে দর্শন করিয়াছিলেন। আমি আপনাকে যেরূপ পরীক্ষা করিয়াছি, এইরূপ বহু অলিকে পরীক্ষা করিয়াছি, তাঁহাদের কেহই আমার নিকট আপনার তুল্য দৃঢ়চিত্ত প্রতিপন্ন হয় নাই, তাহাদের মধ্যে কাহারও বাহ্য এবং অন্তর উভয় বিচলিত হয় নাই, তাহাদের মধ্যে কাহারও বাহ্য ভাব বিচলিত হয় নাই, কিন্তু অন্তর বিচলিত হইয়াছিল, আর আপনাকে দেখিলাম যে, আপনার বাহ্য ও অন্তর উভয় অবিচলিত ভাবে ছিল। তৎপরে সে আমার নিকট তওবা করার বাসনা প্রকাশ করায় আমি তাহাকে তওবা পড়াইয়াছিলাম।

(৬৪) আবুল ফজল কারাশি বলিয়াছেন, হজরত পীরান-পীর ছাহেব মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করিতেন, এক দিবস তাঁহার সেবক এক খন্ড স্বর্ণসহ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি একখানা বস্ত্র ক্রয় করিতে চাহিতেছি—যাহার প্রতি হস্তের মূল্য বিনা কম বেশী এক দীনার হয়। আমি তাহাকে উহা প্রদান করিয়া বলিলাম, ইহা কাহার জন্য? তদুত্তরে সে বলিল, ইহা পীরান-পীর ছাহেবের জন্য। আমি মনে মনে বলিলাম, পীর ছাহেব খলিফার জন্য কোন বস্ত্র ত্যাগ করিলেন না, আমি অন্তরে এইরূপ ধারণা করা মাত্র আমার পায়ে একটি পেরেক বিদ্ধ হইতে দেখিলাম, উহার বেদনায় মৃত্যু দেখিতেছিলাম। লোকেরা উহা টানিয়া বাহির করিয়া লইতে সমবেত হইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন আমি বলিলাম, আপনারা আমাকে পীরান-পীর ছাহেবের নিকট

বহন করিয়া লইয়া চলুন। যখন তাহারা আমাকে তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া রাখিলেন, তখন তিনি বলিলেন, হে আবুল ফজল, তুমি অন্তরে আমার উপর প্রতিবাদ করিলে কেন? খোদার শপথ, যতক্ষণ না এক দীনার মূল্যের এক হস্ত বস্ত্র আমাকে পরিধান করিতে বলা হইয়াছিল, ততক্ষণ আমি উহা পরিধান করি নাই। হে আবুল ফজল, ইহা মৃত্যুর কাফন, মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পরে ইহা কাফনের জন্য উৎকৃষ্ট। তৎপরে তিনি মোবারক হস্ত আমার পায়ের উপর স্থাপন করিলেন, তৎক্ষণাৎ উক্ত পেরেক ও উহার বেদনা তিরোহিত হইল। খোদার শপথ, আমি অবগত হইতে পারিলাম না যে, উক্ত পেরেক কোথা হইতে আসিল এবং কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, উহা কেবল আমার পায়ে দেখিয়াছিলাম। তখন আমি দন্ডায়মান হইয়া দৌড়িতে লাগিলাম। উক্ত হজরত শ্রোতাদিগকে বলিলেন, উক্ত ব্যক্তি আমার উপর প্রশ্ন করায় তাহার পক্ষে পেরেক রূপে মূর্ত্তিমান হইয়াছিলাম।

পীরান-পীর ছাহেবের চরিত্রাবলী

শাএখ মোয়াম্মার বলিয়াছেন, আমার চক্ষুদ্বয় তাঁহার তুল্য সুফি চরিত্র, প্রশস্ত বক্ষঃ উদারচেতা, সুহৃদয় ও প্রতিশ্রুতি রক্ষক কাহাকেও দেখে নাই। তিনি উন্নত মর্য্যাদাধারী ও প্রশস্ত বিদ্যাধারী হওয়া সত্ত্বেও বালকের সহিত দন্ডায়মান হইতেন, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির সম্মান করিতেন, প্রথমেই ছালাম করিতেন, দুর্বল ব্যক্তিদের সহিত বসিতেন, দরবেশদিগের জন্য নম্রতা করিতেন, কোন ধনী ও আমিরের জন্য দন্ডায়মান হইতেন না, কোন উজির বা ছুলতানের দ্বারদেশে উপস্থিত হইতেন না।

খাজের বলিয়াছেন, আমি ১৩ বৎসর তাঁহার খেদমতে

ছিলাম, আমি তাঁহাকে শ্লেষ্মা নিক্ষেপ করিতে এবং গলা খাঁকার দিতে দর্শন ও শ্রবণ করি নাই। কোন মক্ষিকা তাঁহার শরীরে বসে নাই, তিনি আমির কিম্বা ছুলতানের দ্বারদেশে উপস্থিত হন নাই, একবার ব্যতীত তিনি ছুলতানের বিছানায় উপবেশন করেন নাই এবং তাঁহার খাদ্য ভক্ষণ করেন নাই। তিনি বাদশাহদিগের এবং তাঁহাদের পরিষদগণের শয্যায় উপবেশন করা আশু শাস্তি ধারণা করিতেন। যখন তিনি দেখিতেন যে, কোন বাদশাহ, উজির কিম্বা সম্ভরান্ত লোক তাঁহার নিকট আসিতেছেন, তখন তিনি বাটির মধ্যে চলিয়া যাইতেন, তাঁহারা বসিয়া গেলে, তিনি গৃহ হইতে বাহির হইতেন—যেন তাঁহাদের জন্য দাঁড়াইতে না হয়। তিনি তাঁহাদের সহিত কর্কশ ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদিগকে বেশী পরিমাণ উপদেশ প্রদান করিতেন, তাঁহারা তাঁহার হস্ত চুম্বন করিতেন, তাঁহার সম্মুখে বিনীত ভাবে বসিয়া থাকিতেন। যখন তিনি খলিফার নিকট পত্র লিখিতেন, তখন এইভাবে লিখিতেন, আবদুল কাদের তোমাকে এইরূপ আদেশ করিতেছে। তোমার উপর তাঁহার আদেশ মাননীয়, তাঁহার আদেশ পালন তোমার অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য, তিনি তোমার অগ্রণী ও প্রামাণ্য। খলিফা তাঁহার পত্র পাঠ করিয়া উহা চুম্বন করিতেন এবং বলিতেন, পীর ছাহেব সত্য কথা বলিয়াছেন।

আবু আবদুল্লাহ বগদাদী বলিয়াছেন, পীরান-পীর ছাহেব শীঘ্র অশ্রুবর্ষণ করিতেন, মহা খোদা-ভীরু ছিলেন, বাক্-সিদ্ধ (মকবুলোদ্দোয়া) ছিলেন, তাঁহার চেহারা দেখিলেই ত্রাসের সৃষ্টি হইত, তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ছিল, তাঁহার ঘর্ম্ম সুগন্ধি ছিল, অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করিতেন না, খোদার সমধিক নৈকট্য প্রাপ্ত ছিলেন, আল্লাহতায়ালার আদেশ লঙ্ঘন হইতে দেখিলে, তিনি মহা কোপান্বিত হইতেন, নিজের ক্ষতিতে রাগান্বিত হইতেন না, খোদা ব্যতীত অন্যের ক্ষতিতে প্রতিশোধের চেষ্টা করিতেন না, কোন ভিক্ষুককে নিরাশ করিয়া ফিরাইতেন না।

একবার তিনি একজন দরিদ্রকে ভগ্ন-হৃদয়ে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার অবস্থা কি? সে ব্যক্তি বলিল, এক দিবস আমি নদীর উপকুলে উপস্থিত হইয়া নৌকার কর্ণধারকে বিনা বেতনে অন্য পারে পৌঁছাইয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। সে আমার দরিদ্রতার জন্য ইহা অঙ্গীকার করিল, ইহাতেই আমি দুঃখিত হইয়াছি। তাহার এই কথা সমাপ্ত না হইতেই এক ব্যক্তি তাঁহাকে উপহার দেওয়া মানসে ৩০ দীনার সহ উপস্থিত হইল। তিনি সেই দরিদ্রকে বলিলেন, তুমি এই থলিয়াটি লইয়া নৌকার কর্ণধারকে দিয়া বল যে, সে যেন ইহার পরে কখন কোন দরিদ্রকে ফেরত না দেয়। আরও পীরান-পীর ছাহেব নিজের পিরাহনটি খুলিয়া তাহাকে প্রদান করিলেন, তৎপরে তিনি তাঁহার নিকট হইতে উহা ২০ দীনার মূল্যে ক্রয় করিয়া লইলেন। পীরান-পীর ছাহেব দরিদ্র ও অতিথিদিগের জন্য নানবায়ি (রুটি বিক্রেতা) ও ময়দা বিক্রেতার নিকট হইতে রুটি এবং ময়দা ধার লইতেন, যখন কেহ উপহার স্বরূপ তাঁহার নিকট স্বর্ণ লইয়া আসিত, তিনি উহা স্পর্শ না করিয়া বলিতেন, জায়নামাজের নীচে রাখিয়া দাও। খাদেম উপস্থিত হইলে, তিনি বলিতেন, তুমি ইহা লইয়া নানবায়ী ও দোকানদারকে দিয়া আইস। যখন খলিফার পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট মূল্যবান বস্ত্র আসিত, তিনি বলিতেন, ইহা দোকানদার আবুল ফৎহকে প্রদান কর। খলিফাগণ তাহাকে প্রত্যেক মাসে যে মূল্যবান বস্ত্র প্রেরণ করিতেন, তিনি তাহা পরিধান করিতেন না, বরং দোকানদারকে উহা দিয়া আসিতে হুকুম করিতেন।

হজরত পীরান-পীর ছাহেবের স্ত্রী ও সন্তানগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পীর শেহাবদ্দিন ছাহারওয়ারদ্দী বলিয়াছেন, কোন নেককার ব্যক্তি হজরত পীরান-পীর ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আপনি কি জন্য নেকাহ করিয়াছেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, যতক্ষণ না হজরত নবি (ছাঃ) আমাকে নেকাহ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, ততক্ষণ আমি নেকাহ করি নাই।

যে চারিটি স্ত্রীলোক আমার সহিত নেকাহ করিবার জন্য আশা আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়াছিল, আমি তাহাদের সহিত নেকাহ করিয়াছি।

পীর আবদুর রাজ্জাক বলিয়াছেন, আমার পিতার ৪৯টি সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২৭টি পুত্র সন্তান ছিল। নিম্নোক্ত কয়েকটি পুত্র শ্রেষ্ঠতম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—(১) শাএখ আবদুর অহ্হাব, (২) শাএখ ইছা, (৩) শাএখ আবুবকর আবদুল আজিজ, (৪) শাএখ আবদুল জব্বার, (৫) শাএখ হাফেজ আবদুর রাজ্জাক, (৬) শাএখ এবরাহিম, (৭) শাএখ মোহম্মদ, (৮) শাএখ আবদুল্লাহ, (৯) শাএখ এহইয়া, (১০) শাএখ মুছা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এই কেতাবে পীরান-পীর ছাহেবের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইল, তৎসমস্ত বাহজাতোল-আছরার, কালায়েদোল-জওয়াহের, নাফহাতোল-উনছ ও আখবারোল-আখইয়ার হইতে উদ্ধৃত করা হইল, ইহার একটি কথা নিজ হইতে লেখা হয় নাই।

সমাপ্ত